সলাতুত তারাবীহ
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
অনুবাদ ঃ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সলাতুত্ তারাবীহ
বা
তারাবীহ সলাতের সঠিক পদ্ধতি

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ঈসায়ী
সফর ১৪২৮ হিজরী
ফাল্গুন ১৪১৩ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

মূল্য ঃ ৭০/= টাকা

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ মহান রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলমানদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করা তাওফীক যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি "আলবানী" নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা দীক্ষা ঃ দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলমানদের সামনে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপে দান করার তাওফীক করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন।-"আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল আমার পিতার আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লিখন কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তাঁর বক্তৃতা ও পাঠদান সম্বলিত ক্যাসেটের সংখ্যা ৭০০০ (সাত হাজার)-এরও বেশি। 'সলাতুত্ তারাবীহ' তাঁর অন্যতম গ্রন্থ।

আলাবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শাইখ আবদুল আযীয বিন বা-য্ তাঁকে যুগ-মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন।

ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন- "আন্নদওয়াতুল আ-লামিয়্যাহ লিশ্‌শাবা-বিল ইসলামী"র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইব্নু হাম্মাদ আলজুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই।

ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী (রহঃ) বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মুজিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সানের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে আজীবন স্মরণ করবে এবং উপকৃত হবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন- আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন ইবাদতের ন্যায় রামাযান মাসের কিয়ামুল লাইল তথা তারাবীহর সলাতও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" (সহীহ মুসলিম)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফাযীলাত হাসিলের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি বিশুদ্ধ হওয়া অনিবার্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারাবীহ সলাতের বিশুদ্ধ পদ্ধতি নির্ণয়ের গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নিঃশর্ত আনুগত্যের অভাবে অনেককেই তারাবীহ সলাতের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য করতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড় তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (সূরা আন-নিসা ৫৯)

মহান আল্লাহ তা'আলার এই অমোঘ বাণীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে মুসলিম সমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনা দানের উদ্দেশে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) "সলাতুত্ তারাবীহ" শীর্ষক পুস্তক রচনা করেন। তিনি পুস্তকটিতে তারাবীহর সলাত সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার তারাবীহর সলাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয়ের চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। পাশাপাশি যারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে, গোঁড়ামির বশে বিষয়টি ঘোলাটে করার চেষ্টা করেছেন এবং ষড়যন্ত্র করে ভুল পদ্ধতিকে সঠিক বলে জনসমাজে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন তাদেরকে সমুচিত জবাব দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

পুস্তকটি অনুবাদের দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে ভেবে এর অনুবাদ কর্মে হাত দেই। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে সহপাঠি আমিনুল ইসলাম, দীনী ভাই জহুরুল হকের সহযোগিতায় এবং বিভিন্ন জনের উৎসাহ উদ্দীপনায় পুস্তকটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। যারা আমাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

পুস্তক অনুবাদে যেহেতু এটা আমার প্রথম প্রচেষ্টা তাই ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য সম্মানিত পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল অনুবাদ কর্মে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং সকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্যের তাওফীক দান করেন- আমীন।

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াতকে অনুসরণ করার জন্য দলীল প্রমাণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾

"(হে নবী আপনি) বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (সূরা আল ইমরান ৩১)

আর আমাদের আদর্শ ও নেতার প্রতি বর্ষিত হোক দরূদ ও সালাম যার উক্তি সহীহভাবে এসেছে–

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي»

"তোমরা ঐভাবে সলাত পড় যেভাবে আমাকে তোমরা সলাত পড়তে দেখেছ" এবং শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গের উপর ও ঐ সকল সাহাবীদের উপর যাঁরা তাঁকে ভালবেসে ছিলেন ও আনুগত্য করেছিলেন। যারা আমাদের পর্যন্ত তাঁর হাদীসকে পৌছে দিয়েছেন এবং তা সংরক্ষণ করেছেন। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক ঐ সকল লোকদের উপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রদর্শিত সঠিক পথের ও তাদের নীতির অনুসরণ করবেন।

অতঃপর এ পুস্তিকা হচ্ছে ঐ ছয়টি পুস্তিকার দ্বিতীয় পুস্তিকা যা দিয়ে আমি (تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة) নামক গ্রন্থ রচনা করব। আর প্রথম পুস্তিকার বিষয়বস্তু ছিল ঐ সকল লেখকদের মিথ্যা অপবাদ ও ভুলের বর্ণনা প্রসঙ্গে যা দ্বারা তাদের পুস্তিকা (الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة)-তে আমাদের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সঠিকভাবে করতে পারেনি, সফলতাও লাভ করতে পারেনি যেমন আমি

ইঙ্গিতকৃত পুস্তিকায় বর্ণনা করছি। তা অচিরেই মুদ্রিত হবে (ইনশাআল্লাহ)। যাকে জ্ঞানী লোকেরা সন্তুষ্টচিত্তে ও গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে অভিবাদন জানাবে। কারণ পুস্তিকাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উপকারী আলোচনাগুলোকে সন্তোষজনক দলিল প্রমাণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। তাদের দলিল খণ্ডনে নিরপেক্ষতা, সমালোচনাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও বিরোধীদের বাড়াবাড়িকে উদাহরণের দ্বারা বাতিল করার পদ্ধতি লক্ষ্য করবে তখন আমাদের সেই পুস্তিকাটিকে বিনা বাক্যে মেনে নিবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমার এ রিসালাহকে কবুল করেন এবং এর বিনিময়ে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর নেকি পুঞ্জীভূত করে রাখেন।

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"যেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না। হ্যাঁ, ঐ লোকের আসবে যাকে আল্লাহ প্রশান্ত হৃদয় দান করেছেন।" (সূরা শু'আরা ৮৮-৮৯)

সম্মানিত পাঠকবর্গের নিকট আমি দ্বিতীয় পুস্তিকা পেশ করছি। পূর্বে লিখিত পুস্তিকাতে আর যে পাঁচটি পুস্তিকা লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলোর প্রথমটি হলো এ পুস্তিকা। পুস্তিকাগুলো হলো ঃ

(১) صلاة التراويح [তারাবীহর সলাত] (২) صلاة العيدين في المصلى هي السنة [দু' ঈদের সলাত ঈদের ময়দানে পড়া সুন্নাত] (৩) البدعة [বিদ'আত] (৪) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد [ক্ববরকে মাসজিদে পরিণতকারী সিজদাকারীকে ভীতি প্রদর্শন] (৫) التوسل، أنواعه وأحكامه [ওয়াসীলা এবং তার প্রকার ও হুকুম]।

অদ্যকার আমাদের পুস্তিকার বিষয়বস্তু হলো তারাবীহর সলাত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা, নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে তার রাক'আত সংখ্যা বিশ্লেষণ করা। এ কাজ করতে যাচ্ছি এজন্য যে, ঐ সকল লেখকগণ "তাদের পুস্তিকা (পৃঃ ৬)-তে ধারণা বশে বলেছে– আবূ বকর ব্যতীত সকল খুলাফায়ে রাশেদার সার্বক্ষণিক আমল দ্বারা বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত"। যেমন তারা (পৃঃ ১২)-তে উমার কর্তৃক বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে, এর দ্বারা তারাবীহর সলাতে জামা'আত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন।

তারা (পৃঃ ৪০)-তে ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তারাবীহর সলাতকে বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন* এবং আব্দুস সালাম (রহঃ) বিদ'আতে হাসানা বলতে তারাবীহ সলাত জামা'আতের সাথে বিশ রাক'আত আদায় করাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ঐ লেখকরা তার কথাকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা হাদীসে বর্ণিত রাক'আতের সাথে অন্যান্য রাক'আত বৃদ্ধি করাকে বিদ'আত মনে করেন না। আমীরুল মুমিনীনের বিদ'আত করা সম্পর্কে যে কথা তারা উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারাবীর সলাতের জন্য লোকজনকে জমায়েত করা বিদ'আত। তবে তাদের বিদ'আত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য হোক অথবা এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য হোক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, নিশ্চয় উমার (রাঃ) তারাবীর সলাতে কোন বিদ'আত তৈরী করেননি। না জামা'আত করে, না বিশ রাক'আত প্রচলন করে। বরং এতে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারী মুমিন বান্দার পূর্ণ আনুগত্যের একটি উপমা ছিল এবং আমরা এও বিশ্বাস করি যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ কোন খুলাফায়ে রাশেদা হতে প্রমাণিত হয়নি। আমাদের এখন দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য এ সত্যের বিবরণ দেয়া। যেন কোন লোক ঐ লেখকগণ উমারের বিদ'আত করা সম্পর্কে যে অপবাদ দিয়েছেন তার দ্বারা ধোঁকায় না পড়েন। যদিও তারা তাকে

---

* সতর্কীকরণ ঃ তাদের এ উদ্ধৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ লেখকগণ যা লিখে থাকেন তাতে যত্নবান নন। তাঁরা ইজ্জ বিন আব্দুস সালামের বিদ'আতকে পাঁচভাগে ভাগ করাকে দলিল হিসাবে দেখিয়েছেন। মাকরুহ (নিন্দনীয়) বিদ'আতের যে উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিদ'আতের প্রত্যেক প্রকারের যে উদাহরণ তিনি দিয়েছেন কেবল সেগুলোই তারা বর্ণনা করেছেন। তারা (ঐ লেখকরা) ইচ্ছাকৃতভাবেই ইজ্জ নিন্দনীয় বিদ'আতের যে সকল উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোকে গোপন করেছেন। ইজ্জ 'আল-ক্বাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (২/১৯৬)-তে বলেছেন ঃ "নিন্দনীয় বিদ'আতের অনেক উদাহরণ আছে, তার মধ্যে হলো মাসজিদ কারুকার্য করা, কুরআন [illegible] সুশোভিত ও কারুকার্য করা। ইজ্জ বিন আব্দুস সালামের কথা থেকে এ বাক্যকে বিলুপ্ত করতে কোন্ জিনিস তাদেরকে বাধ্য করেছে তা বুঝতে পাঠকবর্গের বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। বিশেষ করে 'আল-ইসাবাহ' নামক গ্রন্থের লেখক কিতাবটির কভার ছাপার মহান দায়িত্বশীলগণ তার নামের নিচে দামেশ্কের বাওজা জামে মাসজিদের ইমাম লিখে গর্ব করেছেন। এ জামে মাসজিদটি ভাল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের খরচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বদলা দিন)। কিন্তু মাসজিদ কারুকার্য করাকে ইবাদত ও নৈকট্য মনে করে দারুনভাবে

মাসজিদটিকে কারুকার্য করা হয়েছে। পাঠকবর্গ যাতে এ ধরনের লেখকদের নীরবতার কারণ ও জ্ঞান গোপন করার কারণ সহজেই জানতে না পারেন সেজন্য তারা শুধু নিজেদের সুবিধা হবে যে কথায় সে কথাকে বর্ণনা করেছেন। যদি তারা জানত! আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ সত্যই বলেছেন, "যখন তোমাদেরকে এমন দীর্ঘকালীন ফিতনা আচ্ছন্ন করবে যে ফিতনার মাঝে বড় মানুষ বৃদ্ধ হবে, ছোটরা প্রতিপালিত হবে [মানুষ ফিতনাকে সুন্নাত মনে করবে] তখন তোমরা কী করবে? সে সময়ে ফিতনার কিছু ছেড়ে দেয়া হলে বলা হবে সুন্নাত ছেড়ে দিলে? আব্দুল্লাহর সাথীবর্গ বললেন ঃ এ সময় কখন আসবে? আব্দুল্লাহ বললেন ঃ যখন তোমাদের আলিমগণ চলে যাবেন (মারা যাবেন) তোমাদের ক্বারী বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের ফকীহ কমে যাবে, আর তোমাদের নেতা বেড়ে যাবে। আখিরাতের কাজ দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থ অন্বেষণ করা হবে। দীন ব্যতীত ফকীহ হবে (দীনের জ্ঞান না জেনেই ফকীহ হয়ে যাবে)। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দারেমী (১/৬০) দু'টি সনদে যার একটি সহীহ অপর সনদ হাসান এবং হাকিম (৪/৫১৪) এবং ইবনু আব্দীল বার 'জামেউ বায়ানুল উলুম' (১/১৮৮)-তে বর্ণনা করেছেন। যদিও এই (হাদীসটি) মাওকুফ (স্থগিত) তথাপিও মারফুর স্থলে আছে। যেহেতু হাদীসটি ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যা একমাত্র অহী ব্যতীত বলা সম্ভব নয়। কেননা, এটা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী।

হাদীসের প্রতিটি কাজই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। যা একদম চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ। বিশেষ করে যে কথাগুলো সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কিত তা আরো ভালভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে। কেননা সম্মানিত পাঠক আপনি দেখছেন যে, যারা সুন্নাতের অনুসরণ করার অধিক আগ্রহী ও বিদ'আত প্রতিহত করার মানসিকতা সম্পন্ন তাদেরকে বিদ'আতপন্থীরা এ বলে অভিযোগ করছে যে, তারা সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়েছে! তাদের এরূপ আচরণের কারণ মানুষ যে বিদ'আত তৈরী করেছে তা অস্বীকার করা, তাকে আঁকড়ে ধরা এবং সুন্নাত মনে করা (যা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাত নয়)। আর 'ইসাবাহ' পুস্তিকা হচ্ছে ঐ ধরনের উপমার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। (অর্থাৎ এ কিতাবে এমন কিছু জিনিসকে সুন্নাত বলা হয়েছে যা মূলত বিদ'আত)

ঐ লোকেরা কোথায় যারা উমারের কথাকে সাহাবীদের বিষয় মনে করেন যখন তিনি মাসজিদে নববী নবায়ন করার আদেশ দিয়েছিলেন, লোকজনকে বৃষ্টি হতে রক্ষা কর এবং তুমি মাসজিদ লাল ও হলুদ করা হতে বেঁচে থাক এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কথা, "তোমরা অবশ্যই মাসজিদকে কারুকার্যময় করবে যেভাবে ইহুদীরা তাদের গীর্জাকে কারুকার্যময় করেছিল।" হাদীস দু'টি বুখারী তাঁর সহীতে তালীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন– (১/৪২৭-২৪৮)। এ মাসআলাতে সম্মানিত সাহাবীদ্বয়ের বিরোধী কোন কথা অন্যান্য সাহাবা হতে জানা যায়নি।

মাসজিদ কারুকার্যময় করা অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাহাবীদের যে সামঞ্জস্য হয়েছে এরা যেন মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে এবং যেন বর্ণনা করে এটি নিন্দনীয় বিদ'আত। যেমন খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছেন ইজ বিন আব্দুস সালাম ও অন্যান্য অভিজ্ঞ আলিমগণ। ঐ লেখকগণ যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হতো, তাহলে মানুষের জন্য প্রকাশ করত। তারা কিতাবটি লিখেছেন সাধারণ জনগণের কাজকে সমর্থন করণার্থে ও জনগণকে খুশি করার উদ্দেশে অন্য কোন উদ্দেশে বইটি লেখেননি।

ভাল (হাসানা) মনে করেন। কিন্তু আলিমদের নিকট স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য সত্য হলো, বিদ'আত করার চাইতে (রসূলের) অনুসরণ উত্তম যদিও মেনে নেয়া হয় যে, বিদ'আতের মধ্যে বিদ'আতে হাসানা আছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, বিদ'আতে ইজতিহাদ করার চেয়ে সুন্নাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম।*

এ লেখকদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারা আমীরুল মুমিনীন উমার (রাঃ) বিদ'আত করেছেন- এই অপবাদ দেয়া সত্ত্বে আমাদের উপর এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা উমার (রাঃ)-কে বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করেছি। এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বহু বক্তব্য ও উক্তি রয়েছে। যার একটি আমি বর্ণনা করেছি এবং প্রথম পুস্তিকাতে তার প্রতি উত্তর দিয়েছি। যা এখানে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। তারা এই বাতিল অপবাদ দিয়েও থেমে থাকেনি। বরং এর সাথে আরো এমন হীন ও আপত্তিকর কথা সংযোজন করেছে যা এ বাতিল অপবাদের সামনে হীন! তারা আমাদের প্রতি ধারণা করে বলেছে আমরা উমার (রাঃ)-কে অভিসম্পাত করেছি। আল্লাহ আমাদের এরূপ বড় অপবাদ ও এর চেয়ে ছোট সব ধরনের অপবাদ হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বরং এর মধ্যে তারা আরো বৃদ্ধি করেছে। তারা সকল সালফে সালেহীনকে লা'নত করার অপবাদও আমাদেরকে দিয়েছে। তারা (পৃঃ ১০)-তে বলেছে, "হে সালফে সালাফকে পথভ্রষ্ট বলে সাব্যস্তকারী" এবং তারা (পৃঃ ৮)-তে বলেছে "তারা মানে বর্তমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা এই উম্মতের প্রথম ও শেষের লোকদেরকে অভিসম্পাত করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। আল্লাহর শপথ! সৎ (নির্দোষ) লোকদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের লেখকদের চাইতে কাউকে এতো অগ্রগামী দেখিনি। আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করুন এবং সঠিক পথের দিশা দিন।

আর আমাদের অবস্থা তাদের সাথে এরূপই সাদৃশ্যপূর্ণ যেমন কবি বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের কাছে অপরাধী না হয়েও শাস্তি প্রাপ্ত
যেন আমি নিন্দুকের তর্জনী।"

* এ আসারটি সহীহ। যা বর্ণনা করেছেন দারেমী (১/৭২), বাইহাকী (৩/১৯), হাকিম (১/১০৩) এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীর মতও তাই।

এর চাইতে আরও সুন্দরভাবে অপর কবি বলেছেন ঃ

"তুমি আমার উপর অন্যের অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছ ঐ রুগ্ন উষ্ট্রীর ন্যায় যাকে বাদ দিয়ে ভাল উটকে দাগানো হচ্ছে চিকিৎসা করা হচ্ছে। অথচ রুগ্ন উট (অপরাধী) স্বাচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যাই হোক আমার 'সলাতুত্ তারাবীহ' নামক পুস্তিকাটি আটটি অনুচ্ছেদে রচনা করেছি, সেগুলো হলো ঃ

(১) তারাবীহ'র সলাতে জামাআত করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে মুখবন্ধ।

(২) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ'র সলাত এগার রাক'আতের বেশী পড়েননি।

(৩) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এগার রাক'আতে সীমাবদ্ধ থাকা প্রমাণ করে এর অধিক বৃদ্ধি করা বৈধ নয়।

(৪) উমারের তারাবীহ'র জামাআতের সুন্নাত জীবিত করণ ও তার নির্দেশ এগার রাক'আত পড়া।

(৫) সাহাবীদের কেউ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন তা প্রমাণিত নয়।

(৬) এগার রাক'আতকে আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা এবং তৎসম্পর্কিত প্রমাণাদি।

(৭) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিতর সলাতের পদ্ধতি।

(৮) সলাত সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং মন্দরূপে আদায়ের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন।

এতদভিন্ন অন্যান্য পুস্তকের আলোচনা আলাদাভাবে করা হয়েছে এবং ফিকহী ও হাদীসের বহু উপকারিতার আলোচনা করা হয়েছে যা বক্ষমান আলোচনায় করা হয়নি। ইনশাআল্লাহ সে সমস্ত বিষয়ও পাঠকদের নিকটে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা যে, এই পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তিকায় যা আমি লিখেছি সত্যের উপর যেন লিখতে পারি এবং তিনি যেন এ সমস্ত গ্রন্থাদি একমাত্র তাঁর হিসেবে গ্রহণ করে নেন এবং তদ্দ্বরা আমার মুসলমান ভাইদের উপকার করেন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু, সর্বাপেক্ষা কল্যাণকামী।

বিনীত

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

(১)

তারাবীহর সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গ

কোন আলিমই আজ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন না যে, রামাযান মাসের রাত্রির সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নাত। এই সলাত তিনটি কারণে তারাবীহর সলাত বলে পরিচিত। যথা ঃ

(১) তারাবীহর সলাত জামা'আতবদ্ধভাবে পড়ার জন্য নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীকৃতি।

(২) স্বয়ং নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এটি আদায় করা।

(৩) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এর ফাযীলাত বর্ণিত হওয়া।

এ সম্পর্কিত দলিলসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) তারাবীহর সলাত পড়ার জন্য নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীকৃতি সা'লাবা বিন আবূ মালিক কুরাজীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তিনি বলেছেন ঃ

«خَرَجَ رَسُولَ اللّٰهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى رَمَضَانَ ، فَرَأَى نَاساً فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَصَلُّوْنَ ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعَ هٰؤُلَاءِ ؟ قَالَ قَائِلٌ : يَارَسُولَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأَ ، وَهُمْ مَعَهُ يَصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنُوْا أَوْ : قَدْ اَصَابُوْا ، وَلَمْ يَكْرَهُ ذٰلِكَ لَهُمْ»

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের কোন এক রাতে (হুজরা থেকে) বের হলেন। তখন মাসজিদের এক কোণে কয়েকজন লোককে সলাত পড়তে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? কোন একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরা এমন মানুষ যারা কুরআন জানে না, তাই উবাই বিন কা'ব পড়ছেন আর তারা তার সলাতের সাথে সলাত আদায় করছে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ভালই করেছে। অথবা সঠিক কাজই করেছে। তিনি তাদের এ জামা'আত করা অপছন্দ করেননি।"

হাদীসটি বাইহাকী (২/৪৯৫) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ "এটা হাসান মুরসাল"।

আমার মত হলো ঃ হাদীসটি আবূ হুরাইরা হতে অপর সনদে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে সনদের মুতাবিয়াত ও শাওয়াহিদের মাঝে কোন অসুবিধা নেই। এটা ইবনু নসর "কিয়ামুল লাইল" (পৃষ্ঠা ৯০), আবূ দাউদ (১/২১৭) এবং বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

(খ) স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহর সলাত আদায় করেছেন, এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ

«عَنْ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ : قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ . ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتَّى ظَنَنَّا اَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ ، قَالَ : وَكُنَّا نَدْعُوْ السَّحُوْرَ الْفَلَاحَ» .

নু'মান বিন বাশীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তেইশে রামাযানের রাত্রিতে সলাত পড়েছি রাত্রির প্রথম এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত। এরপর তাঁর সাথে সলাত পড়েছি

পঁচিশে রামাযানে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে সাতাইশে রামাযানের রাত্রিতে সলাতে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ সলাত পড়ালেন যে, আমরা ধারণা করে ফেললাম হয়তো ফালাহ পাবো না। তিনি বললেন, আমরা সাহারীকে ফালাহ বলতাম।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনু আবী শায়বা "মুসান্নাফ" (২/৯০/২), ইবনু নসর (৮৯), নাসায়ী (১/২৩৮), আহমাদ (৪/২৭২), ফিরইয়াবী "الرابع والخامس من كتاب الصيام" (৭২/২-৭৩/১), এর সনদগুলি সহীহ। হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলেছেন (১/৪৪০)-তে এবং বলেছেন হাদীসটিতে স্পষ্ট দলিল বর্ণিত হয়েছে। নিশ্চয় তারাবীহর সলাত মুসলমানদের মাসজিদে আদায় করা সুন্নাত। আর আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) উমার (রাঃ)-কে এই সুন্নাত আদায় করার জন্য উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীতে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

«كَانَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطاً، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قُلْنَا : يَارَسُولَ اللّٰهِ أَوْ فَطِنْتَ لَنَا الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَذٰلِكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ»

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে সলাত পড়ছিলেন। তখন আমি আসলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। এরপর অন্য একজন আসল। তারপর আরো একজন। এভাবে আসতে আসতে আমরা এক রাহাত* হয়ে গেলাম। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে

* রাহাত বলা হয় দশ জনের চেয়ে বেশি লোকের দলকে।

পারলেন আমরা তার পিছনে, তিনি সলাত হালকা করলেন। এরপর তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন এমন দীর্ঘ সলাত পড়লেন যা আমাদের সাথে পড়েননি। আমরা যখন সকালে উপনীত হলাম তখন বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! গতরাতে কি আমাদেরকে বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটাই আমাকে বাধ্য করেছে যা আমি করেছি।"

হাদীসটি আহমাদ (৩/১৯৯, ২১২, ২৯১), ইবনু নসর (৮৯) দু'টি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানীর আওসাতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রয়েছে "জামে" (৩/১৭৩)-তে।

তৃতীয় হাদীস ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

«كَانَ النَّاسَ يَصَلُّوْنَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعاً ، يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءُ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَكُوْنَ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ ، فَأَمَرَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ ذٰلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْراً عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، قَالَتْ : فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً طَوِيْلاً ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ ، وَتَرَكَ الْحَصِيْرَ عَلَى حَالِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوْا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ [فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ] مِنْهُمْ وَأَمْسَى الْمَسْجِدُ رَاجًا بِالنَّاسِ [فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ

فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسَ يَذْكَرُونَ ذٰلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ [حَتَّى اغتص بِأَهْلِهِ] مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةُ عَجِزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ] ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ ، وَثَبَتَ النَّاسَ ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسَ يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ فَقُلْتَ لَهُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ سَمِعَ النَّاسَ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَة بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَشَدُوا لِذٰلِكَ لِتُصَلِّي بِهِمْ ، قَالَتْ : فَقَالَ : إِطْوِ عَنَّا حَصِيْرَكَ يَا عَائِشَةَ ، قَالَتْ فَفَعَلْتَ ، وَبَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ غَافِلٍ وَثَبَتَ النَّاسُ مَكَانَهُمْ [فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ : الصَّلَاةَ] حَتَّى خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّبْحِ [فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ] أَيُّهَا النَّاسَ ، أَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ وَالْحَمْدَ لِلّٰهِ لَيْلَتِي هٰذِهِ غَافِلاً ، وَمَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ ، وَلٰكِنِّي تَخَوَّفْتَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ : وَلٰكِنْ خَشِيْتَ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا) ، فَاكْلِفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّوا » . (زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ الزُّهْرِي : فَتَوَفِّي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ عَلَى ذٰلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ)

"রামাযান মাসে লোকেরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদে আলাদাভাবে সলাত পড়তো। কোন লোক কুরআনের কিছু জানলে তার সাথে পাঁচজন বা ছয়জনের চেয়ে কম বেশি লোক জামা'আত করে সলাত পড়তো। রামাযানের কোন এক রাত্রিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হুজরার দরজাতে তাঁর জন্য একটি চাটাই বিছাতে আদেশ করলেন। আমি তা করলাম। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সলাত পড়ে চাটাইতে গেলেন। তিনি [আয়িশা (রাঃ)] বলেন, যে লোকেরা মাসজিদে ছিল তারা তাঁর কাছে একত্রিত হলো, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ সলাত পড়লেন। এরপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শেষ করলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আর চাটাইটি সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। লোকেরা যখন সকালে উপনীত হলো। ঐ রাতে যারা মাসজিদে ছিল তাদের নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত আদায় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলো। (অতঃপর তাদের চেয়ে বেশি লোক জমা হলো), বিকেলে মাসজিদ লোকে ভরে গেল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাতে বের হলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতের সাথে সলাত পড়লো। মানুষেরা তা বলাবলি করতে লাগলো। মাসজিদের বাসিন্দা বেড়ে গেল। (মাসজিদ বেশি মুসাল্লীর কারণে ভীর হলো)। (এরপর) তৃতীয় রাতে বের হলেন এবং তারা রসূলের সাথে সলাত পড়লো। যখন চতুর্থ রাত হলো, তখন মাসজিদে জায়গা দিতে ব্যর্থ হলো। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এশার সলাত পড়লেন। এরপর বাড়িতে ঢুকলেন এবং লোকেরা রয়ে গেল। আয়িশা (রাঃ) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আয়িশা! মানুষের কি হলো? তিনি বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! মাসজিদের যারা ছিল তাদের নিয়ে আপনি গতরাতে যে সলাত পড়েছেন সে খবর মানুষেরা শুনেছে। এজন্যই তারা একত্রিত হয়েছে যাতে আপনি তাদেরকে নিয়ে সলাত পড়েন। আয়িশা (রাঃ) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আয়িশা! তোমার চাটাই গুটিয়ে আন। তিনি বললেন ঃ আমি তাই করলাম। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক অবস্থায় থাকলেন আর লোকজন নিজ স্থানেই বসে রইল।

(তাদের মধ্যে কতক লোক বললো ঃ সলাত) এরপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় বের হলেন এবং ফজর সলাত শেষ করেন)। লোকদের দিকে ঘুরলেন এরপর তাশাহহুদ[১] পাঠ করলেন (খুতবা দিলেন) এরপর বললেন ঃ হে মানুষেরা! আল্লাহর শপথ, আল্লাহর জন্যই প্রশংসা, আমি এই রাতকে বেখবর অবস্থায় যাপন করিনি এবং তোমাদের বসে থাকার কথাও আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি ভয় করেছি তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) কিন্তু আমি ভয় করেছি যে, তোমাদের উপর রাতের (নফল) সলাত ফরজ করে দেয়া হবে। কেননা, তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। তোমাদের জন্য অর্পিত কাজ যথাসম্ভব পালন করে যাও। কেননা, তোমরা কোন কাজ না করার লোভ দেখালে আল্লাহও সেদিকে ঝুকেন না। (অন্য বর্ণনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে) যুহরী বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং লোকেরা এই হুকুমের উপরই ছিল। এই অবস্থা (আলাদাভাবে তারাবীহ পড়া) ছিল আবূ বকরের খেলাফতকাল ও উমারের খেলাফতের শুরুতে।[২]

আমি বলি ঃ এই হাদীসগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঐ সমস্ত রাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের ধারাবাহিকতার কারণে তারাবীহর সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা শরীয়ত সম্মত কাজ। পক্ষান্তরে এই হাদীসে তার জামা'আত পরিত্যাগ করাটা জামা'আত করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝাচ্ছে না। কেননা, তিনি তাঁর ভাষায় এর

১। তাশাহ্হুদ দ্বারা আয়িশা উদ্দেশ্য করেছেন, তিনি শাহাদাতের "আল্লাহ এক ও তিনি তার রসূল" কথা বলেছেন। আমার মতে এর দ্বারা তিনি প্রয়োজনের সময় খুতবা উদ্দেশ্য করেছেন, যাতে শাহাদাত বর্ণনা করা হয়। যা গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

২। হাদীসটি বুখারী (৩/৮-১০, ৪/২০৩, ২০৫), মুসলিম (২/১৭৭-১৭৮, ১৮৮-১৮৯), আবূ দাউদ (১/২১৭), নাসায়ী (১/২৩৮), ফিরইয়াবী (সিয়াম বইতে ৭৩/২, ৭৪/১, ৭৫/১), ইবনু নসর এবং আহমাদ (৬/৬১, ১৬৯, ১৭৭, ১৮২, ২৩২, ২৬৭) এবং তাদের উভয়ের বর্ণনা।

তার কথা (والأمر على ذلك) সম্পর্কে হাফিজ (রহঃ) বলেছেন, অর্থাৎ তারাবীহতে জামা'আত পরিত্যাগ অবস্থায়। আমার মতে, এ কথা বলা উত্তম যে, "আলাদা আলাদাভাবে সলাত পড়ার অবস্থা বিদ্যমান থাকলো। যেন ঐ হাদীস প্রমাণ করে প্রথম হাদীসকে অর্থাৎ তারা বিভিন্ন ইমামের পিছনে সলাত পড়া চালিয়ে গেলেন। বরং উমার (রাঃ) কর্তৃক এ সুন্নাত জীবিত করার ব্যাপারকে আরো জোড়দার করার ক্ষেত্রে সামনে আরো দলিল আসবে।"

কারণ বর্ণনা দিয়েছেন যে, "আমি ভয় করেছিলাম তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার" এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর শরীয়ত পরিপূর্ণ করার পর তাঁর তিরোধানের দ্বারা ফরজ হওয়ার ভয় উঠে গেছে। আর এরই মাধ্যমে জামা'আত ত্যাগ করার ওজর দূর হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী হুকুমটি তথা জামা'আত শরীয়ত সম্মত হওয়ার কাজটি পুনরায় ফিরে আসবে। এ কারণেই উমার (রাঃ) এটা জীবিত করেছেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সামনে বর্ণনা আসবে। জমহুর উলামা তথা অধিকাংশ আলিমের মত এ বিধানের উপরই রয়েছে।

চতুর্থ হাদীস ঃ হুযাইফা বিন ইয়ামান হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

«قَامَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فِي حَجْرَةٍ جَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : [اَللّٰهُ أَكْبَرَ] اَللّٰهُ أَكْبَرَ ، [ثَلَاثًا] ، ذَا الْمَلَكُوتِ ، وَالْجَبَرُوْتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظْمَةِ ، [ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ ، فَكَانَ رَكُوْعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، [مِثْلَمَا كَانَ قَائِماً] ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَامَ مِثْلَ رُكُوعِهِ فَقَالَ : لِرَبِّيَ الْحَمْدَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، وَكَانَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ قِيَامِهِ ، وَكَانَ يَقُوْلَ فِى سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلٰى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ [ثُمَّ جَلَسَ] ، وَكَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : رَبِّ اغْفِرْ لِيْ [رَبِّ اغْفِرْ لِيْ] وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ [ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى مِثْلَمَا كَانَ قَائِماً] ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَلْأَنْعَامَ حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِاصَّلَاةِ » .

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের কোন এক রাতে খেজুর ডালে তৈরি একটি ঘরে সলাতে দাঁড়ালেন। এরপর ঘরের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো। অতঃপর বললেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (তিনবার) ذَا الْمَلَكُوتِ ، وَالْجَبَرُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظْمَةِ (কর্তৃত্বে, প্রতাপের, অহঙ্কারের ও বড়ত্বের অধিকারী)। এরপর সূরা আল-বাকারা পড়লেন। হুযাইফা বলেন, অতঃপর তিনি রুকু করলেন। তার রুকু ছিল দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময়। তিনি রুকুতে বলতে লাগলেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ (যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ততক্ষণ) এরপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন, তারপর রুকুর সমান দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন ঃ لِرَبِّىَ الْحَمْدَ (আমার প্রভুর জন্য প্রশংসা)। এরপর সিজদা করলেন। তাঁর সিজদা ছিল দাঁড়িয়ে থাকার মত (অর্থাৎ রুকুর পর দাঁড়িয়ে থাকার মত) এবং সিজদাতে বললেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى এরপর সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠালেন (এরপর বসলেন) এবং সিজদার সমান সময় বসলেন এবং বললেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِىْ এরপর আবার সিজদা করলেন এবং বললেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ততক্ষণ) এভাবে চার রাক'আত পড়লেন। তাতে পড়লেন সূরা আল-বাকারা, আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়িদা এবং আল-আনআম। এরপর বেলাল এসে তাঁকে সলাতের খবর দিলেন।*

---

* অর্থাৎ ফজরের সলাত। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনু আবী শায়বা (২/৯০/২) ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৮৯-৯০), নাসাঈ (১/২৪৬), আহমাদ (৫/৪০০) তালহা বিন ইয়াযীদ আনসারীর সনদে হুযাইফা হতে। তাদের কেউ কারো চেয়ে বেশি করেছেন। আর তা হতে বর্ণনা করেছেন তিরমিযী (১/৩০৩), ইবনু মাজাহ (১/২৯০), হাকিম (১/২৭১) তার কথা হলো দু' সিজদার মাঝে, তিনি একে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবীর মতও তাই। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইমাম নাসাঈ তা'লীল করেছে এই বলে যে, "তা মুরসাল, আর আমি জানিনা তালহা বিন ইয়াযীদ সে হুযাইফা হতে কিছু শুনেছে কিনা। আমি বলি, মারফু সূত্রে আম্‌র বিন সুররা, আবূ হামজা থেকে বর্ণনা করেন (তিনি তালহা বিন ইয়াযিদ) তিনি আবশার জনৈক ব্যক্তি হতে, শু'বা বলেন, তিনি হলেন সল্‌ত বিন যুফার, যিনি হুযাইফা সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদ (১/১৩৯-১৪০), নাসাঈ (১/১৭২), তাহাবী "মুশকিলুল আসার" (১/৩০৮), তায়ালেসী (১/১১৫), তার থেকে বাইহাকী (২/১২১-১২২), আহমাদ (৫/৩৯৮), বাগাবী "হাদীসে আলী বিন জা'দ" (১/৪/২), শো'বা হতে সে আমর হতে তার থেকে– এ সনদ সহীহ, মুসলিম (২/১৮৬)।

(গ) তারাবীহ সলাতের ফাযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা। তা হলো সেই হাদীস যা আবূ যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

«صَمْنَا ، فَلَمْ يَصَلِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللّٰهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّى بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَصَلَّى بِنَا فِى الثَّالِثَةِ ، وَدَعىٰ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ ، قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السَّحُورُ» .

আমরা রোযা রেখেছি অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সলাত পড়েননি। যখন রামাযান মাসের সাতদিন বাকী থাকলো, রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর আমাদের নিয়ে সলাতে দাঁড়ালেন। এরপর ষষ্ঠ দিনে আমাদেরকে নিয়ে (সলাতে) দাঁড়ালেন না। অতঃপর পঞ্চম দিনে অর্ধেক রাত চলে যাওয়ার পর আমাদের নিয়ে (সলাতে) দাঁড়ালেন। তখন আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমাদের নিয়ে রাতের বাকী অংশটুকু নফল সলাত পড়তেন কতই না ভাল হতো। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় যে ইমামের সাথে সলাত পড়ে এবং শেষ হলে চলে যায় তার জন্য একরাত সলাত পড়ার সাওয়াব লিখা হয়। এরপর রামাযানের তিনদিন বাকী থাকার আগে আমাদের নিয়ে আর সলাতে দাঁড়ালেন না। অতঃপর আমাদের নিয়ে তৃতীয় রাতে সলাত পড়লেন এবং তাঁর পরিবার ও স্ত্রীদের ডাকলেন। আমাদের নিয়ে সলাত পড়লেন। আমরা ফালাহ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। আমি বললাম, ফালাহ কি? তিনি বললেন ঃ সাহারী।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনু আবী শায়বা (২/৯০/২), আবূ দাউদ (১/২১৭), তিরমিযী (২/৭২-৭৩) এবং তিনি সহীহ বলেছেন, নাসায়ী (১/২৩৮), ইবনু মাজাহ (১/৩৯৭), তাহাবী "শরহে মাআনী আসার" (১/২০৬), ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৮৯), ফিরইয়াবী (৭১/১-৭২/২), বাইহাকী (২/৪৯৪), তাদের সনদ সহীহ।

এর সমর্থক হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এসেছে যে, «من قام الامام ...» "যে ইমামের সাথে দাঁড়াবে ......"। এটি রামাযান মাসে ইমামের সাথে সলাত পড়ার ফাযীলতকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। এ কথাকে আরো শক্তিশালী করে যা আবূ দাউদ "মাসায়েলে" বর্ণনা করেছেন, তিনি (৬২ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ [আমি আহমাদকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি ঃ আপনার কাছে কোনটি ভাল লাগে, রামাযান মাসে কোন লোক অন্য লোকের সাথে সলাত পড়া অথবা একাকী সলাত পড়া? আমি তাকে এও বলতে শুনেছি ঃ আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, কোন লোক ইমামের সাথে নফল পড়বে এবং তার সাথে বিতর পড়বে। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যখন ইমামের সাথে নফল পড়ে চলে যায় তার জন্য পূর্ণ রাত নফল পড়ার সওয়াব লিখা হয়।]

অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৯১) আহমাদ হতে। এরপর আবূ দাউদ বলেছেন, "আহমাদকে বলা হলো আর আমি তা শুনছিলাম ঃ তারাবীহ শেষ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে পড়া যায় কি? তিনি বললেন ঃ না। মুসলমানদের সুন্নাত আমার কাছে অধিক প্রিয়।*

---

* অর্থাৎ তারাবীহর সলাত শেষ রাত পর্যন্ত দেরী করে একাকী পড়ার চেয়ে তার নিকট প্রথম রাতে জামা'আতে পড়া উত্তম কাজ। যদিও দেরীতে পড়ার বিশেষ ফাযীলত আছে। তথাপিও নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ রাত্রিগুলোতে মাসজিদে লোকদের নিয়ে সলাত পড়ার কারণে জামা'আতে পড়া উত্তম। যেমন পূর্বে আয়িশার হাদীসে এবং অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই উমার (রাঃ)-এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত এ নিয়মের উপর তারাবীহর জামা'আত চলে আসছে

(২)

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ রাক'আতের বেশি তারাবীহ পড়েননি

তারাবীহর সলাত জামা'আতে আদায় করা যে শরীয়ত সম্মত তা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীকৃতি, তাঁর কাজ ও মৌন অনুপ্রেরণার দ্বারা প্রমাণ করবো। (এ পর্যায়ে) আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল রাত্রিতে জাগরণ করে লোকদেরকে নিয়ে তারাবীহর সলাত আদায় করেছিলেন তার রাক'আত সংখ্যা কত ছিল তা বর্ণনা করবো। জেনে রাখুন, এই মাসআলার ব্যাপারে আমার কাছে দু'টি হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : «مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعاً فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً ، فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ، وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً»

আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ রামাযান মাসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত কিরূপ (কত রাক'আত) ছিল? তখন তিনি বলেছিলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান এবং রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে এগারো রাক'আতের বেশি সলাত পড়েননি।[১] তিনি চার রাক'আত

১। ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায় (২/১১৬/১)-তে এবং মুসলিম ও এদের ছাড়া অন্যান্যদের বর্ণনায় রয়েছে ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রির সলাত রামাযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে তের রাক'আতের বেশি ছিল না। এর মধ্যে রয়েছে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত। কিন্তু অন্য বর্ণনায় মালিকের নিকট (১/১৪২) এবং তার কাছ থেকে বুখারী (৩/৩৫)-তে ===

=== রয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্যান্যরা আয়িশা (রাঃ) সূত্রে হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ তিনি রাতে তের রাক'আত সলাত পড়তেন। এরপর যখন ফজরের আযান শুনতেন তখন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত সলাত পড়তেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন ঃ হাদীসটি প্রকাশ্যভাবে পূর্বের হাদীসের বিপরীত কথা প্রমাণ করছে। হতে পারে তিনি রাত্রির সলাতযর সাথে তার ঘরে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পঠিত এশার দু'রাক'আত সুন্নাত যোগ করেছেন। অথবা যে দু'রাক'আত দ্বারা তিনি সলাত শুরু করতেন। মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত পড়ে সলাত শুরু করতেন। এটাই আমার কাছে প্রমাণযোগ্য কথা। কেননা, আবূ সালামার বর্ণনা এগার রাক'আতে সীমাবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে ঃ "তিনি চার রাক'আত পড়তেন, তারপর চার রাক'আত, তারপর তিন রাক'আত) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত বলেননি এবং মালিকের বর্ণনা ও হাফিযের বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। আর এ কথাটিকে শক্তিশালী করে যা বর্ণিত হয়েছে এক বর্ণনাতে আহমাদ ও আবূ দাউদে আব্দুল্লাহ বিন আবূ কায়েস হতে সে আয়িশা (রাঃ) হতে এই শব্দে ঃ তিনি চার ও তিন রাক'আত বিতর পড়তেন ..... দশ ও তিন রাক'আত পড়তেন এবং তের রাক'আতের বেশি বিতর তিনি পড়েননি সাত রাক'আতের কমও করেননি। আর এটি হলো অধিক বিশুদ্ধ। আমি এর উপরই নির্ভর করেছি। এর দ্বারা আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনাতে যে ভিন্নতা রয়েছে তার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

আমি বলি ঃ ইবনু আবূ কাইসের এই হাদীস ইনশাআল্লাহ "এগার রাক'আতের কম তারাবীহ পড়া বৈধ" অনুচ্ছেদে বর্ণনা করবো।

হাফিয ইবনু হাজার দু'রাক'আত করে সলাত পড়ার যে পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তা হলো খালিদ বিন জুহানী হতে ইমাম মালিকের বর্ণিত হাদীস। আর হাদীসটি হলো হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়া সম্পর্কে। নিশ্চয় তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রির সলাত দেখেছি। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত পড়লেন। এরপর দু'রাক'আত পড়লেন লম্বা করে লম্বা করে লম্বা করে। এরপর দু'রাক'আত পড়লেন এবং এই দু'রাক'আত পূর্বের দু'রাক'আত হতে হালকা। এরপর দু'রাক'আত পড়লেন পূর্বের দু'রাক'আত হতে হালকা। এরপর দু'রাক'আত পড়লেন পূর্বের হালকা করে (সংক্ষিপ্ত করে)। অতঃপর বিতর পড়লেন। এই হলো তের রাক'আত।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মালিক (১/১৪৩-১৪৪), তার থেকে মুসলিম (২/১৮৩), আবূ আওয়ানা (২/৩১৯), আবূ দাউদ (১/২১৫) এবং ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৪৮)।

আমি বলি ঃ আমার মতে এই সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত এশার সুন্নাত হিসেবে গণ্য করা যায়। বরং এটা স্পষ্ট কথা, এমন কোন বর্ণনা আমি পাইনি যা এই তের রাক'আতের সাথে বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। বরং পেয়েছি তা যা একে স্পষ্ট করে। আর তা হলো জাবির বিন আব্দুল্লাহর হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর সাথে হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন আমরা সাকাতে ছিলাম (মক্কা মদীনার মাঝের একটি গ্রাম) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দাঁড়ালেন আর জাবির তার পাশে দাঁড়ালেন। তিনি আতামার (এশার) সলাত পড়লেন। এরপর তের রাক'আত সলাত পড়লেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৪৮), এই হাদীসটি প্রমাণ করে এশার সুন্নাত তের রাক'আতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য, শুরাহবীল বিন সা'দ ব্যতীত তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে।

পড়তেন,[২] তুমি তার (সলাতের) সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা শুনে অবাক হয়ে যেও না। তারপর চার রাক'আত পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা শুনে তুমি অবাক হয়ে যেও না। তারপর তিনি তিন রাক'আত পড়তেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (৩/২৫/৪/২০৫), মুসলিম (২/১৬৬), আবূ আওয়ানা (২/৩২৭), আবূ দাউদ (১/২১০), তিরমিযী (২/৩০২-৩০৩ আহমাদ শাকেরের প্রকাশিত), নাসায়ী (১/২৪৮), মালিক (১/১৩৪), মালিক হতে বাইহাকী (২/৪৯৫-৪৯৬) এবং আহমাদ (৬/৩৬-৭৩-১০৪)।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ ، فَمَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اِجْتَمَعْنَا فِى الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ اِجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّى بِنَا ، فَقَالَ : إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمْ .

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামযান মাসে আট রাক'আত সলাত

২। চার রাক'আত করে পড়তেন অর্থাৎ এক সালামে। ইমাম নববী মুসলিমের শরাহতে বলেছেন ঃ এটা জরুরী বর্ণনা। এছাড়া প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরানো উত্তম। এটাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ কাজ। রাতের সলাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে পড়া তাঁরই নির্দেশ।

আমার মতে ঃ নববী ঠিকই বলেছেন। আর শাফিয়ীদের কথা হলো "প্রত্যেক দু'রাক'আতে সালাম ফিরানো ওয়াজিব। এক সালামে সলাত শুদ্ধ হবে না।"

যেমন রয়েছে ঃ আল-ফিক্‌হ্ 'আলা মাযহাবি আরবা'আ গ্রন্থে (১/২৯৮)-তে, কাসতালানী বুখারীর ব্যাখ্যায় (৫/৪)-তে এবং আরো অন্যান্য স্থানে। এটা এই বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত। ইমাম নববীর জায়িয কথার বিপরীতে কারোও ফতোয়া দেয়ার অধিকার নেই। কেননা, তিনি শাফিয়ী মাযহাবের বিচক্ষণ বড় বড় আলিমদের অন্যতম ব্যক্তি।

পড়েছেন এবং বিতর পড়েছেন। যখন পরবর্তী দিন আসল আমরা মাসজিদে একত্রিত হলাম এবং আশা করলাম তিনি (ঘর থেকে) বের হবেন। আমরা সুবহে সাদিক পর্যন্ত বসে থাকলাম। এরপর আমরা প্রবেশ করে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা গত রাতে মাসজিদে একত্রিত হয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম আপনি আমাদেরকে নিয়ে সলাত পড়বেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যেতে পারে সেই ভয় করছিলাম।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনু নসর (পৃষ্ঠা ৯০), ত্ববারানী "মু'জামুস সাগীর" (পৃষ্ঠা ১০৮) এবং এর সনদ পূর্বেরটির মত হাসান। হাফিয (রহঃ) এটি শক্তিশালী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন "ফাতহুল বারী" (৩/১০)-তে এবং "তালখীস" (পৃষ্ঠা ১১৯)-তে। ইবনু খুযাইমা এবং ইবনু হিব্বান (উভয়ের সহীহ কিতাবদ্বয়ে) এটিকে আযীয করেছেন।

বিশ রাক'আতের হাদীস অত্যন্ত যঈফ (দুর্বল), সে হাদীস অনুসারে আমল করা বৈধ নয়।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারী (৪/২০৫-২০৬)-তে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যার পর নিচে বলেছেন ঃ

ইবনু আবী শায়বা ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে বিশ রাক'আত এবং বিতর সলাত পড়তেন "হাদীসটির সনদ যঈফ (দুর্বল) এবং হাদীসটি সহীহাইনে বর্ণিত আয়িশার হাদীসের বিরোধিতা করছে। অথচ অন্যান্যদের চেয়ে আয়িশা (রাঃ) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রির অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।

ইবনু হাজারের পূর্বেই হাফিয যায়লায়ী "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (২/১৫৩)-তে এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আমার মতে ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের এই হাদীস অত্যন্ত দুর্বল, যেমন সুয়ূতীর (الحاوى للفتاوى) (২/৭৩)-তে রয়েছে। হাদীসটির দোষ হলো ঃ এতে

রয়েছে আবূ শায়বা ইবরাহীম বিন উসমান। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার "তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন- তার হাদীস পরিত্যাজ্য (متروك الحديث)। এছাড়াও আমি অন্যান্য সনদ খুঁজেছি কিন্তু আবূ শায়বার সনদ ব্যতীত কোন সনদে হাদীস পাইনি। হাদীসটি ইবনু আবী শায়বা "মুসান্নাফ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (২/৯০/২)-তে এবং আবদ বিন হুমাইদ (মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ) গ্রন্থে (৪৩/১২), ত্বাবারানী (মু'জামুল কাবীর" ৩/১৪৮/২) (আওসাত)। যেমন আছে- (মুনতাকা মিনহু) যাহাবীর (৩/২) এবং আল-জাম'উ বাইনাহু ওয়াবাইনাস সাগীর অন্যান্যের (১১৯/১) এবং ইবনু আদী "কামেল" (১/২), খতীব "আল মাউযু" (১/২১৯), বাইহাকী তার সুনানে (২/৪৯৬) - সবাই এই ইবরাহীম হতে সে হাকিম হতে তিনি মুকসিম হতে তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে মারফূ সনদে বর্ণনা করেছেন। ত্বাবারানী বলেছেন- "হাদীসটি আবূ শায়বা এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি যঈফ (দুর্বল)"। তেমনিভাবে হাইসামী 'মাজমা' গ্রন্থের (৩/১৭২)-তে বলেছেন ঃ তিনি যঈফ। আসল কথা হলো, তিনি অত্যন্ত যঈফ। এদিকে ইঙ্গিত বহন করে ইবনু হাজারের পূর্বোক্ত কথা তার হাদীস পরিত্যাজ্য এটাই এখানের সঠিক কথা। ইবনু মঈন বলেছেন- সে নির্ভরযোগ্য নয়, জাওযানী বলেছেন, "সে বর্জিত ব্যক্তি" (ساقط) এবং শো'বা তার ঘটনাকে মিথ্যা বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন- তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নীরবতা পালন করেছেন (سكتوا عنه)। হাফিয ইবনু কাসীর "ইখতিসার উলুমুল হাদীস" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১১৮ তে) উল্লেখ করেছেন ঃ ইমাম বুখারী যার ব্যাপারে বলবেন (سكتوا عنه) তার ব্যাপরে নীরবতা পালন করেছে সে ব্যক্তি তার নিকট একদম নিম্নতম ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি।" এজন্যই আমি মনে করি আয়িশা ও জাবিরের হাদীসের বিরোধিতার কারণে তার হাদীসটি জাল হাদীসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন দুই হাফিয তথা ইবনু হাজার আসকালানী ও ইমাম যায়লায়ী সূত্রে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী তার মুনকার হাদীসের মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ফকীহ ইবনু হাজার হাইতামী "ফাতাওয়া কুবরা" গ্রন্থে (১/১৯৫) পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন- "তিনি (আবূ শায়বা ইবরাহীম) অত্যন্ত (কঠিন) দুর্বল। এই হাদীস বর্ণনাকারীদের একজনের দোষের কারণে ইমামদের কথা কঠোর হয়েছে তিনি তার (ذم ، جرح এর মধ্যে) জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ জাল হাদীস ঃ (মার্চ মাস ব্যতীত

অন্য মাসে কোন উম্মত ধ্বংস হয়নি এবং মার্চ মাস ব্যতীত অন্য মাসে কিয়ামাত হবে না)। আর তারাবীহ সম্পর্কে তার এই হাদীস মুনকারের অন্তর্গত (পরিত্যক্ত)। ইমাম সাবাকী সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, যঈফ হাদীসের প্রতি আমল করার শর্ত হলো তার দুর্বলতা অত্যন্ত না হওয়া।

ইমাম যাহাবী বলেছেন ঃ শো'বার মত যারা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, তারা তার হাদীসের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আমার মতে ঃ সাবাকী হতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে হাইতামীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ রাক'আতে আমল দেখা যায় না। অতএব চিন্তা করুন। অতঃপর সুয়ূতী ইবনু হিব্বানের বর্ণনাতে জাবিরের হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ সার কথা হলো বিশ রাক'আত নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

আর যা সহীহ ইবনে হিব্বানে রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা যেদিকে গিয়েছি এবং গ্রহণ করেছি- যা বুখারীতে আয়িশা হতে বর্ণিত ঃ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে রাতের সলাত এগার রাক'আতের বেশি করতেন না। এটিই জাবিরের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস। তিনি তারাবীহ পড়তেন আট রাক'আত এবং পরে তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তাহলে সব মিলে হয় এগার রাক'আত।

এর স্বপক্ষে আরো যে সব হাদীস রয়েছে তা হলো– নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজ করতেন তা নিয়মিত করতেন। যেমনিভাবে যোহরের দু'রাক'আত নিয়মিত আদায় করতেন বিধায় আসরের পর তা কাযা করেছেন যদিও সে সময় নফল সলাত পড়া নিষেধ। যদি তিনি বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন, যদি তিনি একবারও তা ছাড়তেন না। যদিও একবার এরূপ ঘটনা ঘটত তাহলে আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে তা গোপন থাকতো না। যেমনিভাবে পূর্বে বর্ণিত কথা বলেছেন।

আমার মতে ঃ সুয়ূতীর কথার মধ্যে তার এগার রাক'আত পছন্দ হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী ইঙ্গিত রয়েছে এবং ইবনু আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত বিশ রাক'আতের কথা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে চিন্তা-গবেষণা করে দেখুন।

(৩)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এগার রাক'আতে সীমাবদ্ধ থাকা প্রমাণ করে এর অধিক বৃদ্ধি করা বৈধ নয়।

পূর্বে যে বর্ণনা হয়েছে, তা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, রাতের সলাতের রাক'আত সংখ্যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম থেকে সহীহ দলিল মোতাবেক এগার রাক'আত। এ বিষয়ে আমরা যখন চিন্তা-ভাবনা করবো তখন আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনভর এগার রাক'আতের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিলেন। চাই সেটা রামাযান মাসে হোক বা অন্য মাসে। যখন আমরা এ কথাগুলো নিয়মিত সুন্নাত ও অন্যান্য যেমন, বৃষ্টির ও গ্রহণের সলাতের ন্যায় আমাদের জ্ঞানে উপস্থিত করি তখন দেখতে পাই যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতেও রাক'আতের নির্দিষ্ট সংখ্যা ঠিক করেছেন এবং নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্ধারণী আলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্য দলিল যে, সলাতে রাক'আত বৃদ্ধি করা যাবে না।* তেমনিভাবে বর্ণিত সলাতসমূহের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে এবং নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারাবীহর রাক'আত নির্ধারণ করার ফলে তারাবীহর সলাতে সুন্নাতী সংখ্যার উপরে বৃদ্ধি করা জায়িয হবে না। সুতরাং তারাবীহর সলাত এগার রাক'আতের চেয়ে বেশি করা যাবে না। আর যে পৃথকের দাবী করবে তাকে দলিল দিতে হবে।

---

* আর এ কারণেই ইমাম বুখারী তার "সহীহ" গ্রন্থে (৩/৪৫) যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত অধ্যায় নামক একটি অধ্যায় এনেছেন এবং তাতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত পড়া সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস সংযুক্ত করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন, যোহরের পূর্বের চার রাক'আত তিনি কখনো বাদ দিতেন না। আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী এটাই বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, যোহরের পূর্বে দু'রাক'আতই একমাত্র গ্রহণযোগ্য নয় যা এর অতিরিক্ত সলাতকে নিষেধ করবে। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে উল্লেখ করেছেন। হাফিযের এই কর্ম এদিকে ইঙ্গিত করে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতযর রাক'আতের ব্যাপারে সে সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেছেন তা অতিরিক্ত করা বৈধ হবে না। তারাবীহ সলাতও এর পর্যায়ভুক্ত। এই বিষয়ে ইবনু উমার (রাঃ) ও আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণিত হবে।

তারাবীহর সলাত সাধারণ নফল নয় যে এর রাক'আত সংখ্যা সলাতীর ইচ্ছাধীন থাকবে।[১] বরং এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেহেতু তা জামা'আতের সাথে আদায় করা শরীয়তসিদ্ধ কাজ সেহেতু এটা ফরজ সলাতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন শাফিয়ীরা বলেছেন ঃ তা এই দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম যে, নিয়মিত সুন্নাতের মধ্যে (রাক'আত) বৃদ্ধি করা যাবে না। এ কারণে শাফিয়ীরা তারাবীহ এক সালামে চার রাক'আত একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন- এই ধারণায় যে, তা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তারা দলিল দিয়েছেন, "জামা'আতের সাথে আদায় করার চাহিদায় তারাবীহ ফরজ সলাতের মতই। তাই সে বিষয়ে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা পরিবর্তন করা যাবে না"।[২]

একটু চিন্তা করে দেখুন তারা কিভাবে দু'রাক'আতের সাথে অন্য দু'রাক'আত মিলাতে নিষেধ করেছেন। যার প্রত্যেকটি বর্ণনা হয়েছে। কেননা মিলিত করা তাদের নিকট মূলত হুকুমের [রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়মের] পরিবর্তন ঘটানো, যা পৃথক করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ কথা দ্বারা কি আমাদের নিকট এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, এই (যঈফ) দলিল দ্বারা তারাবীহর মূলকে দশ রাক'আত হতে বৃদ্ধি করা হচ্ছে যা বৃদ্ধি করার নিষেধ সম্পর্কে অকাট্যভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হে আল্লাহ! হ্যাঁ, বরং একে নিষেধ করা উত্তম ও সঠিকতর আছেন কি কোন চিন্তাশীল?

যদি তারাবীহর সলাতেক সাধারণ নফল গণ্য করি, যা কিনা শরীয়ত প্রণেতা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যাতে সীমাবদ্ধ করেননি– তবে সেটা আমাদের জন্য বৈধ হবে না। আমরা তাতে কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে মূলে যা বর্ণিত হয়েছে তা অতিক্রম করতে পারি না। ইবাদতসমূহের কোন ইবাদতে যার ধরণ বর্ণিত হয়নি তার ধরণ নির্ধারণ করা বৈধ হবে না (অর্থাৎ বিশ রাক'আত বলা যাবে না)।

১। হাইতামী "ফাতাওয়া কুবরা" (১/১৯৩) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ সাধারণ নফল ও অন্যান্য নফলের মধ্যে পার্থক্য হলো, সাধারণ নফলের জন্য শরীয়ত প্রণেতা কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেননি এবং তা ইবাদতকারীর ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি ঃ পূর্বের বর্ণনা হতে জানা গেল, বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতা তারাবীহর সলাত এগার রাক'আত নির্ধারণ করেছেন। যা কখনো অতিক্রম করা যাবে না। এটা আপনার জন্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইবাদতকারীর জন্য অতিরিক্ত করার কোন স্বাধীনতা নেই।

২। কথাটি কাসত্বালানী বুখারী'র ব্যাখ্যাতে (৩/৪) এবং হাইতামী 'ফাতাওয়া' (১/১৯৩)-তে নববী হতে বর্ণনা করেছেন।

"মাজালিসুল আবরার" গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মোল্লা আহমাদ রুমী হানাফী যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ প্রথম যুগে কোন কাজ সংগঠিত না হওয়ার কারণ। (১) হয়তো তার প্রয়োজন হয়নি (২) অথবা নিষিদ্ধ কোন কারণ পাওয়া গেছে (৩) অথবা সতর্ক না থাকার কারণে (৪) অথবা অলসতা বা অপছন্দনীয় হওয়া বা শরীয়ত সম্মত না হবার জন্য। প্রথম দু'টি শারীরিক ইবাদতে নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি এবং ইসলাম প্রকাশ পাওয়ার পর এতে কোন প্রতিরোধকারী নেই। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে যেমন অসতর্কতার ধারণা পোষণ করা যাবে না তেমনি অলসতারও ধারণা করা যাবে না। কেননা এটা নিকৃষ্টতম ধারণা যা কুফরীর দিকে ধাবিত করার উপকরণ। এটি শরীয়ত সম্মত না হওয়ায় নিকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিকে বলা যাবে যিনি খাঁটি শারীরিক ইবাদতে এমন গুণ বা ধরণ নিয়ে আসেন যা সাহাবীদের যুগে ছিল না। যদিও ইবাদতের ধরণ বিদ'আতী কাজে পাওয়া যেত তবে তাকে বিদ'আতে হাসানা বলা যেত। ইবাদতে অপছন্দনীয় বিদ'আত পাওয়া যায়নি। তাহলে ফকীহগণ উৎসাহের সলাত এবং তাতে জামা'আতে করা, খুতবা এবং আযানে বিভিন্ন সুর দেয়া, রুকুতে কুরআন পড়া, জানাযার সামনে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করাকে অনুরূপ নিন্দনীয় বিদ'আত বলতেন না। যে ব্যক্তি এগুলোকে বিদ'আতে হাসানা বলবে তাকে বলা হবে ঃ যার ভাল দিক শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় চাই সেটা বিদ'আত ছাড়া অন্য কিছু হোক না কেন সেটাও ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হবে। হাদীসে আছে, **"প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী"** এবং **"প্রত্যেক ঐ কাজ যাতে আমাদের নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য"** তা এই অবস্থায় ব্যাপক থেকে নির্দিষ্ট হতে পারে। নির্দিষ্ট (خاص) ব্যাপক (عام) দলীল ঐ জিনিসের হবে না যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট হওয়ার দাবী করবে যা নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত) করেছে তারও দলিল দেয়া উচিত যা নির্দিষ্ট হওয়া প্রমাণ করবে। সেই দলিল হবে কুরআন হতে, অথবা হাদীস অথবা মুজতাহিদের নির্ভেজাল ইজমা দ্বারা। এতে সাধারণের লক্ষণীয় কিছু নেই। এতে অধিকাংশ দেশীয় স্বভাব থাকাই আসল কারণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য চাওয়ার উদ্দেশে কোন কথা বা কাজের দ্বারা বিদ'আত উদ্ভাবন করবে সে যেন ধর্মের মধ্যে এমন জিনিস প্রবর্তন করলো যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। অতএব এর দ্বারা জানা গেল, খাঁটি

শারীরিক ইবাদতসমূহের প্রত্যেক বিদ'আত নিকৃষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না।[১]

সংশয় ও তার জবাব

আমরা যখন এই অকাট্য দলিলের উপকারিতা বুঝতে পারবো যে, তারাবীহর রাক'আতে বৃদ্ধি করা যাবে না। তখন এই মাসআলাকে ঘিরে যে সকল সন্দেহ সংশয় কেউ কেউ করে থাকেন সেই সন্দেহ থেকে কতিপয় সংশয় উত্তরসহ উল্লেখ করবো। যাতে পুরোপুরি উপকার দেয়া যায় এবং পাঠক নিজের কাজের উপর স্পষ্ট হতে পারেন। আমি বলছি ঃ

প্রথম সংশয় ঃ আলিমগণের মতভেদ হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য দলিল না হওয়ার প্রমাণ।

জ্ঞাতব্য এই যে, আলিমগণ তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা বিভিন্ন অনেক কথার দ্বারা মতভেদ করেছেন। যার বর্ণনা অচিরেই আসছে। কেউ বলে ঃ এই মতভেদ রাক'আত সংখ্যার জন্য অকাট্য দলীল না পাওয়াই প্রমাণ বহন করে। যদি অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হতো তাহলে মতভেদের সৃষ্টি হতো না। ইমাম সুয়ূতী "الحاوى" গ্রন্থের (১/৭৪) পৃষ্ঠায় এ সংশয়ের উদ্ভাবন করেছেন। আলিমগণ তারাবীহর রাক'আত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যদি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ দ্বারা এটা প্রমাণিত হতো তাহলে বিতর ও নিয়মিত সুন্নাতের রাক'আতের মত কোন মতভেদ করতেন না।[২]

১। الابداع فى مضار الابتداع এ গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ২১)-তে শায়খ আলী মাহফুজ বলেছেন ঃ এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। যারা দীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রকৃত রহস্য ও বাস্তবতা জানতে চায় তাদের কর্তব্য হলো বইটি পড়া। সেজন্য আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিকে ওয়াজ ও খুত্‌বা বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের জন্য সিলেবাস করেছে।

২। আমি বলি ঃ এই কথাটি যদিও সুয়ূতী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত বিশ রাক'আত তারাবীহর হাদীসকে বাতিল করার জন্য বিভিন্ন দিকের একটি দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তথাপি হাদীসটি যঈফ যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রকৃতপক্ষে এই সহীহ দলিলকে প্রতিরোধ করার প্রমাণ করে, যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যেটিকে সুয়ূতী ও অন্যান্যরা সহীহ বলেছেন। আর এজন্যই আমি তার কথাটি বর্ণনা করেছি এবং উত্তর দিয়েছি যাতে করে এ সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই সে যেন ধোকায় না পড়ে।

সংশয়ের উত্তর ঃ

আমরা স্বীকার করি মতভেদসমূহের মধ্যে এমন মতভেদমূলক বিষয় রয়েছে যা অকাট্য দলিল পাওয়ার কারণ হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সুয়ূতী এ ধরনের কথা বললেন। কেননা, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মতভেদ হওয়ার একটি কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নেই। তা হলো অকাট্য দলিল বর্ণিত না হওয়া। এ সত্ত্বেও জ্ঞাতব্য যে, এতে অনেক মতভেদ অনেক কারণ দলীল না পাওয়া নয় বরং যে ইমাম ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন তার কাছে হাদীসটি না পৌছা, অথবা তার কাছে এমন সনদে পৌছেছে যা দ্বারা দলীল দেয়া যায় না অথবা সহীহ সনদে পৌছেছে কিন্তু বুঝেছেন এমনভাবে যেমন অন্য ইমাম বুঝেছেন। এছাড়াও মতভেদ হওয়ার বিভিন্ন কারণসমূহের কোন কারণে যা আলিমগণ বর্ণনা করেছেন।* অতএব মতভেদ হওয়ার জন্য কারণ শুধু একটি নয় বরং অনেক কারণ রয়েছে যেমন দেখলেন। আপনি কি দেখতে পান না এখানে (ইসলামে) অনেক মাসায়েল আছে যার ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দলীল প্রমাণিত হয়েছে তথাপিও আলিমরা মতভেদ করেছেন। যা আলিমদের কাছে ফিকহ ও হাদীস দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়। এজন্য আমরা স্পষ্ট উদাহরণ পেশ করবো। আর তা হলো- (রুকু ও রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় সলাতে হাত উঠানোর ক্ষেত্রে) হানাফী মাযহাব ব্যতীত সকল মাযহাব ও আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এটি শরীয়ত সম্মত হুকুম। এ ব্যাপারে বিশটি হাদীস বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং হাদীসগুলোর কতগুলোতে আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাতে এই হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি সলাতের বর্ণনা দেয়া শেষ করলেন তারা সবাই বললেন, আপনি সত্য সত্যই বর্ণনা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত এ রকমই ছিল। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

---

* যদি ইচ্ছে হয় তবে দেখুন "হুজ্জাতুল্লাহ আল বালিগা" প্রথম খণ্ড, ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর প্রণীত এবং এর মতভেদসমূহের কারণ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা আছে। নাম আমার মনে পড়ছে না তবে খুব উপকারী কিতাব। আমার কাছে ইমাম হুমাইদীর একটি পুস্তিকা আছে যিনি "জামউ বাইনা সহীহাইন" এর লেখক।

ইমাম আবূ হানিফাকে যখন রফউল ইয়াদাঈন না করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখন তিনি এই বলে উত্তর দিয়েছেন যে, "কেননা, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ হাদীস নেই"। এটি ঘটেছিল আবূ হানিফা ও একজন মুহাদ্দিসের সাথে প্রসিদ্ধ এক ঘটনাতে যা হানাফীরা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছে। এই কথাটি হলো আবূ হানিফার পক্ষ থেকে। আমি মতভেদের যে কারণের কথা বর্ণনা করেছি সেগুলো না হলে তার পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হতো না। তারাবীহর রাক'আত নিয়ে মতভেদ হওয়ার মাসআলাতে এটাই বড় দলিল যে, এর কারণ দলিল না পাওয়া বা বর্ণিত না হওয়া নয়। বরং মূল কারণ হলো ইমামের কাছে সহীহ সনদে না পৌছা। যা স্বয়ং ইমাম আবূ হানিফার নিজের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।[১] হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট বহু প্রসিদ্ধ উদাহরণের এটি মাত্র একটি উদাহরণ।[২]

১। আমি বলি ঃ এখানে এ কথা দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। কেননা পূর্বের বর্ণিত ফকীহের বর্ণনার দ্বারা ফকীহ নয় এমন ব্যক্তির বর্ণনার বিরুদ্ধে দু'টি কারণে দলিল দেয়া যাবে না। প্রথমতঃ নিশ্চয় হ্যাঁ এবং না বোধকের মাঝে কোন বিরোধ নেই। দ্বিতীয়তঃ যে দলিলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার ভিত্তি হাত উঠানোর অসংখ্য হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর। এই হাদীসগুলোর মধ্যে কোন কোন খলীফায়ে রাশেদাও রয়েছেন যেমন আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) অতএব এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর এই (ইমাম আবূ হানিফার কথার দ্বারা) দলিল দেয়ার কোন মূল্য নেই।

২। দলিল থাকা সত্ত্বেও যে বিভিন্ন মাসআলাতে মতভেদ আছে তার উদাহরণ থেকে আরো কিছু সুয়ূতী পূর্বে উল্লেখ করেছেন। বিতর এবং সুন্নাতে রাতেবার (ধারাবাহিক সুন্নাতের) রাক'আত সম্পর্কে দলিল পাওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে মতভেদ একটি প্রসিদ্ধ কথা। কেননা, শাফিয়ীদের নিকট সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক রাক'আত যেমন নববীর "মিনহাজ" (১৪ পৃষ্ঠাতে) আছে। আর এটি সত্য কথা যে, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ দলিল প্রমাণিত আছে। যেমন সামনে আসবে। হানাফীদের নিকট সর্বনিম্ন বিতর তিন রাক'আত। যোহরের পূর্বের সুন্নাত শাফিয়ীদের নিকট দু'রাক'আত আর এটিই সঠিক। হানাফীদের নিকট চার রাক'আত। দু' বা চার রাক'আত উভয়ের ব্যাপারেই নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন পূর্ব তালীকে (২২ পৃষ্ঠাতে) বর্ণিত হয়েছে। দু' হাদীসের মিল এভাবে দেয়া যায় যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাক'আত সর্বদা করতেন এটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। এর মধ্যে দু'রাক'আত পড়া সুন্নাত।

এ ধরনের মতভেদও আলিমদের নিকট পরিচিত। আমি জানি না এরপরও সুয়ূতী কিভাবে যার মতভেদ হয়নি তা উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ বিতর ও নিয়মিত সুন্নাতের)।

আমার মতে ঃ বিভিন্ন মতভেদপূর্ণ এই মাসআলার মত আরো যেসব মতভেদপূর্ণ মাসআলা রয়েছে তার কারণ দলিল বর্ণনা না হওয়া নয়। তেমনিভাবে তারাবীহর সলাতের রাক'আতের মতবিরোধ হওয়া প্রমাণ করে না যে, এ ব্যাপারে দলিল বর্ণিত হয়নি। বাস্তব কথা হলো, এ ব্যাপারে অকাট্য দলিল বর্ণিত হয়েছে। তাই মতবিরোধের কারণে দলিলকে প্রতিহত করা জায়িয হবে না। বরং কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর উপর আমল করার জন্য দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মতবিরোধ বাদ দেয়া।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে এবং তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখবে না এবং তা অবনতচিত্তে মেনে নিবে।" (সূরাআন-নিসা ৬৫)

অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... تَأْوِيْلًا﴾

"আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে পড়ে যাও তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। যদি তোমরা সত্যই আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (সূরাআন-নিসা ৫৯)

দ্বিতীয় সংশয় ঃ তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিষেধ করেননি তাতে নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেউ কেউ বলেন, আমরা মেনে নিচ্ছি যে, সঠিক দলিলে প্রমাণিত হয়েছে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এগার রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন। কিন্তু এটাও তো যঈফ (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তারাবীহ বিশ রাক'আত পড়েছেন। আমরা তো এতে নিষেধের কিছু দেখি না যে, এগার বা বিশ রাক'আতের বেশি রাক'আত পড়া যাবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেননি।

আমি বলি ঃ ইবাদতের মূলনীতি হলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারণ ব্যতীত নির্ধারণ করা যাবে না। এই মূলনীতি আলিমদের নিকট ঐকমত্যে স্বীকৃত। এমন কোন মুসলমান আলিম দেখিনি যিনি এই মূলনীতির বিরোধিতা করেন। যদি এই মূলনীতি না থাকতো তাহলে যে কোন মুসলিমের জন্য সুন্নাতের রাক'আত বৃদ্ধি করা জায়িয হতো বরং নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারাবাহিক কাজ দ্বারা প্রমাণিত ফরজের মধ্যেও বৃদ্ধি করতে পারতো। এই ধারণা করে যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেননি। এটা স্পষ্ট বাতিল ধারণা এ নিয়ে বাড়িয়ে লাভ নেই। বিশেষ করে আমি পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তারাবীহ্ সলাতের রাক'আত বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ হওয়াটা সুন্নাতে রাওয়াতেবে (নিয়মিত সুন্নাতে) বৃদ্ধি করার চাইতে অধিকতর উপযুক্ত ও সঠিকতর। অতএব বিষয়টি ভাবুন! (অর্থাৎ সুন্নাতে রাওয়াতেবে বৃদ্ধি করা যদি বৈধ না হয় তাহলে তারাবীহ্ তো আরো বেশি অবৈধ হবে। সেটাই সঠিক কথা)।

তৃতীয় সংশয় ঃ

"সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা।"

কেউ কেউ[১] তারাবীহর রাক'আত এগারোর অধিক বলার জন্য সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, হাদীসে নির্ধারিত রাক'আত সংখ্যা ব্যতীত বেশি বেশি সলাত পড়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

১। যেমন এ কাজ করেছেন (الإصابة) গ্রন্থের লেখকগণ। তারা রবীয়া বিন কা'বের হাদীস দ্বারা এগার রাক'আতের বেশি তারাবীহ হওয়ার দলিল দিয়েছেন। এরপর (৯ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ রবীয়া বিন কা'বের হাদীসের অধিক নফল পড়ার বাস্তব ক্ষেত্র হলো বিশ রাক'আত বা তদোর্ধ পড়া। তেমনিভাবে পরবর্তী আবূ হুরাইরার হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন যা রবীয়ার হাদীসের পরে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা (১০ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ "সার কথা যে ব্যক্তি যে কোন সংখ্যা রাক'আত সলাত পড়বে তা এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত"।

আমার মতে ঃ এই ব্যাপক হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বাতিল কাজ। এর বর্ণনা সামনে আসবে। ঐ সমস্ত লেখকগণ নিজেরা বিশ্বাস (মত পোষণ) করেছেন কথাটি দায়িত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। কেননা এ কথা তাদেরকে বলতে বাধ্য করছে শুধুমাত্র এক রাক'আতের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত যোগ না করলেও রামাযান মাসের নফল পড়া বৈধ হবে। তাদের মধ্যে হাবশী ব্যতীত কেউ এ কথা বলেননি। তিনি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসরণ করণার্থে এই কথা বলেছেন। কিন্তু তার এই অভিমত তার মাযহাবেরও বিরোধী হবে যখন তারা এই ব্যাপকতাকে গ্রহণ করবেন।

তার মাযহাব ভাষ্য দিয়েছে প্রথম মাযহাবের মত তারাবীহ বিশ রাক'আত। আর ফিকহী ভাষ্যটিও স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, রাক'আত বৃদ্ধি হওয়া নিষিদ্ধ। ইমাম নববীর বক্তব্য এ কথাটিকে আরো শক্তিশালী করছে যা তিনি "মাজমা" গ্রন্থে (৪/৩৩)-তে বলেছেন ঃ আর তারা মদীনাবাসীদের যে আমলের কথা বর্ণনা করেছেন তার কারণ সম্পর্কে আমাদের শাফিয়ীবর্গ বলেন ঃ এর কারণ হলো মক্কাবাসী দু' তারাবীহর (দু'রাক'আত পর যে সামান্য বিরতি) বিরতির তাওয়াফ করতো না। মদীনাবাসীরা তাদের অনুকরণ করতে চাইলো। তাই তারা প্রত্যেক তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাক'আত সলাত নির্ধারণ করলো। এতে করে তারা ষোল রাক'আত সলাত বৃদ্ধি করলো এবং তারা তিন রাক'আত বিতর পড়লো। সব মিলে মোট সলাত দাঁড়ালো উনত্রিশ রাক'আত। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

"শামিল" ও "বায়ান" গ্রন্থকারদ্বয় এবং অন্যান্যরা বলেছেন ঃ আমাদের সাথীবর্গরা বলেন ঃ মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কারোর জন্য মদীনাবাসীর অনুসরণ করে ছত্রিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া বৈধ নয়। কেননা মদীনাবাসী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত ও ওফাতের কারণে সম্মানিত। যা অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন।

কাজী আবূ তাইয়্যিব তার তালীকে বলেছেন ঃ শাফিয়ী বলেছেন ঃ মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কারোর জন্য মক্কাবাসীর অনুকরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বৈধ হবে না।

এটা জ্ঞানীদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল পুস্তিকার লেখক এমন অনেক কথা বলে থাকেন যা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। অথবা বিশ্বাস করেন এমন জিনিস যা তাদের মাযহাব বিরোধী। যারা সুন্নাতের সাহায্যকারী তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তা বলে থাকেন। এ সত্ত্বেও সুন্নাত অথবা দলিলের অনুসরণ করণার্থে তারা মাযহাব বিরোধী কিছুকে বৈধ বলেন না।

তাদেরকে নিম্নবর্ণিত শরীয়ত সম্মত হওয়ার উদাহরণটি এ কথাও বলতে বাধ্য করছে যা "আল ইবদা" কিতাব হতে চয়ন করা হয়েছে। সেটা কোন একজন আলিমও বলেননি। তাদের মধ্যে যারা তার বিপরীত প্রকাশ করে তাদেরকে তাদের এরূপ মত বাধ্য করছে। অথচ আমাকে একজন নির্ভরযোগ্য শায়খ বর্ণনা দিয়েছেন যে, শায়খ হাবশী আযানের শব্দের মধ্যে কোন প্রকার শব্দ বৃদ্ধিকে অবৈধ বলেন। যেমন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়া এবং তাঁর জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি। আর এ ব্যাপারে মৌলনীতি সম্পর্কে বিজ্ঞ কোন আলিম যে সন্দেহ পোষণ করেন না এটাই সত্য কথা। কিন্তু এই লেখকদের কি হলো যে, তারা জঘন্য অসঙ্গতিপূর্ণ বিরোধিতা করেন। উসূলবিদ আলিমগণ যা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না তারা তা মুস্তাহাব ভাবেন। বরং তাদের বিশেষ ভাষ্য হলো তারাবীহর রাক'আত বৃদ্ধি করা বৈধ নয়? হে লেখকগণ! আযানের শব্দ আর আযানে বৃদ্ধি করার মাঝে পার্থক্য কি এবং উমার হতে যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে তা যদি সহীহ হয় তাহলে তার উপর বৃদ্ধি করার মধ্যে পার্থক্য কি? অবশ্যই এতে কোন পার্থক্য নেই। যদিও এর উপর বিভিন্ন নিয়ম পেশ করুন না কেন। হে আল্লাহ! কতক লোক হতে কাজটি জারি হয়েছে এমন কিছুর ভিত্তিতে যা অপরলোক হতে বর্ণিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ যোহরের দু' বা চার রাক'আত সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও তাতে বৃদ্ধি করার মধ্যে পার্থক্য কি? ফকীহ ইবনু হাজারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যেমন আছে "ফাতাওয়া" (১/১৮৫)-তে যার কথাগুলো হলো ঃ সাধারণ নফল ব্যতীত যেমন যোহরের সুন্নাত, এতে কি কম বেশি করার ===

যেমন রবিয়া বিন কা'বকে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা কথা। যিনি জান্নাতে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যম জিজ্ঞেস করেছিলেন [উত্তরে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন] "বেশি বেশি সলাত পড়ে নিজের উপর ক্লেশ নিয়ে আসো"[২] অনুরূপ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীস মত "নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে সলাত পড়তে উৎসাহ দিতেন......"। অনুরূপ এ ধরনের যে সকল হাদীস রয়েছে। যার সাধারণ ও ব্যাপকতার অনুমতির দ্বারা মুসল্লির যত রাক'আত ইচ্ছে হয় তত রাক'আত সলাত পড়তে পারবে তা শরীয়ত সম্মত হওয়া বুঝায়।

সংশয়ের জবাব ঃ

এটি একটি অতি তুচ্ছ দলিল গ্রহণ পদ্ধতি। বরং এটা এমন একটি সন্দেহ যার ঘটনা পূর্বেরটি মত নয়। সাধারণের (মুতলাকের) আমল অবস্থায় করতে হবে। কেননা এটি প্রযোজ্য হবে ঐ সাধারণের ক্ষেত্রে যা শরীয়ত প্রণেতা

=== দরুন নিয়ত করবে দু'রাক'আতের আর পড়বে চার রাক'আত অথবা এর বিপরীত হলে জায়িয হবে কি? তিনি তার উত্তর দিয়েছেন এ কথা বলে ঃ এরূপ কাজ সাধারণ নফল সলাতয করা যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোন সলাত এরূপ করা জায়িয হবে না। যখন সে কিবলামুখী হবে। যেহেতু ইবাদতের মূল দাবী হলো শুরুতেই নিয়তের উপর অটল থাকা। আর এ বিধান থেকে সীমাহীনতার কারণে সাধারণ নফল বের হয়ে যায়। এছাড়া বাকী নফল, সুন্নাত নিজ অবস্থায় থেকে যাবে।

আর তাকে এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাধারণ নফলের মত বিতর এবং যোহরের সুন্নাতে কোন পরিবর্তন বা কম করা যাবে কিনা? অতঃপর তিনি এই বলে উত্তর দিয়েছেন ঃ যার বর্ণনা (রাক'আত সংখ্যা হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে তাতে কোন পরিবর্তন বা কম করা যাবে না। আর সাধারণ নফল এবং অন্যান্য নফলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। যা থেকে তাকে পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

আমার বিশ্বাস ঃ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, তাদের জন্য একটিই পথ রয়েছে তাহলো এই সংশয়গুলো যে বাতিল তা স্বীকার করা। এতে জ্ঞানের কোন ক্ষতি নেই। আশা করছি তারা স্বীকার করবেন।

২। রবীয়া বিন কা'বের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম নিজ সহীহতে (২/৫২), আবূ আওয়ানা (২/১৮১), এ সত্ত্বেও ঐ লেখকরা হাদীসটি তাদের কথায় (روى) মাজাহুল সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যা মুহাদ্দিসদের নিকট যঈফ হাদীস হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আমি তাদের ব্যাপারে এই ধারণা করি যে, তারা এর দ্বারা হাদীসটির দুর্বলতা বুঝিয়েছেন। এ ধরনের সীগাহ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে আনা শাস্ত্রবিদ ও তার পরিভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকাই কারণ। সেজন্য সামনে আগত নববীর কথাটি পড়ুন। (শাফিয়ীর দুর্বল .... বিশ রাক'আতের জন্য ......)

মুকাইয়্যিদ করেননি (আলাদা বর্ণনা করেননি)। আবার যদি কোন বিধানে শরীয়ত প্রণেতা আলাদা কোন ধরণ বর্ণনা করে দেন তাহলে সেই ধরণ বা কাইয়্যিদ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে সাধারণকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না। আর যখন আমাদের মাসআলা (তারাবীহর সলাত) সাধারণ নফলের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মুকাইয়্যিদ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যেমন এই অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন এই কায়েদ (নির্ধারণী ধরণ)-কে সাধারণ হাদীস গ্রহণ করে বাতিল করা যাবে না। অনুরূপ আরো যে মাসআলা রয়েছে তাও করা যাবে না। যে এই কাজ করবে সে তো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে এমনভাবে সলাত পড়ে যার দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ সনদে বর্ণিত সলাতের বিরোধিতা করা হয়। সে তাতে ইচ্ছাকৃত ভুল বশে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতের ধরনের উল্টা বা বিরোধিতা করে থাকে। **"তোমরা এভাবে সলাত পড়ো যেভাবে আমাকে সলাত পড়তে দেখো"**। অনুরূপ ঐ মুতলাককে (সাধারণকে) আড়াল করে। যেমন, কেউ যোহরের সলাত পড়ে পাঁচ রাক'আত এবং ফজরের সুন্নাত পড়ে চার রাক'আত। আবার যেমন কেউ পড়লো দুই রুকু অথবা কতগুলো সিজদা দিয়ে। এটা যে ভ্রান্ত তা কোন বিবেকবানের নিকট গোপন বিষয় নয়। সেজন্য আল্লামা আলী মাহফুজ "আর ইবদা" গ্রন্থে (২৫ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, চার মাযহাবের আলিমদের কথা বর্ণনা করার পর যে জিনিস নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিদা সত্ত্বেও নিজের কাজের উপর ছেড়ে গেছেন তা সে অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত এবং তা করা নিন্দনীয় বিদ'আত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা তার কাজ ও ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক (عام) দ্বারা দলিল গ্রহণ করা সন্দেহযুক্ত জিনিসের অনুসরণের নামান্তর যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন– (সূরা আলে ইমরান)। যদি আমরা ব্যাপক জিনিসের উপর ভরসা করি এবং রসূলের বর্ণনা হতে দৃষ্টি তুলে নেই তাহলে বিদ'আতের অসংখ্য দরজা হতে এমন এক বড় দরজা খুলে যাবে যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আর ধর্মে নতুন জিনিসের নির্ধারিত কোন সীমা থাকবে না। আপনার কর্তব্য হলো এ ব্যাপারে গত হয়ে যাওয়া বহু উদাহরণকে পড়ে নেয়া।

প্রথমতঃ ত্বাবারানীর হাদীসে এসেছে "الصلاة خير موضوع।" **"সলাত কল্যাণের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে"**। আমরা যদি এই ব্যাপক কথার দ্বারা দলিল গ্রহণ করতাম তাহলে কিভাবে (صلاة الرغائب) উৎসাহের সলাতকে নিন্দনীয় বিদ'আত বলা যেত? * তাহলে কিভাবে শা'বানের সলাত ব্যাপক হাদীসের (عام) অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদ'আত বলা যেত? অথচ আলিমগণ এ ব্যাপারে অকাট্য ভাষ্য দিয়েছেন যে, এই দু'টি নিকৃষ্ট নিন্দনীয় বিদ'আত। যেমন সামনে বর্ণনা আসছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

"তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎ আমল করে"। আরো বলেছেন, "اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا" **"বেশি করে আল্লাহর যিক্র করো"**। যখন কোন মানুষ আমাদের জন্য দু'ঈদে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ও তারাবীহর সলাতে আযান মুস্তাহাব করবে তখন আমরা বলবো ঃ এটা কি করে হতে পারে যা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, করার আদেশও দেননি এবং একে সারা জীবন পরিত্যাগ করেছেন এবং আমাদের বলেছেন, **"মুয়াজ্জিন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী এবং মুয়াজ্জিন আল্লাহর যিক্রকারী"**। অতএব তার বিরুদ্ধে কিভাবে দলিল দেয়া যাবে এবং তার বিদ'আতকে কিভাবে বাতিল করা যাবে?

তৃতীয়তঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর সলাত পড়ে"**– (আল-কুরআন)। যদি ব্যাপক অর্থবোধক কথা দ্বারা দলিল গ্রহণ বৈধ হতো তাহলে [নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর] সলাত ও সালাম পড়ে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকুতে, রুকু হতে সোজা হয়ে এবং সিজদাতে, এছাড়া অন্যান্য স্থানে যেখানে রসূল পড়েননি সেখানে তা পড়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সঠিক হতো। যে ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা জায়িয করবে এবং এভাবে সলাত (দরূদ/সালাম) পড়বে তাকি গ্রহণযোগ্য ইবাদত হবে? এই হাদীস থাকা সত্ত্বেও তা কিভাবে হতে পারে – **"আমাকে যেভাবে সলাত পড়তে দেখেছো সেভাবে সলাত পড়ো"** – যা ইমাম বুখারীর বর্ণনা।

* ইজ ও ইবনু সালাহ-এর "مساجلة العلمية" মাকতাবুল ইসলামিয়া মুদ্রিত।

চতুর্থ ঃ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **যে ক্ষেতে আকাশ হতে বৃষ্টি সেচ দিয়েছে তার উশর হলো দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়েছে তাতে উশর হবে দশ ভাগের অর্ধেক।** যদি এই ব্যাপক হাদীসের উপর দলিল গ্রহণ করা হতো তাহলে এতে যাকাত ফরজ হতো। কিন্তু তাদের নিকট এমন কোন সন্দেহ নেই যা যাকাত ওয়াজিব হওয়া বুঝাবে। তবে এই মৌলনীতি ব্যতীত- তা হলো, যা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নিজের কাজের উপর ছেড়ে গেছেন। তা ছেড়ে রাখাই সুন্নাত আর তা করাই হলো বিদ'আত।

তারাবীহর সলাতের রাক'আতে আলিমদের মতবিরোধ করার মূল কারণ

যদি বলা হয়, এই সংশয়সমূহের ভ্রান্তি স্বীকার করলাম এবং দলিলের সঠিকতা মেনে নিলাম চাই সে দলিল যতই বিরোধপূর্ণ হোক না কেন। তাহলে আলিমগণ তারাবীহর রাক'আত সংখ্যাতে যে মতভেদ করছেন এটাই কি তার কারণ?

আমরা বলবো ঃ সে ব্যাপারে যে দু'টি সম্ভাবনা আমাদের মনে হয়েছে তৃতীয় কোন বিষয় এর জন্য নেই।

প্রথম বিষয় ঃ যা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অধিক। তা হলো সংখ্যা সম্পর্কিত বর্ণিত দলিল সম্পর্কে তাদের অবগতি না হওয়া। তবে যার কাছে সংখ্যার হাদীস পৌঁছেনি তিনি আমল না করার কৈফিয়ত থেকে মুক্ত। কুরআনুল হক্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় মহান আল্লাহর এই বাণীর জন্য- ﴿لانذركم به ومن بلغ﴾ **"আমি তোমার নিকট কুরআন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য"**। বরং তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্য ব্যক্তি **"কোন হাকিম ইজতিহাদ করে যদি কোন সঠিক হুকুম দিয়ে তার জন্য দু'টি নেকি রয়েছে। আর হাকিম ইজতিহাদ করে হুকুম দিয়ে যদি তাতে ভুল করে তাহলে তার জন্য একটি নেকী"**। হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ নিশ্চয় তারা হাদীস (দলিল)-কে এমনভাবে বুঝেছেন যা তাদেরকে ব্যাখ্যার দিকসমূহের কোন দিকে যাওয়ার জন্য বর্ণিত রাক'আত সংখ্যাতে থেকে যেতে বা বৃদ্ধি না করা হতে ফিরাতে বাধ্য করতে পারেনি। যা কতক আলিমের নিকট বিরোধপূর্ণ হয়েছে অবজ্ঞার দৃষ্টি দেয়ার জন্য, সেটা ভুল অথবা সঠিক হওয়ার জন্য। যেমন শাফিয়ীদের কথা ঃ "এবং আয়িশার কথা" রসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে রাতের সলাত এগার রাক'আতের বেশি করতেন না। কথাটি বিতর সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।* আর এরূপ ব্যাখ্যার দিকসমূহের একটি দিক গ্রহণ করেছেন যা তাদের অন্যান্যকে এটা ধরে রাখতে বাধ্য করতে পারেনি তাদের কাছে এর দুর্বলতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও। শাফিয়ীদের থেকে যে উপমাটি আমি বর্ণনা করেছি তার দিকে দৃষ্টি দিন। এটা প্রকাশ্য দুর্বলতা। যখন চিন্তা-গবেষণা করবেন যে, আয়িশার কথাটি ঐ লোকের জবাবে বলেছেন যে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল "রসূলুল্লাহর রাত্রির সলাত কিরূপ ছিল?" যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব আয়িশাকে জিজ্ঞাসিত সলাত রাতের সকল সলাতের অন্তর্ভুক্তকারী। তাহলে রাতের অন্যান্য সলাত ব্যতীত কিভাবে এটাকে শুধু বিতর হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে? এ সত্ত্বেও এই গণ্য করণটি একটি উপকারিতা দিচ্ছে। তা হলো ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত ছিল দু'টি। একটি হলো রাতের সলাত (এবং আমি জানি না তার রাক'আত সংখ্যা কত ছিল)। অপরটি হলো বিতর সলাত যার সর্বোচ্চ রাক'আতের পরিমাণ ছিল এগার রাক'আত। এ কথাটি হাদীসের কোন আলিম বলেননি। আর এ সম্পর্কে ভুরিভুরি হাদীস রয়েছে। রসূলুল্লাহর রাতের সলাত এগার রাক'আতের বেশি হতো না। পূর্বের বিশ্লেষণ মোতাবেক (পৃষ্ঠা ১৬-১৮)। আর এ ধরনের মন্তব্য হলো মাযহাবকে শক্তিশালী করার জন্য হাদীসের অপব্যাখ্যার ফলাফল।

---

* এর বিবরণ দেয়া হয়েছে "শাফিয়ীর কাসত্বালানী (৫/৪) হতে।

বিরোধীদের মাঝে তারাবীহর (রাক‘আত) মাসাআলা ও অন্যান্য মাসআলাতে আমাদের অবস্থান

আপনি যখন এ বিষয়গুলো অবহিত হলেন তখন আমরা তারাবীহর রাক‘আতের সংখ্যাতে সুন্নাতের উপর সীমাবদ্ধ থাকা যখন পছন্দ করব এবং এগার রাক‘আতের উপর আরো বৃদ্ধি করাকে বৈধ মনে করব না। কেউ যেন আমাদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ না করে যে, পূর্বসুরী আলিমদের হতে যারা এগার রাক‘আত মানেন না তাদেরকে আমরা গোমরাহ বা বিদ‘আতী বলছি। তাদের এই ধারণার জন্য বলতে হয় ঃ অমুক কাজ করা জায়িয নয় অথবা তা বিদ‘আত। যারা একে জায়িয বা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বলেছে সে হয় গোমরাহী অথবা বিদ‘আতী। কখনো নয় এটা বাতিল ধারণা এবং পূর্ণ অজ্ঞতা। কেননা, বিদ‘আত এমন জিনিস যা পালনকারীকে নিন্দা করা হয় এবং বিদ‘আত সম্পর্কিত ধমকির হাদীসগুলো তার বিরুদ্ধে বলা হয়। বিদ‘আত হলো “ধর্মের এমন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যা শরীয়ত পরিপন্থী। যা পালন করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা।*

যে ব্যক্তি শরীয়ত সম্মত নয় জেনেও ইবাদতে বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে কোন বিদ‘আত উদ্ভাবন করবে, ধমকির হাদীসগুলো তার জন্যই প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অজান্তে বিদ‘আতে পতিত হবে, হাদীসগুলো সাধারণভাবে তার জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং অবশ্যই তাকে বুঝাবে না। এর দ্বারা উদ্দিষ্ট হবে ঐ সকল বিদ‘আতী যারা সুন্নাহ প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞান, হিদায়াত ও স্পষ্ট দলিল ছাড়াই প্রতিটি বিদ‘আতকে হাসানা (ভাল কাজ) বলে। আর তা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সমাজের অনুসরণ না করেই করে থাকে।

* "الابداع فى مضار الابتداع" গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ১৫)

মূলত তারা এ কাজ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সাধারণ লোকদের খুশি করার জন্য। এদের অন্তর্ভুক্ত এমন কোন আলিম নেই যারা তাদের জ্ঞান, সত্যতা, সঠিকতা ও ইখলাসের জন্য প্রসিদ্ধ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুজতাহিদ ইমামগণ এ থেকে মুক্ত। ইবাদতে বিদ‘আতকে তারা হাসানা (উত্তম) বলা থেকে যে পবিত্র তা আমরা দৃঢ় চিত্তে স্বীকার করছি। আর তা হতেই বা পারে কি করে বরং তারাতো এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। ইনশাআল্লাহ তাদের কথাগুলো বিদ‘আত সম্পর্কিত বিশেষ পুস্তিকাতে বর্ণনা করবো।

তবে হ্যাঁ, তাদের কেউ হয়তো ভুলবশতঃ বিদ‘আতে পতিত হয়েছেন। সেজন্য এ বিষয়ে তাদেরকে কিছু বলা ঠিক হবে না। বরং তা ক্ষমাযোগ্য এবং এর বিনিময়ে নেকী পাওয়ার অধিকারী যেমন পূর্বে বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে। তবে গবেষকদের নিকট এই ভুলগুলো বিদ‘আতেরই প্রকার বলে প্রমাণিত হবে। তথাপিও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যে, তারা যে ক্ষমা ও নেকীর যোগ্য সে হুকুমটি পরিবর্তন হবে না। কেননা, এই বিদ‘আত তার ইজতিহাদ দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। কোন আলিম এরূপ মনে করেন না যে, কোন আলিম নিজে সুন্নাত মনে করে যে বিদ‘আতে পতিত হয় সেটা ভুল হওয়া। এমনিভাবে তার হারামে পতিত হওয়া অথচ সে মনে করে যে, তা হালাল। এগুলো সবই ভুল এবং ক্ষমাযোগ্য।

এজন্য আমরা দেখতে পাই, কোন কোন মাসআলাতে আলিমদের মাঝে কঠিন মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে গোমরাহ বলেন না এবং বিদ‘আতীও বলেন না। এ ব্যাপারে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সাহাবীদের যুগ থেকেই সফরে ফরজ সলাত পুরোপুরি পড়াকে জায়িয করেছেন এবং কেউ কেউ পুরা করাকে বিদ‘আত ও সুন্নাহ বিরোধী বলেছেন। এ সত্ত্বেও তারা বিরোধিতাকারীদের বিদ‘আতী বলেননি। এ মতের পক্ষে আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন ঃ মুসাফিরের সলাত হলো দু’রাক‘আত। যে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করে সে কুফরী করবে। হাদীসটি সিরাজ তার মুসনাদে (২১/১২২, ১২৩)– ইবনু উমার হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সত্ত্বেও ইজতিহাদ করে যারা এই সুন্নাতের বিপরীত করেছেন তাদেরকে কাফির এবং গোমরাহ বলেননি। অবশ্য তিনি যখন ঐ লোকের পিছনে সলাত পড়েছেন যিনি কসর না করে পূর্ণ করাকে পছন্দ করতেন তিনিও তার সাথে পুরোপুরি সলাত আদা করেছেন। সিরাজ ইবনু

উমার হতে আরো একটি সহীহ হাদীস আমার সনদে বর্ণনা করেছেন, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে দু'রাক'আত সলাত পড়েছেন এবং আবূ বকর, উমার ও উসমান তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে দু'রাক'আতই পড়েছেন। এরপর উসমান মিনাতে চার রাক'আত পড়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন উমার যখন উসমানের সাথে সলাত পড়তেন তখন তার চার রাক'আত পড়তেন। আবার যখন একাকী পড়তেন তখন দু'রাক'আত পড়তেন।[১]

চিন্তা করে দেখুন, যারা সফরের সলাত পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমার তথাপিও তাদেরকে নিজ আক্বিদা অনুযায়ী গোমরাহী বা বিদ'আতী বলেননি। বরং তিনি তার পিছনে সলাত পড়েছেন। কেননা, তিনি জানেন উসমান প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সলাত পূর্ণ করেননি– (এ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন) বরং তা নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী করেছেন।[২] আর এটাই হলো মধ্যমপন্থা যা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য মনে করি। এই পদ্ধতিকে তাদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলীর বিরোধ নিরসনের জন্য গ্রহণ করা উচিত। তারা প্রত্যেকেই কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী যা সঠিক মনে করবে তা প্রকাশ করবে। শর্ত হলো যে, এটা সঠিক মনে করে সে পূর্বের ব্যক্তিকে স্বীয় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গোমরাহ বা বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করবে না। কেননা, মুসলমানদের একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও তাদের কথা এক হওয়ার এটাই একমাত্র পথ আর এর দ্বারাই সত্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে তার নিদর্শন বিলুপ্তি থেকে টিকে থাকতে পারবে। এ কারণেই আমরা মুসলিমদের সলাতে বিভিন্ন ইমামের পিছনে পার্থক্য দেখতে পাই। হানাফী সলাত পড়ে একভাবে, আর শাফিয়ী পড়ে অন্যভাবে যা ভিন্ন ধরনের সলাত। অথচ একই ধরনের সলাত পড়েছিলেন সত্যনিষ্ঠ পূর্বসুরীগণ (সালাফগণ)। বিভিন্ন ইমামের পিছনে কোনরূপ পার্থক্যহীনভাবে।

১। বুখারী বর্ণনা করেছেন (২/৪৫১, ৪৫২)-তে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু মাসউদ হতে। এতে আছে যখন উসমানের চার রাক'আত পড়ার খবর পৌছল তখন তিনি "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন।

২। আবূ দাউদ যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) লোকের সংখ্যাধিক্যের কারণে মিনাতে পূর্ণ সলাত পড়লেন। কেননা, সে বৎসর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি মানুষদের নিয়ে চার রাক'আত সলাত আদা করলেন। তাদের এ শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে যে, মূল সলাত চার রাক'আত। হাদীসটির বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত তবে বিচ্ছিন্ন।

এটাই হলো মুসলিমদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ মাসআলাতে আমাদের অবস্থান। (সত্য প্রকাশ করা ঐ সত্য যা অতি উত্তম। যারা এর বিরোধিতা করে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নয় বরং সংশয়ের জন্য তাদের গোমরাহী না বলা)। এ কারণেই আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণের হিদায়াত দান করার পর থেকে এই নীতির উপর চলে আসছি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ। আমি এ অবস্থানে অবস্থান করার জন্য ঐ সকল লোকদের আশা করছি যারা তাদের মাযহাবে যা রয়েছে সে অনুপাতে ঝটপট মুসলমানদের গোমরাহী বলে থাকে। তাদের কথা "যখন আমরা মাযহাবে অনুসরণীয় নীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো? আমরা বলবো ঃ আমাদের মাযহাবই ঠিক, তবে ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আবার যখন আমাদের মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাবের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো? বলবো ঃ তাদের মাযহাব ভুল। সঠিক হতেও পারে।" তাদের মাযহাবে মাযহাব বিরোধীর পিছনে সলাত মাকরুহ অথবা বাতিল হওয়ার কথাও আছে। সেজন্য একই মাসজিদে আলাদাভাবে সলাত পড়েছে। (যেমন তারা কা'বাতে চার মুসাল্লা তৈরী করেছিল ৮০১ হিজরীতে- অনুবাদক)। বিশেষ করে রামাযানে বিতর সলাতের জামা'আত করা নিয়ে এ ধরনের গন্ডগোল বাঁধে তাদের (মাযহাবীদের) কারোর এই ধারণার জন্য যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এক রাক'আত (বিজোড়) বিতর পড়া উত্তম হওয়া সত্ত্বেও ইমাম যখন বিতরের জোড় ও বিজোড়ের মধ্যে পার্থক্য করবেন তখন তা সহীহ হবে না। সামনে এর বর্ণনা আসছে। এটাই হলো আমাদের অবস্থান। আমার ধারণা নেই যে, কোন জ্ঞানী লোক আমার বিরোধিতা করবে। এছাড়া যে ব্যক্তি আমাদের দিকে অন্য কোন কথা বা মত সম্পর্কিত করবে সে তো অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করবে। আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

তারাবীহর মাসআলা ও অন্যান্য মাসআলায় সুন্নাত প্রসার হওয়ার জন্য আমরা স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করছি। এ কাজ করছি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুযায়ী তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য **"তোমরা যদি একটি আয়াতও জানো তাহলেও তা আমার পক্ষ থেকে অপরকে পৌছে দাও।"** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। হয়তো এটা যখন তাদের নিকট পৌছবে এর সঠিকতা বুঝে তুষ্ট হবে। অতঃপর তারা তা আঁকড়ে ধরবে। আর তাতেই তাদের জন্য ইহ-পরলৌকিক সফলতা ও সৌভাগ্য বিদ্যমান

রয়েছে। ইনশাআল্লাহ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথানুযায়ী এর জন্য আমিও দ্বিগুণ সওয়াব পাবো। **"যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্দর সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করলো তা আমল করার জন্য তাকে সওয়াব দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সে আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব তাকেও দেয়া হবে"**। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির জন্য নয় বরং সন্দেহের কারণে বা বাপ-দাদার অনুসরণের নিমিত্তে তুষ্ট হবে না তবে এমন লোকের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই। এ কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, যদি কিছু বড় আলিম এটা গ্রহণ না করে তাহলে তারাও গ্রহণ করবে না। যেমনটি ঘটেছে তারাবীহর মাসআলাতে। এটা যেন তারা গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর কাছে তাওফিক চাচ্ছি।

সুন্নাত অনুসরণের জন্য অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন

যখনই (শরয়ী) হুকুম বৃদ্ধি করা বৈধ হওয়া অথবা না হওয়া সম্পর্কে বলা হবে, আমার মনে হয় না কোন মুসলিম তখন এ কথা থেকে বিরত থাকবে যে, নিশ্চয় রাক'আত বৃদ্ধি করার চেয়ে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত রাক'আত সংখ্যা উত্তম। তা এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে, "وَخَيْرُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"। "মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথই হলো উত্তম পথ"। যা বর্ণনা করেছেন মুসলিম। তাহলে আজ কোন জিনিস মুসলমানদেরকে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত (প্রদর্শিত পথ) গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে? তারা শরীয়তে বৃদ্ধি করা জিনিস পরিত্যাগ করবে যদি প্রয়োজনে এই হাদীস অনুযায়ী আমল করে **"তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ করো যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় এবং ঐ জিনিসের প্রতি ধাবিত হও যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না"**। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের অধিকাংশ বিশ রাক'আত তাড়াতাড়ি আদায় করতে গিয়ে তারাবীহর সলাতেই নষ্ট করে ফেলেন। যে অতিরিক্ত সলাত তারা এখন তাড়াতাড়ি করে আদায় করেন তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় যে, সলাতের দৃঢ়তা নষ্ট করার কারণে সাধারণত তাদের সলাত সহীহ হয় না। দৃঢ়তা হলো সলাতের রোকনসমূহের একটি রোকন তা ব্যতীত সলাত শুদ্ধ হয় না। এর বর্ণনা সামনে আসবে।

আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে তারা যে সময়টুকু বিশ রাক'আত সলাত পড়ে এ সময়ে যদি হাদীসে বর্ণিত সংখ্যা (১১) রাক'আত সলাত পড়তো তাহলে তাদের সলাত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হতো। জাবির (রহঃ)-এর হাদীস এ কথাটিকে আরো শক্তিশালী করে দেয়। তিনি বলেছেন ঃ **রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন ধরনের সলাত উত্তম? তিনি বললেন ঃ "দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে যে সলাত পড়া হয় সে সলাত"**। হে মুসলিমরা! আমাদের কর্তব্য হলো রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে গ্রহণ করা, তা দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরা। নিশ্চয় **"উত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ"**।

(৪)

'উমারের তারাবীহর জামা'আতের সুন্নাত জীবিত করণ ও তার নির্দেশ এগার রাক'আত পড়া

পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর মাসজিদে তারাবীহ সলাত আদায় পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন ইমামের পেছনে পড়া হত।[১] এ পদ্ধতি চালু ছিল আবূ বকরের খিলাফতকাল ও উমারের

১। আমি বলি ঃ এরূপ অবস্থা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও বহাল ছিল। অতঃপর তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাত্রিতে ইমাম হয়ে তাদেরকে নিয়ে সলাত পড়েছেন। এরপর তাদের উপর তা ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন পূর্বে আয়িশার হাদীসে এসেছে। অতঃপর সাহাবীরা পূর্বের নিয়মে ফিরে গেলেন এবং এরই উপর অটল থাকলেন। যার ফলে উমার (রাঃ) তাদেরকে একত্রিত করলেন। ইসলামে তার এই মহান খিদমতের জন্য আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন। ইমাম ইবনুত্ তীন্ এবং অন্যান্যদের মতে ঃ উমার (রাঃ) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ পূর্বের রাত্রিগুলোতেই সাহাবীদের নিয়ে সলাত পড়ার অবস্থা হতে এই হুকুম গ্রহণ করেন (অর্থাৎ এক ইমামের পিছনে জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহর সলাত পড়া)। যদিও তিনি এই অবস্থাকে (জামা'আত)-কে অপছন্দ করতেন। কেননা, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের উপর ফরজ হওয়ার আশঙ্কায় অপছন্দ করেছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন তখন এই আশঙ্কা দূরীভূত হলো। উমার (রাঃ) বিভিন্ন ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করাকে একত্রিতভাবে আদায়ের বিষয়টি বেশি প্রাধান্য দিলেন। কেননা, এক ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা মুসল্লীদের জন্য অধিক স্বস্তিদায়ক। [ফাতহুল বারী (৪/২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা]

খিলাফতের শুরুর দিকে। এরপর উমার (রাঃ) তাদেরকে একজন ইমামের পিছনে জমায়েত করলেন। আব্দুর রহমান বিন আব্দুল বারী বলেছেন ঃ **“রামাযান মাসের কোন এক রাতে উমারের সঙ্গে মাসজিদে গেলাম। তখন মানুষেরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদাভাবে সলাত পড়ছিল। কেউ নিজে একাই সলাত পড়ছিল আবার কেউ সলাত পড়ছিল তার পিছনে লোকদের ছোট দল সলাত পড়ছিল। তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ (আল্লাহর কসম) আমার কাছে মনে হচ্ছে ঃ যদি তাদেরকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রিত করা যেত তবে ভাল হতো। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদেরকে উবাই বিন কা'বের পিছনে জমায়েত করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর আরেক রাতে উমারের সাথে মাসজিদে গেলাম। তখন লোকেরা তাদের ক্বারীর পিছনে সলাত পড়ছিল। তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ এই পদ্ধতিটি কতই না সুন্দর।[২] যারা তারাবীহ্ পড়া বাদ দিয়ে ঘুমায় তাদের চেয়ে যারা এভাবে তারাবীহ্ পড়ছে তারা উত্তম। এর দ্বারা তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা প্রথম রাতে তারাবীহ্ না পড়ে শেষ রাতে পড়ার জন্য ঘুমায়। মানুষেরা রাতের প্রথম ভাগেই তারাবীহ্ পড়তো।**

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মালিক “মুয়াত্তা” (১/১৩৬, ১৩৭), মালিক হতে বুখারী (৪/২০৩), ফিরইয়াবী (২/৭৩, ৮৪/১-২) এবং আবূ শায়বা বর্ণনা করেছেন (২/৯১/১)-তে অনুরূপ, এ কথা ব্যতীত (نعمت البدعة هذه) “এই পদ্ধতিটি কতই না সুন্দর” তার নিকট ইবনু সা'দ (৯৫/৪২) এবং ফিরইয়াবী অন্য সনদে (২/৭৪) এই শব্দে (إن كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةٌ لَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ) “যদি এটা বিদ'আত হয় তাহলে ভাল বিদ'আত” হাদীসটির বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য শুধু নওফল বিন ইয়াস ব্যতীত। হাফিজ “তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন ঃ “গ্রহণযোগ্য” অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য অনুরূপ কোন কারণ পাওয়া গেলে। এছাড়া তিনি হাদীসে শিথিল (لين الحديث) যেমন তিনি ভূমিকাতে বলেছেন।

২। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন ঃ এটা সুস্পষ্ট যে, প্রথম রাতের চেয়ে শেষ রাতে সলাত আদায় অধিক উত্তম। কিন্তু এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না যে, রাত্রির সলাত জামা'আতবদ্ধ পড়ার চেয়ে একাকী পড়া উত্তম।

আমার মতে ঃ শেষ রাতে একাকী সলাত পড়ার চেয়ে প্রথম রাতে জামা'আতবদ্ধ আদায় করা অধিক উত্তম।

জেনে রাখুন উমারের ঃ (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) “এ পদ্ধতিটি কতই না উত্তম” কথাটি দ্বারা পরবর্তী লোকদের মাঝে দু'টি ক্ষেত্রে দলিল গ্রহণের পথ সুগম হয়েছে।

প্রথমতঃ তারাবীহ্ সলাতে জামা'আত করা বিদ'আত। তা রসূলুল্লাহর যুগে হয়নি। অথচ এটা নিকৃষ্টতম ভুল। বিষয়টি স্পষ্ট বিধায় এ নিয়ে কথা বাড়াবো না। কেননা, এ কথাটিকে বাতিল করার জন্য পূর্বে বর্ণিত রামাযানের তিন রাত্রিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের নিয়ে জামা'আত অনুষ্ঠানের হাদীসগুলোই যথেষ্ট। আর তাঁর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা'আত ছেড়ে দেয়ার পেছনে ফরজ হওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কারণ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ বিদ'আতে এমন কিছু বিদ'আত রয়েছে যা প্রশংসনীয়। উমারের এ কথা দ্বারা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক কথাকে নির্দিষ্ট করেছে। তা হল "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" **“প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহ”**। অনুরূপ যত হাদীস রয়েছে। আর এটাও বাতিল কথা। বরং হাদীস তার ব্যাপকতার উপর আজও বিদ্যমান যা বিস্তারিত বিবরণ “বিদ'আত” পুস্তিকাতে আসবে। (ইনশাআল্লাহ)

উমারের কথা “এটা কতই না উত্তম বিদ'আত” দ্বারা তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতের যে অর্থ তা উদ্দেশ্য করেননি। তা হলো ঃ দীন ইসলামে নতুন কোন জিনিসের উদ্ভাবন করা যার মত বিধান পূর্বে ছিল না। আপনি যখন বুঝতে পারবেন, তিনি বিদ'আত করেননি বরং নবুওতের বহু (মৃত) সুন্নাতকে জীবিত করেছেন। মূলতঃ তিনি বিদ'আত শব্দ দ্বারা শাব্দিক (আভিধানিক) অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন ঃ তা হলো এমন কাজ যা নতুন করে চালু করা। এর পূর্বে যা পরিচিত ছিল না। এতে কোন সন্দেহ নেই, আবূ বকরের খিলাফতকালে এবং উমারের খিলাফতের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। তারাবীহর সলাত এক ইমামের পিছনে জামা'আতের সাথে আদায় করার রীতি কার্যে পরিণত ছিল না। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে- এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নতুনভাবে উদ্ভাবিত। কিন্তু এর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এটা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এটি সুন্নাত, বিদ'আত নয়। একে উত্তম গুণে গুণান্বিত করার কারণ [নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলানো]

ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বিচক্ষণ আলিমগণ উমারের ব্যাখ্যাতে এই অর্থই গ্রহণ করে চলে আসছেন। সাবাকী (রহঃ) বলেছেন ঃ [আব্দুল ওয়াহাব "اشراق المصابيح فى صلاة التروايح" গ্রন্থের (১/৬১) (ফাতাওয়া) হতে ঃ "ইবনুল আব্দুল বার বলেছেন] ঃ উমার (রাঃ) তারাবীহতে এমন সুন্নাতই জারি করেছেন যা রসূলের সুন্নাত, যাকে তিনি ভালবাসতেন ও পছন্দ করতেন। তাঁর উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাবে- এই আশঙ্কা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি সর্বদা জামা'আতে পালন করতে নিষেধ করেননি। তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। উমার যখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ব্যাপারটি জানতে পারলেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর ফরজের হুকুমে কোন রকম বাড়ানোও হবে না এবং কমানোও হবে না। তাই তিনি সুন্নাতটি মানুষের জন্য দাঁড় করালেন, তাকে জীবিত করলেন এবং তা পালনের জন্য চৌদ্দ হিজরীতে আদেশ করলেন। এটা এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ উমারের জন্য গচ্ছিত রেখে ছিলেন এবং এর দ্বারা তাকে সম্মানিত করেছেন। যা তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে ইলহাম করেননি যদিও তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি ও প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতি কঠিন অগ্রগামী। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে এমন মর্যাদা দিয়ে বিশেষিত করেছেন যা অপরের মাঝে নেই।

সাবাকী (রহঃ) বলেন ঃ জামা'আতে তারাবীহ পড়ার নিয়মটি যদি উদ্ধারকৃত না হতো তাহলে এটা নিন্দনীয় বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হতো। যেমন "রাগায়েব" গ্রন্থে রয়েছে ঃ ১৫ই শা'বান এবং রজব মাসের প্রথম জুমু'আতে সলাত পড়া বিদ'আত। তাহলে এটাকে অস্বীকার ও বাতিল বলে গণ্য করা ওয়াজিব হতো (অর্থাৎ জামা'আতে তারাবীহকে অস্বীকার ও বাতিল গণ্য করা) যা কিনা দীনের মধ্যে জানা জরুরী।

আর আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী তার "ফাতাওয়াতে" যে কথা বলেছেন তার ভাষ্য হলো ঃ

আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী-খৃষ্টানদের বের করে দেয়া, তুর্কীদের সাথে লড়াই করা, যা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মত করা হয়নি। যদিও তিনি তার যুগে করেননি। আর তারাবীহ সম্পর্কে উমারের কথা

"এটা কতইনা ভাল বিদ'আত" এর দ্বারা আভিধানিক বিদ'আত উদ্দেশ্য করেছেন। যা পূর্বের উপমা ব্যতীত করা হয়, যেমন আল্লাহ বলেন- ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ **"(হে রসূল বলুন) আমি কোন অভিনব প্রেরিত ও নতুন কথার প্রচারক রসূল হয়ে আসিনি"**। তা শরয়ী বিদ'আত নয়। কেননা শরয়ী বিদ'আত গোমরাহ ও ভ্রান্ত। যেমন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত" এবং আলিমরা যে বিদ'আতকে হাসানা (উত্তম) ও সাইয়্যেয়া (মন্দ) ভাগ করবে তাহলে বুঝতে হবে তিনি আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। পক্ষান্তরে যে বলবেন প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত, গোমরাহ, তাহলে এর অর্থ হবে পারিভাষিক (শরয়ী) বিদ'আত।

আপনি কি দেখতে পান না সাহাবী ও তাবিয়ীগণ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ব্যতীত অন্যান্য যেমন, দু'ঈদের সলাতে আযান দেয়াকে একযোগে অস্বীকার করেছেন। যদিও এতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর তারা অপছন্দ করেছেন শামী (সিরিয়ার) দু'রুকনকে চুমু দিতে, স্পর্শ করতে এবং তাওয়াফের উপর কিয়াস করে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ে সায়ীর (দৌড়ানোর) পর পরই সলাত পড়াকে। তেমনিভাবে যে জিনিসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেড়ে দিয়েছেন, তা ছেড়ে দেয়া সুন্নাত এবং তা করা নিন্দনীয় বিদ'আত।

আমাদের কথায় উদ্ভাবিত হয়েছে, তাঁর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় ইহুদী বিতাড়ন ও কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ কাজ করে যাননি। প্রতিকূলতার কারণে তা ছেড়ে গেছেন। যেমন তারাবীহর জন্য জামা'আত করা। শরয়ী কোন বিধানের পূর্ণ চাহিদা* নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যদি থেকে থাকে আর সেই বিধানকে যদি কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞাও উঠে যাবে।

---

* 'নিশ্চয় পূর্ণ চাহিদা বুঝা' কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যার উদাহরণ তারাবীহর সলাত জামা'আতে পড়া। এর চাহিদা তখন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তখন তার প্রতিবন্ধক উপস্থিত ছিল। সেটা হলো ফরজ হবার ভয়। এর ফলে পূর্ণ চাহিদা পূরণ হয়নি।

উমারের নির্দেশ তারাবীহ এগার (১১) রাকআত পড়া

উমার (রাঃ) যে এগার রাকআত তারাবীহ পড়তে আদেশ করেছেন তা মালিক "মুয়াত্তা" (১/১৩৭, হাদীস নং- ২৪৮)-তে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে তিনি সায়েব বিন ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন ঃ নিশ্চয় তিনি বলেছেন,

«أَمَرَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمَا الدَّارِيَّ اَنْ يَقُوْمَالِلنَّاسِ بِإِحْدى عشرة ركعه

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীমদারীকে লোকদের নিয়ে এগার রাকআত তারাবীহ পড়তে নির্দেশ করেছেন।

সায়েব বলেন ঃ ক্বারী দু'শত আয়াত পড়তেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে (না থাকতে পেরে) আমরা লাঠির উপর ভর করতাম এবং আমরা ফজর উদিত না হওয়া পর্যন্ত সলাত থেকে ফিরতাম না।

আমার মতে ঃ সনদটি খুবই সহীহ। কেননা, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইমাম মালিকের ওস্তাদ। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যার হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী, মুসলিম দলিল পেশ করেছেন। আর সায়েব বিন ইয়াযীদ এমন একজন সাহাবী যিনি ছোট থাকা অবস্থায় রসূল (সঃ)-এর সাথে হাজ্জ করেছেন।

মালিকের সনদে হাদীসটি আবূ বকর নিশাপুরী "আল ফাওয়ায়েদ" (১/১৩৫) এবং ফিরইয়াবী (৭৫/২-৭৬/১) এবং বাইহাকী তার "সুনানুল কুবরা" (১/৪৯৬)-তে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান আবূ শায়বার কাছে "মুসান্নাফ" (৯২/৮৯/২)-তে এগার রাক'আতের উপর মালিকের সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং ইসমাঈল বিন উমাইয়্যা, উসামা বিন যায়েদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক নিশাপুরীর সাথে এবং ইসমাঈল বিন জাফর মাদানী ইবনু খুযাইমার মতের সাথে আলী বিন হাজারের হাদীসে (৪/৭৪) পৃষ্ঠায় বলেছেন, "এটা একটি ভুল ও বাতিল ধারণা"। আর এজন্যই ইমাম যারকানী তার কথাকে খণ্ডন করেছেন "শরহে মুয়াত্তা" (১/২৫)-তে এই কথা বলে ঃ "ইবনুল বার যে কথাটি বলেছেন ব্যাপারটি এ রকম নয়। বরং এটাকে সাঈদ বিন মানসুর অন্য এক সনদে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। "তিনি সেখানে এগার রাক'আতের কথা বলেছেন যেমন ইমাম মালিক বলেছেন"।

আমার কথা হলো ঃ তার সনদটি বিশুদ্ধতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। যেমন সুয়ূতী বলেছেন "মাসাবিহ" গ্রন্থে এবং এটা একাই ইবনু আব্দুল বারের কথাকে খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি কিভাবে এ কথা বলতে পারলেন অথচ এর সাথে অন্য ঐ সকল জিনিস মিল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে যারা অতীত হয়েছেন তারা তা মিল করতে দেখেননি।

উমার (রাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন তা প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে খবরসমূহের বিশ্লেষণ ও সেগুলো যঈফ হওয়ার বর্ণনা।

আর আব্দুর রায্যাক অন্য সনদের দ্বারা মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে একুশ রাক'আত শব্দ দ্বারা যে বর্ণনাটি করেছেন তা দ্বারা এই সহীহ বর্ণনাকে বিপরীত মনে করা যাবে না। কেননা বাহ্যিকভাবে উপরোক্ত শব্দে দু'দিক থেকে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রথমতঃ এটি পূর্বোক্ত (إحدعشرة) "এগার রাক'আত"* শব্দযোগে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত।

দ্বিতীয়তঃ আবদুর রায্যাক উক্ত শব্দে বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন। তার ও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের মধ্যবর্তীতে ত্রুটি বিদ্যমান। এর দ্বারা আমি আবদুর রায্যাককেই বোঝাতে চাচ্ছি। তিনি যদিও একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন তথাপিও শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যার ফলে বর্ণনাগুলো বিকৃত হয়ে যেত। যেমন বলেছেন হাফিয (রহঃ) তার "তাকরীব" গ্রন্থে। এজন্যই হাফিয উমার ইবনু সালাহ «من خلط فى آخر عمره» গ্রন্থে তা তুলে ধরেছেন এবং "মুকাদ্দামা উলুমূল হাদীস" গ্রন্থের (৪০৭ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আবদুর রায্যাক) তার শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কাউকে শিক্ষা দান করলে পরে তা শুনতেন যার ফলে তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও শ্রবণ রীতির কারণে তিনি যার

* ফাতহুল বারী (৪/২০৪), মুসান্নাফ (৭৭৩০)।

কাছ থেকে শ্রবণ করতেন তার মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা থাকতো না। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ তার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে (فيه نظر) যে তার থেকে শেষ বয়সে (হাদীস) লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ভূমিকার আলোচনাতে (৩৯১) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ তিনি সন্দেহগ্রস্ত (অর্থাৎ সংমিশ্রণকারী), এটাই রায় বা সিদ্ধান্ত। তাই যে ব্যক্তি তার থেকে মিশ্রণের পূর্বে হাদীস গ্রহণ করেছে তার হাদীস কবুল করা হবে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তির হাদীস কবুল করা হবে না যে মিশ্রণের পর গ্রহণ করেছে অথবা যার নির্দেশনাটি অনিশ্চিত, অর্থাৎ জানা যায়নি যে, তার থেকে হাদীসটি মিশ্রণের পূর্বে নেয়া হয়েছে নাকি পরে।

আমি বলি ঃ এই আসারের তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যে হাদীস সম্পর্কে জানা যায়নি তা মিশ্রণের পূর্বের না পরের- তা অগ্রহণযোগ্য। আর এটা যদি শাজ ও মতপার্থক্য মেনে নেয়া হয় তাহলে কিভাবে সেটি তার সাথে গ্রহণ করা যায়?

যদি বলা হয় ঃ ফিরইয়াবী "সিয়াম" গ্রন্থে (১/৭৬) ও বাইহাকী "সুনান" (২/৪৯৬)-তে ইয়াযীদ বিন খুসাইফার সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, সায়েব বিন ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُحَمَّد عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَان بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"তারা উমার বিন খাত্তাবের যুগে রামাযান মাসে বিশ রাক'আত সলাত পড়তেন।" তিনি বলেন ঃ "এবং তারা দু'শো আয়াত পড়তেন আর উসমানের যুগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তারা তাদের লাঠির উপর ভর করে থাকতেন।"

আমি বলি ঃ 'বিশ' শব্দযোগের এই সনদটি তাদের জন্য খুঁটি বিশেষ যারা বিশ রাক'আত তারাবীহকে বৈধ মনে করে। আর এর সনদটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সঠিক। সেজন্য কেউ একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সনদটিতে ত্রুটি রয়েছে বরং ত্রুটি থাকাটা তার বিশুদ্ধ হওয়ার কথাটিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তাকে যঈফ ও মুনকারে পরিণত করে দেয়। এ সম্পর্কিত বক্তব্যের দিকগুলো হলো ঃ

(১) সনদে ইবনু খুসাইফাহ যদিও নির্ভরযোগ্য তদুপরি তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন ঃ সে মুনকারুল হাদীস। যার ফলে ইমাম যাহাবী (রহঃ) "মিযান" গ্রন্থে তা তুলে ধরেছেন।

ইমাম আহমাদের এ বক্তব্যের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত যে, ইবনু খুযাইফাহ যে হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেননি।*

এর উদাহরণ হলো, যখন তার বর্ণিত হাদীসটি তার চেয়ে অধিক মুখস্থকারী ব্যক্তির বিপরীত হবে তখন তা শাজ হয়ে যাবে। যেমন "মুসতালাহুল হাদীস" গ্রন্থে বলা হয়েছে। এ আসারটি (হাদীসটি) এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা মূল বিষয় বর্তায় সায়েব বিন ইয়াযীদের। যেমন দেখেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ এবং ইবনু খুসাইফা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তারা সংখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। প্রথমে তার সূত্রে বলেছেন (১১), আবার অন্যত্র বলেছেন (২০), এতে প্রথম (১১) কথাটিই অগ্রগণ্য। যেহেতু তা (২০) এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-ও সেটিকে বিশেষিত করেছেন এ বলে যে, "তা নির্ভরযোগ্য দলিল যোগ্য"। পক্ষান্তরে পরেরটিকে সংক্ষিপ্তভাবে কেবল নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অতএব এ দু'য়ের গরমিলে কোনটি যে অগ্রাধিকারযোগ্য তা বিজ্ঞ লোকদের নিকটে অজানা নয়।

(২) নিশ্চয় ইবনু খুসাইফা তার বর্ণনাতে সংখ্যায় গরমিল করেছেন, তাই ইসমাঈল বিন উমাইয়্যাহ বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হলো সায়েব বিন ইয়াযীদের ভাগনে। সে তাকে জানিয়েছে যে, (আমি বললাম ঃ অতঃপর ইউসুফ সূত্রে মালিকের অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন, এরপর ইবনু উমাইয়্যাহ বলেন) ঃ আমি বললাম অথবা একুশ রাক'আত কি? মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বলেন ঃ তাতো সায়েব বিন ইয়াযীদ ইবুন খুসাইফা থেকে শুনেছে। ফলে ইসমাঈল বিন উমাইয়্যাহ প্রশ্ন করলেন, সে ইয়াযীদ বিন খুসাইফা কি? ফলে তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয় সায়েব বলেছেন, একুশ।

আমি বলি ঃ এর সনদ সহীহ। তবে এই বর্ণনার (একুশ) কথাটি পূর্বোক্ত বর্ণনার "বিশ" সংখ্যার বিপরীত এবং তার এই কথাটিও যে "আমার মনে হয়" অর্থাৎ আমার ধারণা, যা ইবনু খুসাইফা এই সংখ্যা বর্ণনায় গন্ডগোলেরই প্রমাণ বহন করে। সে অকাট্যভাবে নয় বরং ধারণার বশেই তা বর্ণনা করেছে। আর এই

* দেখুন ঃ "আররাফউ অত্ তাকসীমু ফিল জারহে অত্ তাদীলে"- আবুল হাসনাত আল বিনাদী (১৪-১৫ পৃষ্ঠা)।

একটি দিকই এই সংখ্যাটিকে দলিলের ক্ষেত্রে বাতিলের জন্য যথেষ্ট। আর তা কেনই বা বাতিল হবে না যেখানে এমন ব্যক্তির সাথে বৈপরীত্য হয়েছে যিনি তার থেকেও অধিক হিফাযতকারী, যেমন প্রথম দিকে রয়েছে?

(৩) নিশ্চয় মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হলো সায়েব বিন ইয়াযীদের ভাগনে যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- সে হলো সায়েবের ঘনিষ্ঠ। তাই সায়েবের রিওয়ায়াত সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে সেই বেশি জ্ঞাত ও উত্তম হিফাযতকারী। কিন্তু সে ঐ প্রথম সংখ্যাটি (১১) বর্ণনা করেছে যা ইবনু খুসাইফার বর্ণনার বিপরীত। তাকে আরো সুদৃঢ় করে এই যে, তা আয়িশাহ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুকূল "নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক'আতের বেশি করতেন না।"

এরূপ দুর্বল বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা হলো, যা ইবনু আবদুল বার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

হারিস বিন আবদুর রহমান ইবনু উবাই জুবাব বর্ণনা করেছেন ঃ সায়েব বিন ইয়াযিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

كَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"উমার (রাঃ)-এর যুগে তেইশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হতো।"*

আমি বলি ঃ এই সনদটি যঈফ। কেননা এখানে ইবনু উবাই জুবাবের মাঝে স্মৃতি ঘাটতির দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম "জারহ্ আত্ তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৮০)-তে বলেছেন ঃ তার থেকে দারাঅরদী সে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন যা মুনকিরাত। আর সে শক্তিশালী নয়। তার হাদীস লিখে রাখা হতো মাত্র। এছাড়া তার সম্পর্কে আবূ যুরআ বলেছেন ঃ (لا بأس به)

আমি বলি ঃ ইমাম মালিক সেজন্যই তার উপর নির্ভরশীল হতে পারেননি। যেমন রয়েছে হাফিয ইবনু হাজারের "তাহযীব" গ্রন্থে এবং তিনি "তাক্রীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ সে সত্যবাদী কিন্তু সন্দেহযুক্ত (صدوق يهم)।

আমি বলি ঃ তার সম্পর্কিত এ সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা যেহেতু তার প্রতি সন্দেহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেহেতু তার বর্ণনা দলিলযোগ্য হতে পারে না।

* উমদাতুল কারী (৫/৩৫৭)

বিশেষ করে নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বিরোধপূর্ণ বর্ণনা এর পর্যায়ভুক্ত। জেনে রাখা উচিত মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ যিনি সায়েব এর ভগ্নিপুত্র। তিনি এগার রাক'আতের কথাই বলেছেন। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা অবহিত হই যে, ঐ ধারার সনদটি সহীহ। ইবনু আবদুল বারের কিতাবটি আমাদের হাতে নেই। যদি থাকতো তাহলে তিনি যদি তা তুলে ধরে থাকেন আমরা তার পূর্ণ সনদ পর্যবেক্ষণ করে দেখতাম।

অনুরূপভাবেই এ সকল দুর্বল বর্ণনাবলীর আরেক বর্ণনা হলো ইয়াযীদ বিন রুমান এর বর্ণনা।

তিনি বলেছেন ঃ

«كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً»

"উমার ইবনুল খাত্তাবের যামানায় লোকেরা রামাযান মাসে তেইশ রাক'আত তারাবীহ পড়তো।"

এটি বর্ণনা করেছেন- মালিক (১/১৩৮) এবং তার থেকে ফিরইয়াবী (৭৬/১), অনুরূপ বাইহাকী "সুনান" ও "মারেফা" গ্রন্থে, আর তিনি এটিকে যঈফ বলেছেন এ কথার দ্বারা যে, ইয়াযীদ বিন রুমান উমারের যামানা পান নাই।*

অনুরূপভাবে এটিকে যঈফ বলেছেন, ইমাম নববী (রহঃ) "মাজমা" গ্রন্থে। অতঃপর (৪/৩৩)-তে বলেছেন ঃ বাইহাকী এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা মুরসাল। কেননা ইয়াযীদ উমারের যামানা পাননি। আল্লামা আইনী (রহঃ)

* হাফিয যায়লায়ী এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন- "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (২/২৫৪)-তে।

পূর্বে বর্ণিত লেখাগুলো সত্ত্বেও "শাইখ মুহাম্মাদ রিযায়ীর রামাযানের কিয়াম ঃ তারাবীহর অবস্থানের জন্য পত্র" শিরোনামে চিঠির মাধ্যমে উসতাদ আবদুল গণী বাজেকানী আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর এ চিঠি 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থকারদের চিঠির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা তাদের চিঠিটি জ্ঞানের বাস্তবতা থেকে আলাদা করে দিয়েছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও তিনি চেষ্টা করেছেন 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থের লেখকগণ মিথ্যা রটনা,===

=== ও যে ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন তাতে যেন কেউ পতিত না হয়। তিনি তার চিঠিটি বিসমিল্লাহর পর এভাবে শুরু করেছেন "আমার সম্মানিত ভাই মুহাম্মাদ নাযীব রিফায়ী ...." আমার ভাই শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বার বার উল্লেখ করেছেন। এটা খুব সুন্দর ব্যাপার। আমরা আশা করেছিলাম সম্মানিত উসতাদ যদি তার চিঠিতে উত্তম কাজের ক্ষেত্রে নসিহত করেই বিরত থাকতেন যা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চাহিদা ও দাবী তাহলে ভাল হত। কিন্তুঃ দুঃখজনক ব্যাপার হলো শাইখ এ স্থান থেকে বের হয়ে অন্যস্থানে অবস্থান নিয়েছেন। কখনো তিনি তাঁর ভাইকে তুলনা করেছেন বিতর্কে বিজয় ও প্রাধান্য লাভের স্বার্থে (৪ পৃষ্ঠা)-তে আবার কখনো তার ভাইকে অপবাদ দিয়েছেন" হাদীসের লোকদের ও মুজতাহিদ ফকিহগণের প্রতি মুহাদ্দিসগণের মিথ্যা সম্বন্ধ করে (১০ পৃষ্ঠা)-তে আবার কখনো তাকে দোষারোপ করেছেন চার ইমামগণের ক্ষেত্রে তার প্রশংসাকে "বাড়াবাড়ি প্রশংসা বলে" (১৬-১৭ পৃষ্ঠা) এবং তা ব্যতীত আরো বিভিন্ন রকম মিথ্যা অপবাদ। সেই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য লম্বা করার দরকার নেই। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো ঃ তাঁর এ চিঠি পূর্বের চিঠির সাথে তিনটি বিষয়ের সহিত মিল রয়েছে ঃ

প্রথম ঃ উমার হতে বর্ণিত, বিশ রাক'আতের বর্ণনা বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় ঃ উমার (রাঃ) খিলাফাতের দ্বিতীয় দফার শুরু থেকে সালাফগণের ঐকমত্য।

তৃতীয় ঃ উমার (রাঃ)-এর এগার রাক'আত তারাবীহ খিলাফাতের প্রথমদিকে ছিল।

যে ব্যক্তি আমার এ বই একবার পড়বে সে জানতে ও বুঝতে পারবে এবং তার নিকট স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে এ ব্যাপারগুলো (উল্লেখিত তিনটির) সবগুলোই অশুদ্ধ এবং এর মাধ্যমেই বুঝতে পারবে উসতাদ বাজেকানীর চিঠির মূল্য। নিশ্চয় তিনি এমন কিছু বৃদ্ধি করেননি বরং 'আল-ইসাবাহ' লেখকগণ অস্পষ্ট কথার দ্বারা যে বড়ত্ব দেখিয়েছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

হ্যাঁ, তিনি তাদের উপর বৃদ্ধি করে আরো নতুন কিছু নিয়ে এসেছেন। যেমন তিনি ইয়াযীদ বিন রুমানের বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এটা উলামাগণের ঐকমত্যের মুনকাতে বর্ণনা। তিনি যদি এ ব্যাপারে বিরত থাকতেন কতই না ভাল হত। বরং তিনি তা বাইহাকীর দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন, একে বাইহাকী সহীহ বলেছেন। তিনি যঈফ বলা সত্ত্বেও। যেমন আপনাকে এ ব্যাপারে তার বক্তব্যে দাড় করিয়ে দিচ্ছি। উসতাদ বাজেকানী (৯ পৃষ্ঠা)-তে বলেছেন, ইমাম বাইহাকী কি করেছেন তা দেখুন, মুয়াত্তাতে সায়েব বিন ইয়াযীদের যে হাদীস আছে সেটাকে তিনি সহীহ পেয়েছেন এবং এরই সাথে ইয়াযীদ বিন রুমানের হাদীসও সহীহ হিসাবে পেয়েছেন।

আমি উসতাদকে অভিযুক্ত করব না, যেমন তিনি ও অন্যান্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাদ্দিসগণের উপর মিথ্যার অপবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে এ থেকে বাঁচান, কিন্তু আমি বলল ঃ তিনি এমন কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন যার সাথে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতাও নেই এবং তাকে মানায়ও না। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যায় পতিত হয়েছেন। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহমন করুন যে তার সীমাকে জেনে সেখানে থেমে গেছে।

"উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী" (৫/৩৫৭) এটিকে যঈফ বলেছেন এই বলে যে, এর সনদ মুনকাতে।

অতএব এ সকল দুর্বল বর্ণনাবলী অবশ্যই ইবনু রুমান ও উমারের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়। ফলে তা দলিলের যোগ্যতা হারায়। বিশেষ করে তা উমারের নির্দেশিত "এগার রাক'আত" তারাবীহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিরোধী।

এরই মত আরেকটি দুর্বল বর্ণনা রয়েছে যা ইবনু আবী শাইবাহ "মুসান্নাফ" (২/৮৯/২)-তে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী হতে সে মালিক হতে তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হতে ঃ

انَ عُمَر بن الخطاب أمر رجُلا ان يّصلّي بهم عشرين ركعة.

"নিশ্চয় উমার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে লোকদের সাথে বিশ রাক'আত সলাত পড়ার নির্দেশ করেছেন।"

এই বর্ণনাটিও মুনকাতে। আল্লামা মোবারকপুরী "তুহফাতুল আহওয়াযী" গ্রন্থে (২/৮৫)-তে বলেছেন ঃ নিম্ভী (রহঃ) "আসার আস্ সুনান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তার রিজাল নির্ভরযোগ্য কিন্তু ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমারের যুগ পাননি .... শেষ পর্যন্ত।

আমি বলি ঃ ফায়সালা সেটাই যা নিম্ভী (রহঃ) বলেছেন। অতএব এই আসারটি মুনকাতে হওয়ায় এটি দলিলের উপযুক্ত নয় এবং সাথে সাথে এটি উমার (রাঃ) কর্তৃক প্রমাণিত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী। হাদীসটি হলো–

أنَه أمر أُبيّ بن كعْب وتميما الدّارى ان يّقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعة.

নিশ্চয় উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'ব এবং তামীমদারীকে রামাযান মাসে তারাবীহ এগার রাক'আত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মালিক "মুয়াত্তা" গ্রন্থে যা পূর্বে গত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদীসেরও পরিপন্থী।

উমার (রাঃ) হতে বিশ রাক'আতের বর্ণিত হাদীসগুলোকে ইমাম শাফিয়ী ও তিরমিযী কর্তৃক যঈফ বা দুর্বল ঘোষণা

তাদের বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীস দুর্বল তা ইমাম তিরমিযী তার সুনানের (২/৭৪)-তে ইঙ্গিত করেছেন, বিশ রাক'আতের দলিল উমার বা তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী হতে প্রমাণিত নয়। তিনি বলেছেন ঃ "আলী, উমার-এ দু'জন ব্যতীত নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।"

অনুরূপভাবে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ বিশ রাক'আত তারাবীহর সলাত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। যেমন তার ছাত্র মাযেনী তার থেকে বর্ণনা করেছেন মুখতাসারে (১/১০৭) পৃষ্ঠায়।

ইমাম শাফিয়ী ও তিরমিযী উভয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে « رُوِیَ » মাজহুলের সিগাহ দিয়ে। যা তাদের উভয়ের হাদীসের দুর্বলতা প্রকাশ করে। যা মুহাদ্দিসদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম তিরমিযী ও শাফিয়ী ঐ সকল মুহাক্কিক আলিমদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ইমাম নাববী তার "আল মাজমা" গ্রন্থে (১/৬৩) গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ

আহলে হাদীস তথা হাদীস বিশারদগণ ও অন্যান্য মুহাক্কিক উলামাগণ বলেছেন ঃ হাদীস যখন যঈফ হবে তাতে বলা হবে না যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বা তিনি করেছেন, আদেশ, নিষেধ বা হুকুম করেছেন। অনুরূপভাবে দৃঢ়তাবোধক অন্য কোন শব্দ। তেমনিভাবে যঈফ হাদীসে বলা হবে না যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (رَوٰى) অথবা (قَالَ) বলেছেন, (ذَكَرَ) উল্লেখ করেছেন, (اخبر) খবর দিয়েছেন, (حَدَّثَ) বর্ণনা করেছেন, (نقل) নকল বা লিখেছেন, (افْتٰى) ফতোয়া দিয়েছেন, এ জাতীয় কোন শব্দ। এমনিভাবে তাবিয়ী বা তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও বলা হয় না যে, অমুকে এরূপ বলেছে বা বর্ণনা করেছে ইত্যাদি। যঈফ হাদীসে সহীহ হাদীস বর্ণনার ন্যায় এরূপ অন্যান্য দৃঢ়তাবোধক কোন শব্দ বলা হয় না। বরং বলা হয় এমন সব শব্দ যেমন ঃ (رُوِیَ عَنْهُ) তার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, (نُقِلَ عَنْهُ) তার কাছ থেকে নকল করা হয়েছে। (حُكِیَ عَنْهُ) তার কাছ থেকে আমাদেরকে পৌছানো হয়েছে। অথবা বলা হয় ঃ (يُقَالُ) বলা হয়, (يُذْكَرُ) বর্ণনা করা হয়, (يُحْكٰى) কথিত হয় (يُروى) বর্ণনা করা হয়, (يُرْفع) মারফু করা হয়, (يُعزى) টানা হয়, অনুরূপ রুগ্ন শব্দাবলী যা দৃঢ়তাবোধক কোন শব্দ নয়। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন ঃ দৃঢ়তাবোধক শব্দ যেমন قَالَ ، حَدَّثَ প্রভৃতি গঠন করা হয়েছে সহীহ অথবা হাসান হাদীস বর্ণনা করার জন্য। আর রুগ্ন শব্দাবলী যেমন ঃ رُوِیَ ، حُكِیَ ، يُذْكَر ، يُقَال ইত্যাদি সহীহ ও হাসান ব্যতীত অন্যান্য হাদীস তথা যঈফ, মাওযু ইত্যাদি হাদীস বর্ণনা করার জন্য গঠন করা হয়েছে। আর দৃঢ়তাবোধক শব্দ দ্বারাই উদ্দিষ্ট হাদীসের সহীহ হওয়ার কথা দাবী করা হয়। তাই সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে দৃঢ়তাবোধক শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

এ বর্ণনাগুলো একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে না

কেউ কেউ বলেন ঃ আমরা হাদীসগুলোর শাব্দিক দুর্বলতা স্বীকার করলাম। তাই বলে বিশ রাক'আতের হাদীসগুলো তার আধিক্যের জন্য একে অপরকে শক্তিশালী করবে না?

আমি বলি ঃ কখনো না। এর দু'টি কারণ ঃ

প্রথম কারণ ঃ বিশ রাক'আতের বর্ণনার আধিক্যতা, আকার আকৃতিগত আধিক্য, প্রকৃত আধিক্য না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা আমাদের কাছে এই হাদীসগুলোর সায়েব বিন ইয়াযীদের একটি ধারাবাহিক ও ইয়াযীদ বিন রুমান ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারীর মুনকাতে (বিচ্ছিন্ন) সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদ নেই। সম্ভাবনা আছে এই বর্ণনার ভিত্তিটি প্রথম যে বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন তার উপর নির্ভরশীল। আবার দ্বিতীয় বর্ণনার উপর হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। (অর্থাৎ একটি সনদ متصل মিলিত অপরটি منقطعة বিচ্ছিন্ন) মুহাদ্দিসদের পরিভাষা অনুযায়ী সন্দেহের দলীল দেয়া যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমাদের নিকট সাব্যস্ত হয়েছে, সায়েবের বর্ণনার চেয়ে এগার রাক'আত তারাবীহর সলাত সম্পর্কিত মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে মালিকের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। কেননা এগার

রাক'আতের বর্ণনা সহীহ। যে ব্যক্তি ইমাম মালিকের বর্ণনার বিপরীত করেছে সে ভুল করেছে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের বিপরীত বর্ণনা করেছেন সেও ভুল করেছে। যারা বিপরীত বর্ণনা করেছে তারা হলো ঃ ইবনু খুসাইফা ও ইবনু আবূ জুবাব। তাদের উভয়েরই বর্ণনা শাজ। হাদীসের পরিভাষায় এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শাজ হাদীস অস্বীকার্য, পরিত্যাজ্য। কেননা তা ভুল। আর ভুল জিনিস দ্বারা শক্তিশালী করা যায় না। ইবনু সালাহ তার "মুকাদ্দামা" (৮৬ পৃষ্ঠা) বলেছেন ঃ "কোন বর্ণনাকারী যদি কোন বর্ণনা করতে গিয়ে একাকী হয়ে যায় তাহলে তাতে দেখতে হবে, সে একাকী বর্ণনা করেছে তার বিপরীত যিনি তার চেয়ে মুখস্থে ভাল। সেজন্য যে ব্যক্তি একাকী বর্ণনা করে তার বর্ণনা হয় মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) ও শাজ*।

যদি কোন বর্ণনাকারী কোন বর্ণনাতে একক হয়ে যান তবে তাতে লক্ষ্যণীয় দিক রয়েছে। তিনি যদি উক্ত একক বর্ণনায় এমন ব্যক্তির বিপরীত করেন যিনি হিফাজত ও সমরণ শক্তির দিক দিয়ে তার চাইতেও অগ্রগামী তাহলে তার একক বর্ণনাটি শাজ ও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) হতো।

আর তার যদি অন্যান্যের বর্ণনার বিপরীত না হয় তাহলে তা হবে এমন এক বিষয় যা শুধু তিনিই বর্ণনা করেছেন অন্য কেউ নয়। (...... যদি তিনি যা একাকী বর্ণনা করেছেন সে দিক দিয়ে ন্যায়পরায়ণ, হাফিয এবং মুখস্থ শক্তির জন্য নির্ভরযোগ্য হন .... ।)

এই বর্ণনা যে প্রথম প্রকারের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা হাদীসের বর্ণনাকারী এমন ব্যক্তির বিরোধী যিনি তার চেয়ে উত্তম। সে কারণেই এটা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত। স্পষ্ট কথা হলো, শাজ হাদীসকে উলামাগণের পরিত্যাগের কারণ হলো উল্লেখিত বর্ণনার বিরোধিতার কারণে তাতে ভুল প্রকাশ পাওয়া। আর যে হাদীস ভুল প্রমাণিত হয় তা দিয়ে যে অনুরূপ অর্থবোধক কোন বর্ণনাকে শক্তিশালী করা যাবে তা বিবেকের ধারণা। অতএব প্রমাণিত হলো শাজ এবং মুনকার এমন হাদীস যাকে বিবেচনা করা ও দলিলরূপে গণ্য করা যায় না। বরং এ ধরনের বর্ণনা থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

---

* শাজ ঐ হাদীসকে বলা হয় যে, হাদীসের বর্ণনাকারী তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করে।

এছাড়াও ইয়াযীদ বিন রুমান ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারীর বর্ণনা দু'টি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তাই এ কথা বলা যাবে না যে, এর একটি অপরটিকে শক্তিশালী করবে।

এক বর্ণনাকে অপর বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করার শর্ত হলো ঃ যারা হাদীসকে মুরসাল করবে তাদের ওস্তাদ অন্যের ওস্তাদ হবে না। এখানে এই নীতি সাব্যস্ত হয়নি। কেননা ইয়াযীদ এবং ইবনু সাঈদ উভয় বর্ণনাকারী মাদানী। এ অবস্থায় যে ধারণাটি প্রবল হচ্ছে তা হলো তারা উভয়ে কোন কোন ওস্তাদ হতে হাদীসটি গ্রহণে একত্রিত বা মিলিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, তারা এই বর্ণনা যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি একই ব্যক্তি এবং তিনি হতে পারেন অপরিচিত বা যঈফ, যার হাদীস দ্বারা দলিল দেয়া যায় না।

আবার হতে পারে তারা উভয়ে হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন ওস্তাদ থেকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেই ওস্তাদগণ উভয়ে যঈফ যাদেরকে মূল্যায়ন করা যায় না।

আবার এটাও হতে পারে যে, তাদের এই দুই ওস্তাদ হলেন ইবনু খুসাইফা এবং ইবনু আবূ জুবাব। কেননা তারা উভয়ে মাদানী এবং তারা এই হাদীসে ভুল করেছেন। আর এরই উপর নির্ভর করে ইবনু সাঈদ ও ইয়াযীদের বর্ণনাও ভুল হতে পারে। এর সবই হতে পারে। তাই সন্দেহের সাথে দলীল দেয়া যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন ঃ "মুরসাল হাদীস গ্রহণ ও বর্জন নিয়ে লোকেরা পরস্পর ঝগড়া করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো ঃ মুরসাল হাদীসের এমন কতক হাদীস আছে যা পরিত্যাজ্য এবং এর মধ্যে মওকুফ (স্থগিত) হাদীসও রয়েছে। আর যে মুরসালগুলো নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণিত হাদীসের বিরোধী বর্ণিত হবে তা মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত হবে)।

আর যদি মুরসাল বর্ণনাটি মাকবুল ও মাওকুফ এই দুই পদ্ধতিতে বর্ণিত হয় এবং উভয় মুরসালকারী ভিন্ন উস্তাদ থেকে বর্ণনা করে থাকেন। তাহলে তারা যে এ ব্যাপারে সত্যবাদী তা বুঝা যাবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোন বাস্তব প্রমাণ নেই যা হয় না। বিভিন্ন ভুল হতে থাকেই। মুরসাল হাদীস গ্রহণ করার এ শর্ত (পরস্পরের উস্তাদ আলাদা হতে হবে এবং নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিপরীত না হওয়া) সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণে কিছু কিছু বড় আলিমরা "স্পষ্টভাবে বাতিল বলে গণ্য" কিছু কিস্সা কাহিনীকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন 'সারস পাখির' সেই প্রসিদ্ধ বর্ণনাকেও তারা সহীহ বলেছেন।

উমার হতে বর্ণিত বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে মিলন

আর পাঠকদের নিকট যখন উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে এ সকল বর্ণনার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে তখন এ দু'টি বর্ণনা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বা কোন মিলন দেয়া প্রয়োজন হবে না। যেমন কেউ কেউ এ কথা বলেছেন। "তারা (সাহাবীরা) প্রথমদিকে এগার রাক'আত তারাবীহ পড়তেন এবং পরবর্তীতে বিশ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর পড়তেন"।

আমরা বলি ঃ মিলন দেয়ার পদ্ধতি হলো সহীহ সাব্যস্ত করার একটি শপথ। অথচ এই বর্ণনা (বিশ রাক'আতের) সবই অশুদ্ধ। উল্লেখিত সমতা দেয়ার কোন দাবীদার নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমতার বিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের সমতা বিধানের পর মুবারকপুরী (২/৭৬)-তে তারপরই বলেছেন ঃ "আমি বলি ঃ এ ধরনের সমতার মাঝে কেউ বলবেন ঃ প্রথমে সাহাবীরা বিশ রাক'আত পড়তেন, অতঃপর পরে এগার রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। এ কথা বলাই স্বাভাবিক। কেননা এটা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে রাক'আত সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং বিশ রাক'আতের কথা তার বিপরীত। এবার নিজেই চিন্তা-ভাবনা করুন"।

বিশ রাক'আতের (দলীল যদি সহীহ হয়) পদ্ধতি ছিল যা কারণবশতঃ শেষ হয়ে গেছে!

এখন যদি আমরা ধরে নেই উমার হতে বর্ণিত বিশ রাক'আতের বর্ণনার দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা দ্বারা কারো তৃপ্তি আসেনি- তাহলে একজন লেখক আলিমের পক্ষে তাকে বুঝানো ও পরিতৃপ্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অথবা যদি ধরে নেই যে, আমাদের কাছে বিশ রাক'আত সম্পর্কিত কোন সহীহ দলিল নিয়ে এসেছেন (এটা প্রথমটির চেয়ে আরো দূরহ ও অসম্ভব ব্যাপার)

তাহলে আমরা তাকে বলব ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, এগার রাক'আতের সুন্নাতী আমল পরিত্যাগ করে এই বিশ রাক'আতের বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা বাধ্যতামূলক নয়। অধিকন্তু এই সুন্নাত মোতাবেক আমলকারীকে জামা'আত বহির্ভূত বলে বিবেচনা করা হবে। এটি আমরা যে কাজের উপর রয়েছি তাতে একটি অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক কাজ। যেহেতু উমার (রাঃ)-এর বিশ রাক'আতের কাজ তার নিজের পক্ষ থেকে একটি বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে বুঝায় না। কেননা এটি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজের বিপরীত এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তার বিরোধী। আর শুধুমাত্র উমার যা করেছেন তার উপর নির্ভর করে বা আঁকড়ে ধরে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজকে নষ্ট করা, বৃথা মনে করা ও তা হতে বিমুখ হওয়া মোটেই সঠিক কাজ নয়। বরং উমারের কাজের অনুসরণ করা জায়িয হতে পারে ছেড়ে দেয়া ও করার মাধ্যমে। কিন্তু নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণ করা তো অতি উত্তম এবং এতে কোন বিবেকবান লোকের সন্দেহ করা উচিত নয়।

এসব সত্ত্বেও বলা যায়, যদি আমরা ধরে নেই উমার (রাঃ) সুন্নাতী সংখ্যার উপর আরো নয় রাক'আত তারাবীহ সলাত বৃদ্ধি করেছেন সেই দলিলের দ্বারা যার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাধারণ কোন নিষিদ্ধকারী নেই। যেমন কেউ কেউ এরূপ ধারণা করে থাকে, এর উত্তর পূর্বে দেয়া হয়েছে। না, উমার (রাঃ) এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাক'আত বৃদ্ধি করেননি বরং তিনি এ কাজ করেছেন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন নিয়ে তারাবীহর সলাতে যে দীর্ঘ কিয়াম করেছিলেন সেই দীর্ঘ কিয়ামকে লোকদের জন্য হালকা করার জন্য। সম্মানিত পাঠক যেমন প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সে সকল হাদীস বর্ণনা করেছি। আর আলিমদের অনেকেই বলেছেন, দীর্ঘ কিয়ামের বদলী হিসেবেই তারাবীহ রাক'আত সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছিল।[১]

১। দেখুন ইবনু তাইমিয়ার "ফাতাওয়া' (১/১৪৮), "ফাতহুল বারী" (৪/২০৪) ও 'আলহাবি লিল ফাতাওয়া' (২/৭৭) সুয়ূতীর এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

আমি বলি ঃ উমার (রাঃ) যদি কিয়ামের কিরা'আত হালকা করার জন্য এ দ্বিগুণ করে থাকেন তাহলে তার এমন কিছু ইস্যু থাকা দরকার ছিল যা তাকে এ যুগে সমর্থন করবে। কেননা সলাত হালকা করা সত্ত্বেও সাহাবা ও তাবিয়ীরা উমারের যুগে ফজর না হওয়া পর্যন্ত তারাবীহ সলাত শেষ করতেন না। ধারণাকৃত এই হালকা সত্ত্বেও তাদের ইমাম একই রাক'আতে বিশ থেকে ত্রিশ আয়াত পড়তেন।[১]

এর সাথে আরেকটি কথা যোগ করা যায় তাহলো তারা সলাতের রুকনসমূহে অর্থাৎ কিয়াম, রুকু, সিজদা এবং এর মাঝে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেন যাতে একটি প্রায় অপরটির সমান হতো এবং রুকু সিজদাতে তারা বেশি বেশি তাসবীহ, তাহমীদ দু'আ ও যিক্র করতেন। যা রুকু সিজদাতে করাটা সুন্নাত।[২]

কিন্তু আজকে এখানে এই দীর্ঘ কিয়ামের কিছুই বাকী নেই। কিরা'আত হালকা করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে কি এই তারাবীহ, এই রাক'আত বৃদ্ধি করা যাবে? নিশ্চয় অধিকাংশ মাসজিদের ইমামগণ তারাবীহর সলাত কিরা'আত অজান্তে হালকা করে থাকেন (কম পড়েন) যা প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ্মান বিষয়। যদি তাদেরকে কিরা'আত কম করতে বলা হয় তাহলে তারা এমন এক পর্যায়ের কিরা'আত পড়বে যে ফাতিহার পর কোন কিছু পড়াই ছেড়ে দিবে। অথবা এমন সংক্ষিপ্ত করবে (সুস্থ ও ভাল অবস্থায়) (مدها متان) এর মত আয়াত পড়েই কিরা'আত শেষ করবে ও সলাত আদায় করবে। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কেউ কেউ এরূপ করেছে এবং তারাবীহ সলাতে তারা এই যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকে, এমন দ্রুত পাঠ করার কারণে সূরা ফাতিহার সৌন্দর্য ও শ্রুতিমধুরতা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা একদমে সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করে ফেলে যা কিনা সুন্নাতের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে ঃ

১। হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি শায়িবাহ (২/৮৯/২) এবং ফিরইয়াবী (২/৭৬) উমার হতে সহীহ সনদে। তিনি রামাযানে ক্বারীদের ডাকলেন, তাদেরকে তাড়াতাড়ি কিরা'আত পড়ার নির্দেশ দিলেন যাতে ঊর্ধ্বে ত্রিশ আয়াত মাঝামাঝি পঁচিশ আয়াত এবং একেবারে কমে বিশ আয়াত পড়া হয়।

২। এই সংক্ষিপ্ত কথা বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার লিখা 'সিফাতু সলাতুন নাবী'।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা এক আয়াত এক আয়াত করে থেমে থেমে পড়তেন।* যদিও মাসজিদের ঐ ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ কিরা'আত পড়া লম্বা করে থাকেন কিন্তু রুকনগুলো ও কিরা'আতের মাঝে বরাবর না করা ও তা থেকে মুখ ঘুরানোর ক্ষেত্রে সকলেই ঐকমত্য। রুকন ও কিরা'আতের মাঝ বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এটি সুন্নাত। এর মধ্যে একটি হাদীস হলো হুযাইফাহ বিন ইয়ামানের।

আমার জানা মতে, এই বিশ রাক'আত তারাবীহর উপরই আজকাল অধিকাংশ মুসলমান বিদ্যমান। এতে এমন একটি কারণ বের করা যায় যার জন্য তারাবীহর রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সে কারণটি ধ্বংস বা শেষ হয়েছে এবং কারণ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কারণের পরিণাম তথা বিশ রাক'আতের বিধানও শেষ হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এখন কর্তব্য হলো সহীহ সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে তার দিকে ফিরা এবং তা আঁকড়ে ধরা এবং এতে (তারাবীহ) রাক'আত বৃদ্ধি না করা। পাশাপাশি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সালফে সালিহীনদের (রাঃ) অনুসরণ করার জন্য মানুষকে সামর্থ্য অনুযায়ী কিরা'আত, রুকন, দু'আ, দরূদ দীর্ঘক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

আমার বিশ্বাস এ ঘটনা সংশোধনকারী গবেষকগণ থেকে (আল্লাহ যাকে চাইবেন) তারা তারাবীহর সলাতের রাক'আত ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের ব্যাপারে আমাদের যে রায় সেদিকে প্রত্যাবর্তন করতে সহায়ক হবেন। যেমন অনুরূপ কাজ করেছেন অন্য মাস'আলাতে। যা কিনা ফলাফল ও সমাজে তার প্রভাব এবং উমারের তার বিরোধিতা প্রকাশ হওয়ার দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ। তা হলো কোন লোকের পক্ষ থেকে একবারে তিন তালাক শব্দ দ্বারা তিন তালাকই সংঘটিত হওয়া। এই তো কিছুদিন পূর্বেও তারা একে তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করতো (তিন তালাকের স্ত্রী পূর্বের স্বামী ব্যতীত অপর স্বামীকে বিবাহ না করার পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর জন্য সে স্ত্রী হালাল হবে না) এ ব্যাপারে তাদের ভিত্তি হলো চার

* এক দমে সূরা ফাতিহা পড়ার ফাযীলাতের যে হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস। যদিও কোন কোন শাইখ এর উপর অটল রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "আহাদিসীয যঈফা অল মাওযুআ" গ্রন্থে করা হবে।

মাযহাবের কিতাবে বর্ণিত উমারের মতামতের অনুসরণ করা এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করেছেন।[১]

যখন তারা দেখলো যে, উমার সম্পর্কে অপবাদ সম্বলিত এই রায় এ যুগে লোকদের উপর সঠিক হওয়ার পরিবর্তে বিপরীত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে (অর্থাৎ এক সাথে তিন তালাক হওয়ার বর্ণনা যঈফ) প্রমাণিত হয়েছে তখনই তারা সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কেননা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন কিছুর পর অভিষ্ট সংশোধন সুন্নাত ব্যতীত সম্ভবপর নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছুদিন পূর্বেও তারা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহকে ঘোর শত্রু মনে করতো এবং এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হয় এই সুন্নাত অনুযায়ী ফাতাওয়া দেয়ার কারণে এবং উমারের সুন্নাত বিরোধী মতকে পরিত্যাগ করার কারণে তারা তাকে কঠিনভাবে আক্রমণ ও দোষারোপ করতো। এমনকি এই ফাতাওয়ার জন্য তারা ইমাম তাইমিয়াহকে জামা'আত বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করতো।[২] আর আজকাল তাদের মধ্যে ঐ মত দিয়েই ফায়সালা করা হয় যে মতের উপর তারা গতকাল ছিল অস্বীকারকারী। এর কারণ হলো তারা সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন ও তদানুযায়ী আমল করতে জানে না। কেননা এটা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য বিষয়। বরং তারা সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে কোন দুর্ঘটনার কুপ্রভাব; অভিজ্ঞতা ও সংশোধনের উদ্দেশে। হয়তো অচিরেই তারা কুরআনের ভাষা

১। মুসলিম (৪/১৮৩-১৮৪) এবং অন্যান্যরা ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র ও উমারের খিলাফাতের দু'বছরে তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হলো। যখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ লোকেরা তাদের জন্য যে বিষয় বিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ ছিল তাতে তাড়াহুড়া করেছে। অর্থাৎ সুযোগ দেয়া, ফেরত নেয়ার অপেক্ষার জন্য উপভোগের সুযোগ বাকী ছিল। যদি তাদের তাড়াতাড়ি করণ (এক সাথে তিন তালাক দেয়ার কাজ)-কে আমরা কার্যকর করি তাহলে তাদের জন্য কার্যকর হবে।

২। আমরা উমার (রাঃ)-এর মতামতের বিরোধিতা না করে বরং উমার হতে সহীহ বর্ণনার সাথে ঐকমত্য করা সত্ত্বেও তারা আমাদেরকে ও ইমাম তাইমিয়াহকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করতো।

অনুযায়ী তারাবীহ সলাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তনকে দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ও নাবীর সুন্নাত সম্পর্কে বলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .... وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না রাখে এবং তা খুশি মনে মেনে নেয়। (সূরা আন-নিসা ৬৫)

এবং তিনি আরো বলেন ঃ

قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ ... اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ*

(হে আহলে কিতাবগণ!) তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি ও একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তার পথ দেখান যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে আসেন এবং সরল পথ পরিচালনা করেন।*

(সূরা আল-মায়িদাহ ১৫-১৬)

---

* আজ তো এ কথা সর্বজনবিদীত বর্তমানে বহু ইসলামী শরয়ী আদালত, আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইবনু তাইমিয়াহর ফাতাওয়ার উপর গড়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, তিন তালাক শব্দ দ্বারা মাত্র এক তালাক হয়।

এ রায় বা ফাতাওয়া উমার (রাঃ)-এর কথা তিন তালাক প্রতিষ্ঠিত হবে। ইজতিহাদের স্পষ্ট বিরোধী হওয়া শুনে ও দেখেও সকল কাযী (বিচারকগন) মুফতী ও মুকাল্লিদগণের পক্ষ থেকে খুলাফায়ে রাশিদার সমর্থনে কোন শব্দ করতে শুনিনি। এমনকি নীচু শব্দও না। যেমনটি তারা করেছেন ধারণাকৃত তারাবীহর বৃদ্ধি রাক'আত সম্পর্কে। যদিও প্রথম মাসআলাহ এ মাসআলাহর চেয়ে অনেক ভয়াবহ এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা একটি বড় ব্যাপার। মাসআলাহ দু'টির দু'টি সহীহ হাদীস আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের এ হাদীস ও আয়িশাহ (রাঃ)-এর এগার রাক'আত সম্পর্কিত হাদীস। অতএব প্রথম হাদীস উমারের বিরোধিতাকে সঠিক মনে করে। আর দ্বিতীয় হাদীস তার বিরোধিতা করাকে সঠিক মনে করে না। যার বর্ণনা পূর্বে চলে গেছে। প্রথমটিকে চার ইমামের কোন ইমাম গ্রহণ করেনি। আর দ্বিতীয়টি কেউ কেউ ===

(৫)

সাহাবাদের কেউ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন তা প্রমাণিত নয়। সে বিষয়ে তাদের সূত্রে বর্ণনাবলীর বিশ্লেষণ এবং সেগুলো দুর্বল হওয়ার বর্ণনা।

এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ)-এর সূত্র ছাড়াও অন্যান্য সাহাবী সূত্রে বর্ণনা এসেছে যাতে রয়েছে তারা বিশ রাক'আত পড়তেন। অথচ এরূপ বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ ইল্‌মী সমালোচনার সামনে প্রমাণিত হয়নি এবং এর দ্বারা বহুলোক ধোঁকাও খেয়েছে। মু'মিন যাতে করে তার কাজে দলিল প্রমাণের উপর থাকতে পারে তাই আমি বলবো ঃ

(১) আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা। এর দু'টি সনদ রয়েছে।

প্রথম সনদ ঃ

عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

=== গ্রহণ করেছেন, যার বর্ণনা সামনে আসছে। অতএব প্রথম হাদীস উমারের রায়ের স্পষ্ট বিরোধী। কেননা হাদীস (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীকে স্বামীর আয়ত্বাধীনে রাখার হুকুম দেন আর উমার তা অকাট্যভাবে নিষেধ করে। আর দ্বিতীয় হাদীস উমার (রাঃ)-এর (রাক'আত) বৃদ্ধিকে নিষেধ করে না। যদিও প্রকাশ্য বিরোধটি ঠিক হয়, তবুও এগার রাক'আতের বর্ণনা ঐকমত্যে সহীহ। আর তা হলো উমার (রাঃ)-এর কিছু রাক'আত। আমার জানা নেই, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছে তার সম্পর্কে অপবাদ ও মিথ্যা বর্ণনার স্বীকৃতি দানকারীগণ কঠোরভাবে অস্বীকার করার জন্য গুরুত্ব দিতে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা প্রকাশ করেনি কোন গুরুত্ব বা অভিযোগের কারণে প্রথম হাদীসকারীদের বিরুদ্ধে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যদিও দ্বিতীয় ও প্রথম উভয় হাদীস গ্রহণকারীই তাদের মতে উমার (রাঃ)-এর বিরোধী এবং প্রথম হাদীস গ্রহণকারী অধিক বিরোধী যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। এর জবাব বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য ছেড়ে দিলাম।

আমি ইনশাআল্লাহ একটি কথা বলব ঃ যারা আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাদীস গ্রহণ করেছে, লেখা, সম্বোধন অথবা পাঠ্যদানের মাধ্যমে সুন্নাহর উপর যে রাক'আতগুলো অতিরিক্ত করা হয়েছে তা যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে এমন ব্যক্তির কাজকে অস্বীকার করতে দ্রুত উদ্যোগী হয় এবং আমরা যে সত্যাবলী বর্ণনা করেছি তা জানা সত্ত্বেও ইবনু আব্বাসের হাদীস যারা গ্রহণ করে ও তার বিরোধী উমারের ইজতিহাদকে পরিত্যাগ করে তথাপিও তারা তা অস্বীকার করার কোন অভিযোগ তুলে না। তাহলে সে একজন বিরোধী (শরীয়ত বিরোধী) ব্যক্তি তার অবস্থা যাই হোক না কেন?

আবুল হাসানাহ বলেন, আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটি বর্ণনা করেছেন- মুসান্নাফ আবী শায়বা ২য় খণ্ড, বাইহাকী (২/৪৯৭) এবং তিনি বলেছেন ঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি বলি ঃ এতে আবুল হাসানাহ ত্রুটিযুক্ত। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন ঃ সে কে তা জানা যায়নি (لا يعرف)। হাফিয (রহঃ) বলেছেন, সে অজ্ঞাত (مجهول)।

আমি বলব ঃ আর আমি এতে অন্য আরেকটি ত্রুটির আশঙ্কা করছি। তা হলো আবুল হাসানাহ ও আলীর মাঝে (الاعضال) হয়েছে।

হাফিয (রহঃ) তার তরজমা "তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেন,

روى عن الحكم بن عتيبة عن حنش عن على فى الأضحية.

আমি বলি ঃ তার এবং আলীর মাঝে দু'জন ব্যক্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ

عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْسُّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «دَعٰى (أَبِي عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اقَرَّاءً فِى رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُوْتِرُ بِهِمْ»

আলী (রাঃ) রামাযানে ক্বারী আহ্বান করলেন এবং তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে বিশ রাক'আত সলাত পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আলী (রাঃ) তাদের সাথে বিতর পড়েছিলেন।

এটি বর্ণনা করেছেন বাইহাকী (২/৪৯২)। দু'টি দোষের কারণে এর সনদ দুর্বল।

প্রথম ত্রুটি ঃ সনদে আত্বা বিন সায়েব। কেননা সে বর্ণনাতে ভুলত্রুটির সংমিশ্রণ করতো।

দ্বিতীয় ত্রুটি ঃ হাম্মাদ বিন শুআইব। কেননা সে খুবই দুর্বল। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) তার দিকে ইশারা করেছেন এ কথা বলে (فيه نظر) তার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে এবং তিনি দ্বিতীয়বারে বলেছেন ঃ (منكر الحديث) "সে হাদীসে অস্বীকৃত"। আর নিশ্চয় তিনি এরূপ কথা তার ব্যাপারেই বলেন যার থেকে (হাদীস) বর্ণনা করা বৈধ নয়। যেমনটি এ ব্যাপারে উলামাগণ অবহিত করেছেন। অতএব তাকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাবে না এবং ভাল বিবেচনা করাও যাবে না।*

আমি বলি ঃ মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল তার বিরোধিতা করেছেন। ইবনু আবী শায়বা তার থেকে আত্বা বিন সায়েব সূত্রে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এই শব্দে যে, (عن علي انه قام بهم فى رمضان) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি তাদের সঙ্গে কিয়াম করেছেন। সাধারণভাবে তাতে সংখ্যা উল্লেখ নেই। আর এজন্যই তা এখানে ইবনু শুআইবের দুর্বল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে। কেননা মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল নির্ভরযোগ্য এবং তিনি যা বর্ণনা করেছেন ইবনু শুআইব তা বর্ণনা করেনি। অতএব ইল্‌মে হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী তার (শুআইবের) বর্ণনাটি অস্বীকৃত।

(২) উবাই বিন কা'ব সূত্রে বর্ণিত এবং এরও দু'টি সনদ রয়েছে।

প্রথম সনদ ঃ যা বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ 'মুসান্নাফ' (২/৯০/১)-তে ঃ

عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : كَانَ عَنْ اَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ.

আবদুল আযীয বিন রাফি' বলেন, উবাই বিন কা'ব রামাযান মাসে মাদীনায় লোকদের সাথে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) সলাত পড়েছেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়েছেন।

---

* দেখনু- সুয়ূতীর 'তাদরীব', ইবনু কাসীরের 'মুখতাসার উলুমুল হাদীস', ইবনু হুমামের 'আত্ তাহরীব', আবুল হাসনাত এর 'রফউ অত্ তাকমীল' ১৫ পৃঃ এবং তুহফাতুল আহওয়াযী (২/৭৫)।

কিন্তু এখানে আবদুল আযীয ও উবাই এর মাঝে মুনকাতে হয়েছে। কেননা তাদের উভয়ের মৃত্যুর ব্যবধান ১০০ বছর বা তার চেয়েও অধিক সময়ের।* আর এ কারণেই আল্লামা (النيموي) নিমভী হিন্দী বলেছেন ঃ আবদুল আযীয বিন রাফি' উবাই বিন কা'বের সময় পাননি (لم يدرك أبى بن كعب)। আল্লামা মুবারকপুরী (২/৭৫)-তে তা নকল করেছেন, অতঃপর তার কথারই অনুসরণ করেছেন।

সিদ্ধান্ত তা-ই যা নিমভী বলেছেন। আর উবাই বিন কা'বের এই আসারটি মুনকাতে। পাশাপাশি এটি উমার (রাঃ) হতে প্রমাণিত হাদীসের পরিপন্থী। তা হলো-

أَنَّهُ أَمَرَ اَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدٰي عَشَرَةَ رَكْعَةً.

"নিশ্চয় উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'ব এবং তামীমদারীকে এগার রাক'আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।"

এবং অনুরূপ তা উবাই এর প্রমাণিত বর্ণনারও বিরোধী। তা হলো "নিশ্চয় তিনি রামাযান মাসে তার ঘরে মহিলাদের সাথে আট রাক'আত (তারাবীহ) সলাত পড়েছেন"। এর পূর্ণ বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি ঃ এতে পূর্বের পৃষ্ঠায় বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আর সেই বক্তব্যটি হলো ঃ

এতে সেই সর্বোত্তম মতটিই প্রমাণ করছে যা ইমাম মালিক (রহঃ) পছন্দ করেছেন। আবূ ইয়ালা জাবিরের হাদীস হতে আবদুল্লাহ সূত্রে তিনি বলেন, **"উবাই ইবনু কা'ব রসূলুল্লাহর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! রামাযানের রাত্রে আমার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। তিনি বললেন, সেটা কি হে উবাই! উবাই বলল ঃ আমার ঘরের নারীরা বলল, আমরা কুরআন পাঠ করব না বরং তোমার সঙ্গে সলাত আদায় করব। উবাই বলল, ফলে আমি তাদের নিয়ে আট রাক'আত পড়লাম এবং বিতর পড়লাম।"**

---

* তাহযীবাত ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখুন।

আল্লামা হাইসামী (রহঃ) মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন ঃ এর সনদ হাসান।

দ্বিতীয় সনদ ঃ জিয়া আল মাকদেসী বর্ণনা করেছেন 'আল মুখতার' (১/৩৮৪)-তে আবূ জাফর রাযী হতে সে রাবী বিন আনাস হতে সে আবী আলিয়া হতে সে উবাই বিন কা'ব হতে, নিশ্চয় উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'বকে রামাযানে সলাত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা দিনের বেলায় রোযা থাকছে এবং সুন্দরভাবে (কুরআন) পড়তে পারছে না। অতএব তুমি যদি রাত্রিতে তাদের নিয়ে কুরআন পড়তে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজ তো পূবেং হয়নি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি অবগত আছি। কিন্তু তাতো খুবই সুন্দর। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে বিশ রাক'আত সলাত পড়লেন।

আমি বলি ঃ এই সনদটি দুর্বল। এখানে আবূ জাফর রয়েছে। তার নাম হলো ঈসা বিন আবি ঈসা বিন মাহান। ইমাম যাহাবী তার বর্ণনা 'যুআফ' গ্রন্থে এনেছেন এবং বলেছেন ঃ "আবূ যারআ বলেছেন ঃ তার ব্যাপারে অধিক সন্দেহ রয়েছে। আহমাদ বলেছেন ঃ সে শক্তিশালী নয় এবং পুনরায় বলেছেন (صالح الحديث)। ফাল্লাস বলেছেন ঃ তার স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা রয়েছে এবং অন্যত্র বলেছেন ঃ নির্ভরযোগ্য। ইমাম যাহাবী, অতঃপর ইহাকে (الكنى) গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন ঃ তাদের প্রত্যেকেই তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন এবং হাফিয (রহঃ) 'তাকরীব' গ্রন্থে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তার স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা রয়েছে, আর ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে (১/৯৯) বলেছেন ঃঃ

আবূ জাফর ঈসা বিন আবূ ঈসা বিন মাহান একজন মুনকার রাবী। তাই মুহাদ্দিসগণের নীতি হলো এ ধরনের বর্ণনাকারী যদি কোন বর্ণনাতে একাকী হয়ে যায় তবে সে হাদীস দ্বারা কখনো দলীল পেশ করা যাবে না।

আমার মত হচ্ছে ঃ অনুসন্ধানী ব্যক্তি মাত্রই এ হাদীসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবে না। কেননা তার হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বর্ণনাসমূহের সাথে অনেক দিকে অসামঞ্জস্যশীল।

ইতিপূর্বে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি উবাই বিন কা'বকে, মানুষকে নিয়ে এগার রাক'আত সলাত পড়ার আদেশ করেছেন। এ কথা বুঝেই আসে না যে, উবাই (রাঃ) আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ)-এর নির্দেশের বিপরীত কোন কাজ করবেন। বিশেষ করে এটা (এগার রাক'আত তারাবীহ) কর্ম ও সম্মতি উভয় দিক দিয়ে রসূলদের সরদার নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের সাথে সুসামঞ্জস্যশীল। যার বর্ণনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

উবাই বিন কা'বের হাদীসে অপর আরেকটি বিপরীত কথা হলো ঃ তাঁর বাণী– "রাত্রিতে তারাবীহর সলাতে কিরা'আত পড়া এমন এক কাজ যা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হয়নি" উবাই এ কথা বলা তো আরো দূরের ব্যাপার এবং উমারের সাথে একমত পোষণ করাই সঠিক। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলেই তো তারাবীহর সলাতে লোকজন একত্রিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যার বর্ণনা প্রথম পরিচ্ছেদে সহীহ হাদীসের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

ধরে নেয়া যায়, উমার, উবাই উভয়ে এ সময় উপস্থিত হয়েছিলেন। কমপক্ষে এ কথা বলা যায় যে, রসূলের যুগে তারাবীহর জামা'আত হয়েছিল এ কথা তাঁরা জানতেন। কারণ এ দু'জন সাহাবী ইল্মওয়ালা সাহাবীদের অন্তর্গত।

(৩) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ সূত্রে বর্ণনা। যা বর্ণনা করেছেন ইবনু নসর 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে ৯১ পৃষ্ঠায়, যায়দ বিন ওয়াহ্হাব হতে ঃ

كَانَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ، قَالَ الْاَعْمَشُ : كَانَ يُصَلِّي عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রামাযান মাসে আমাদের সঙ্গে সলাত পড়লেন, অতঃপর ফিরে গেলেন। আর তখনও রাত্রি ছিল। আ'মাশ বলেন ঃ তিনি বিশ রাক'আত পড়লেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়লেন।

আল্লামা মুবারাকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে (২/৭৫)-তে বলেছেন ঃ

এ সনদটিও বিচ্ছিন্ন বা মুনকাতে, কেননা আ'মাশ ইবনু মাসউদ এর যুগ পাননি। আলবানী বলেন ঃ সনদটির অবস্থা এমনই যেরূপ বলা হয়েছে। সম্ভবত বর্ণনাটিতে পরস্পর দু'জন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেছে। কেননা অধিকাংশ সময় হাদীসটি ইবনু মাসউদ হতে দু'জন ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। যেমনিভাবে বিষয়টি মুসনাদে ইবনু মাসউদের অনুসরণকারীদের নিকট গোপন নয়। অতঃপর আমরা জানি না, এভাবে সনদ আ'মাশ পর্যন্ত পৌঁছেই কিভাবে সহীহ হয়। কেননা তিনি কিতাবকে সংক্ষেপ করার জন্য সনদকে বিলুপ্ত করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন শাইখ মুকরিযী। তিনি যদি কাজটি না করতেন। এর দ্বারা অনেক হাদীসের কিতাবের মান জানার রাস্তাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। ধারণা করা হয়, সনদটি আ'মাশ পর্যন্ত সহীহ নয়। যেহেতু এই আসারটি উল্লেখিত যায়দ বিন ওয়াহ্হাবের সনদ দিয়ে ইমাম ত্বারানী বর্ণনা করেছেন। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে «المعجم» (৩/১৭২)-তে তিনি আ'মাশের এ কথা উল্লেখ করেননি। হতে পারে আ'মাশের সনদে একজন যঈফ (দুর্বল) রাবী থাকতে পারেন। মুখস্থ শক্তি দুর্বলতা বা অন্য কোন দোষে দূষিত এমন রাবী। "আল্লাহ ভাল জানেন"।

আমরা সাহাবীদের হতে বর্ণিত, তারাবীহর রাক'আত ও বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সকল আসারসমূহ জানতে পেরেছি তা বর্ণনা করলাম। এর প্রত্যেকটিই যঈফ (দুর্বল) এ ব্যাপারে সহীহ কোন বর্ণনা নেই। আর বর্ণনাগুলো যে যঈফ তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন ইমাম তিরমিযী (৫৫ পৃষ্ঠা)। হে সম্মানিত পাঠক! আমার ধারণা হচ্ছে, তারাবীহ সংক্রান্ত সকল বর্ণনার সনদের এরূপ সূক্ষ্ম ইল্মী বিশ্লেষণসহ একই কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এমন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার নিয়ামতের দ্বারাই সৎকর্ম পরিপূর্ণ হয়।

বিশ রাক'আত তারাবীহর ব্যাপারে কোন ইজমা নেই

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, সাহাবীগণের বিশ রাক'আত তারাবীহ সলাত পড়া সম্পর্কে সাহাবীগণের সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না। যেমন কেউ কেউ দাবী করেছেন 'বিশ

রাক'আত তারাবীহর উপর সাহাবাগণ ইজমা করেছেন' এ কথার উপর ভরসা করা যায় না। কেননা এ কথার ভিত্তিই হলো দুর্বলতার (যঈফের) উপর। যে হাদীস যঈফের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয় তা যঈফই হয়ে থাকে।

এ জন্যই আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তিরমিযীর ব্যাখ্যা 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন ঃ 'বিশ রাক'আত তারাবীহর ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা হয়েছে এ ধরনের দাবী বাতিল।' এ কথাকে আরো শক্তিশালী করে এই কথা যে, যদি বিশ রাক'আতের বর্ণনা সহীহ হতো তাহলে সাহাবীদের পরে তাদের বিপরীত করা কারো জন্য বৈধ হতো না। বরং তারাই তারাবীহর রাক'আত কম ও বেশি নিয়ে মতভেদ করেছেন। এর বর্ণনা সামনে আসছে।

অনুরূপভাবে আরো ইজমা যেমন কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন তিন রাক'আত বিতর পড়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। অথচ একাধিক সাহাবী হতে প্রমাণিত আছে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়লেও যথেষ্ট হবে। এর বর্ণনাও সামনে আসবে।

এজন্য মুহাক্কীক ছিদ্দিক হাসান খান তার السراج الوطح من كشف। مطالب صحيح مسلم ... গ্রন্থের (১/৩) পৃষ্ঠায় বলেছেন, ইজমা সংগঠিত হওয়া অতি সহজ হয়ে গেছে। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে ব্যক্তির জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জ্ঞান হতে কিছুই জানে না তবু বলে চার মাযহাবীগণ অথবা তার ভুখন্ডের লোকজন যে কাজ করার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা-ই ইজমা। এটা বড়ই গোলযোগ ও বিনাশ সাধনকারী ধারণা। এই এককভাবে ইজমার দাবীদার নিজের দাবী দ্বারা অসতর্কতা ও বেখেয়ালীর জন্য আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহ ভীতি ও সন্দেহাতীতভাবে যা বর্ণিত হয়নি তা দ্বারা ব্যাপক বিপদ নিয়ে আসে। আর চার মাযহাবীরা তাদের পরস্পরে যে বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তাকে ইজমা হিসেবে গণ্য করে থাকে। বিশেষ করে তাদের পরবর্তী যুগের যেমন নববীর বক্তব্য যা তিনি মুসলিমের ব্যাখ্যাতে করেছেন এবং তার কাজ অনুযায়ী যারা একাজ (ইজমার) দাবী করেছেন এটা কোন ইজমা হতে পারে না। যার দলীলের ব্যাপারে উলামাগণ কথাবার্তা বলেছেন (মেনে নেননি) কেননা উত্তম যুগ হলো প্রথম যুগ এরপর যারা আসবে (দ্বিতীয় যুগ) এরপর যারা

আসবে (তৃতীয় যুগে) তারা হলো উত্তম মানুষ। আর হাদীসে বর্ণিত তিন শতাব্দীর মানুষগুলো মাযহাব প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ছিলেন তারা যদি কোন ইজমা করতেন তাহলে তা হয়তো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। তাছাড়া ইমাম চতুষ্টয়ের যুগে অনেক সজাগ বড় বড় আলেম ছিলেন যারা ইজতিহাদ করতে সক্ষম ছিলেন যাদের সংখ্যা গুণনা করা সম্ভব নয়। ইজতিহাদ করার সুযোগ এখনও বিদ্যমান এ অবস্থা তাদের যুগের পর আজও বিদ্যমান আছে। এ ব্যাপারটি প্রত্যেক বিজ্ঞ লেখক মাত্রই জানেন।

কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক কথা হলো আল্লাহ যার জন্য হক্বের দরজা খুলে দিবেন তার জন্য তাতে প্রবেশ করাকে সহজ করে দিবেন। আল্লামা শাওকানী «وبل العمام حاشية شفاء الاوام» গ্রন্থে বলেছেন, বিভিন্ন লেখকগণ তাদের লিখনীতে যে ইজমার বর্ণনা দেন তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এটা দাবী করার কারণ হলো বর্ণনাকারী হয়তো জানেননি এ মাসআলা মতভেদ (ইখতিলাফ) হয়েছে কিন্তু না জানার কারণে যে মতভেদ হয়নি তা হতে পারে না। এখানে মূলকথা হলো ইজমা সম্পর্কে তার একটি ধারণা অর্জিত হয়েছে। অনেক লোকের মাঝে একজন লোকের একক ধারণা ইজমা বলে গণ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ যুক্তিতে বলবে ইজমা প্রমাণিত সত্য দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য, সে ইজমাকে দলীল বলতে পারবে না। এ ইজমা হলো উম্মাতের জনগোষ্ঠীর সমস্ত লোকের মাঝে একজন লোকের একক একটি ধারণা মাত্র। ঐ ব্যক্তির ন্যায় কোন লোককে তার সৃষ্টি হতে কাউকে তিনি দাস বানাননি।

হ্যাঁ ইজমার দাবীদার যদি বলে, এই মাসয়ালার ব্যাপারে সুন্নাতের কোন দলীল বা কুরআনের কোন দলীল আমি জানি না। (তবে ভিন্ন কথা) আর কোন বিবেকবান ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কোন কথা অপর আলিম হতে বর্ণনা করে বলেননি যে, এই বক্তৃতাটিই দলিল। তাই একজন ব্যক্তির একক ধারণা কখনো ইজমার জন্য দলীল হতে পারে না। বা এটা সত্য প্রমাণ হওয়ার জন্য তার বর্ণনাকে সনদ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। আর যারা ইজমা দলীল হওয়ার দাবী করেন করছে তারা এরূপ ইজমাকে উদ্দেশ্য করেননি।

যখন এটা সাব্যস্ত হবে যে ইজমা বলতে কিছু নেই। তখন ইজমার কাহিনী শুনার সময় আপনার বক্তব্য দেয়া সহজ হবে। কেননা ইজমা দ্বারা কিছুই সাব্যস্ত হয় না। স্বয়ং ইজমা দলীল হবে কি হবে না তা নিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদী মতভেদ করেছেন। এ সত্ত্বেও অধিকাংশ উসূলবিদ উলামা ইজমার মধ্যে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ না হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন কাজী খোলাখুলিভাবে (التقريب) গ্রন্থে এবং গাযালী তার কিতাবসমূহের পরিশেষে যা বলেছেন। আমি এই মাসআলার দলীলগুলো আমার কিতাব حصول المأمول من علم الاصول এবং বিলদান সালেহান الاقليد গ্রন্থে এবং الطريقة المثلى গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। যে এ ব্যাপারে পড়ে তার মনকে তৃপ্তি করতে চায় সে যেন দেখে নেয় دليل الطالب গ্রন্থ এবং আমার অন্যান্য রচনাবলী।*

আমি বলি, ইজমা যে হওয়া অসম্ভব এবং হলেও তা দলীল হিসাবে কিভাবে গণ্য করা যাবে এ ব্যাপারে ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ الاحكام فى اصول الاحكام-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা মিশরে আট খন্ডে ছাপানো হয়েছে। যার মনে চায় ইজমা সম্পর্কে ভালভাবে জানার সে যেন ঐ কিতাবটি পড়ে নেয়। কেননা কুরআন ও হাদিসের দলীল সমৃদ্ধ উসুলের কিতাব সমূহের মধ্যে তা একটি অতি সুন্দর কিতাব।

---

* এ ব্যাপারে 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থের (পৃঃ ৬) বলা হয়েছে। আবু বকর ছিদ্দিক ব্যতীত অন্যান্য খলীফায়ে রাশেদা হতে বিশ রাক'আত তারাবীহ তাদের নিয়মিত আমল দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যখন আপনি জানতে পারবেন আসলে তাদের কারো হতে এ কথা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি যেমন এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা গেছে। যদিও উমার হতে বিশ রাক'আত প্রমাণিত হয়েও থাকে তথাপিও তিনি এর উপর সর্বদা অটল ছিলেন তা প্রমাণিত হয়নি। কেননা উমার হতে এগার রাক'আতের অপর যে বর্ণনা এসেছে তার সফলের ঐক্যমত সহীহ বর্ণনা। তাহলে বিশ রাক'আত প্রবক্তারা যে তার বিশ রাক'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবি করে থাকে এগার রাক'আত ব্যতীত তবে সহীহ বর্ণনা কোথায়? হ্যাঁ যদি কেউ এর উল্টা বলে। তবে যে মত সঠিক হওয়ার বেশি দাবী রাখে তাহলো এগার রাক'আতের বর্ণনা। আমরা বরং জোর দিয়ে বলতে পারি উমার (রাঃ) এগার রাক'আত তারাবীহ অব্যাহত রেখে ছিলেন। কেননা এগার রাক'আত সংক্রান্ত বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা উমার হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

(৬)

এগার রাক‘আত তারাবীহ আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা এবং তৎসম্পর্কিত প্রমাণাদি

প্রত্যেক ইনসাফপূর্ণ বিবেকবানদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন সাহাবী হতে বিশ রাক‘আত তারাবীহ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি এবং উমার (রাঃ)-এর এগার রাক‘আত তারাবীহ পড়ারই নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাও স্পষ্ট হয়েছে নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক‘আতের বেশি তারাবীহর সলাত পড়েননি। এ বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটি এ কথা বলার পথ সুগম করে দেয় যে, এগার রাক‘আতের তারাবীহকে ওয়াজিব (অপরিহার্য) ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং এতে কোন বৃদ্ধি করা যাবে না। রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার আনুগত্য ও অনুকরণ করার জন্যই যে, **[নিশ্চয় আমার পরে যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে সে দ্বীন ইসলামে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও সঠিক পথের দিশা দানকারী খলীফাদের সুন্নাত পালন করা। তোমরা তাকে আঁকড়ে ধরবে এবং সে সুন্নাতকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (বিদ‘আত) থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিস বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আত গোমরাহী।]** অপর হাদীসে “এবং গোমরাহী জাহান্নামে যাবে” কথাটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ “মুসনাদ” (৪/১২৬, ১২৭) আবূ দাউদ (২/২৬১), তিরমিযী (৩/৩৭৭-৩৭৮), ইবনু মজাহ (১/১৯-২১), হাকিম (১/৯৫-৯৭) বিভিন্ন সনদে ইরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা সহীহ বলেছেন।

অপর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ (১/২৩৪), আবু নঈম ‘হিলয়্যা’ (৩/১৮৯) বায়হাকী “আল আসাম আস সিফতা” গ্রন্থের (পৃঃ ৮২)-তে সহীহ সনদে জাবের হতে, এবং হাদীসটিকে ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়া (৩/৫৮)-তে বর্ণনা করেছেন।

এ কথা আমাদের সবারই জানা, উলামা ও ফকীহগণ ফিকহে অনেক মাসাআলাতে একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এর মধ্যে একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি। আর তা হলো তারাবীহর সলাতের রাক‘আত সংখ্যা। এই সংখ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আট পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রথম কথা হলো তারাবীহ ৪১ রাক‘আত, দ্বিতীয় ৩৬ রাক‘আত, তৃতীয় ৩৪ রাক‘আত, চতুর্থ ২৮ রাক‘আত, পঞ্চম ২৪ রাক‘আত, ষষ্ঠ ২০ রাক‘আত, সপ্তম ১৬ রাক‘আত ও অষ্টম ১১ রাক‘আত।

উম্মাতে মুহাম্মাদী যে সকল বিষয়ে মতবিরোধে পতিত হবে পূর্বোক্ত হাদীস আমাদেরকে তা থেকে বের হয়ে আসার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। আর তারাবীহর রাক‘আতের মাসআলাও যেহেতু ঐ সকল মাসআলার অন্তর্ভুক্ত তাই আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে সেই মতবিরোধ হতে বের হওয়ার রাস্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর তা হলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। হাদীসে তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যা এগার রাক‘আত ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা নেই। অতএব আমাদের ওয়াজিব হচ্ছে সুন্নাতকে গ্রহণ করা এবং সুন্নাত বিরোধী মতামতকে পরিত্যাগ করা। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগার রাক‘আত তারাবীহর সলাত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি এতে রাক‘আত বৃদ্ধি করা সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো সুন্নাত ও কিতাবের উপর নির্ভর করা ও তার আনুগত্য করা। বিবেকের কাছে সৌন্দর্য মনে হওয়া ও বিদ‘আতের মাধ্যমে ইবাদত করার হুকুম শরীয়তে নেই। যেমন প্রথম মাসআলাতেও বর্ণনা করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বিদ‘আত সম্পর্কিত রিসালাতে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে অনেক সতর্ক হয়েছে তাদেরকে প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বলতে শুনবেন ‘বৃদ্ধি হলো কমতির ভাই’। তাহলে বিশেষ লোকদের কি হলো? (আমার বুঝে আসে না)

আর এ প্রসঙ্গে ইবনু আবী শাইবা তাঁর “মুসান্নাফ” কিতাবের (২/১১০/২)-তে মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, একজন লোক আব্দুল্লাহ বিন

আব্বাসের নিকট এসে বলল, আমি ও আমার সাথী সফরে ছিলাম। আমি সম্পূর্ণ সলাত পড়তাম আর আমার সাথী কসর সলাত করত। তখন ইবনু আব্বাস তাকে বললেন, বরং তুমিই কসর (কম) করতে এবং তোমার সাথী সম্পূর্ণ সলাত পড়ত।

এখানে কথা হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বুদ্ধিমত্তা (ফিকাহ)। তিনি কোন শরয়ী কাজ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তেবাহ ভিত্তিক হওয়ায় তা পূর্ণাঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে সুন্নাত বিরোধী কাজকে অপূর্ণাঙ্গ ও ক্রটিযুক্ত বলেছেন। যদিও তা সংখ্যাগত দিক দিয়ে বেশি। আর এ ধরনের কথা ও বুদ্ধি (ফিকাহ) ইবনে আব্বাস হতে কেনই বা আসবে না যার জন্য নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ বলে দু'আ করেছেন– "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের বুঝ (ফিকাহ) দান কর ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।"

মোদ্দা কথা হলো, যে ব্যক্তি প্রকৃত ফকিহ, দীনের বুঝে পারদর্শী; সে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথাকে সীমালজ্ঘন করতে চাইবে না। বরং একে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এর বিপরীত করবে না, কেননা এর বৈপরীত্য প্রজ্ঞাময় শরয়ী প্রণেতা মহান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতা অথবা তাঁকে ভুলের দিকে ধাবিত করে অথচ কুরআনে আছে– "তোমার প্রভু ভুলকারী নয়" বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অন্যত্র করব।"

আলী ইবনুল মুতাহ্হাবের প্রতি উত্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ যে কথা বলেছিলেন তা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়। আলী বিন মুতাহহাব বলেছেন, আলী (রাঃ) দিনে রাতে এক হাজার রাক'আত সলাত পড়তেন। যা সহীহ শুদ্ধ কোন কথা নয়। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে তের রাক'আতের বেশি সলাত পড়তেন না। সারা রাত জেগে সলাত পড়াকেও তিনি মুস্তাহাব (পছন্দ) মনে করতেন না বরং তিনি অপছন্দ করতেন। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে বলেছেন,

'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার আছে। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে ও রাতে চল্লিশ রাক'আতের মত সলাত পড়তেন। আর আলী (রাঃ) ছিলেন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ও তাঁর প্রদর্শিত পথের একজন ঘনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর পক্ষে বিরোধপূর্ণ (এক হাজার) রাক'আত সলাত পড়া কিভাবে সম্ভব হতো, যা কিনা অসম্ভব। যেহেতু তার নিজের উপর নিজের অধিকার হচ্ছে শরীরকে সুস্থ রাখা, ঘুমানো, খানা-পিনা করা, প্রসাব-পায়খানা করা, অজু করা, স্ত্রীর হক আদায় করা, বাড়ী ঘর দেখাশুনা, ছেলে মেয়ে, পরিবারবর্গ, চাকর-বাকরদের দিকে খেয়াল রাখা যা করতে প্রায় দিন রাতের অধিক সময় শেষ হয়ে যাবে। এক ঘন্টাতে আশি রাক'আত সলাত পড়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ যদি শুধু ফাতিহা ও ধীরস্থীরতা ব্যতীত সলাত পড়ে তাহলেই তা সম্ভব হতে পারে। মুনাফিকদের মত ঠোকড়ানো সলাত পড়া হতে আল্লাহ আলী (রাঃ)-এর মুখকে সম্মানিত করেছেন, যে সলাতে আল্লাহর সামান্য জিকির ব্যতীত কিছু করা হয় না। (বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে) "আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল 'ইতিদাল" গ্রন্থের (পৃঃ ১৬৯-১৭০)-তে।

চিন্তা করে দেখুন, ইবনু তাইমিয়াহ আলী (রাঃ)-কে কিভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতে বেশি করা হতে পবিত্র ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এ কথার দ্বারা আলী (রাঃ) ছিলেন সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। মূলত এ ধরনের বিরোধিতা করার পরিবর্তে তিনি ছিলেন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথের একনিষ্ঠ অনুসারী।

যে সমস্ত আলিম তারাবীহর সলাতে এগার রাক'আতের সাথে আরো রাক'আত বৃদ্ধিকে অস্বীকার ও অপছন্দ করেছেন তাদের সম্পর্কে বর্ণনা

এজন্যই আমরা বলি তারাবীহর সলাত এগার রাক'আতের বেশি কোন খলীফায়ে রাশেদা অথবা তাঁরা ব্যতীত অন্যান্য ফকিহ সাহাবীদের হতেও যদি সহীহ সনদে বর্ণিত হতো তাহলে আমরা সেটাকে জায়েয বলতে পারতাম। তাদের মর্যাদা, দ্বীনি বুঝ (ফিকাহ), দ্বীনে কোন রূপ বিদ'আত সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা এবং বিদ'আত থেকে মানুষকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ দেখে আমরা এ কথা বলতাম। কিন্তু যা তাদের দ্বারা বর্ণিত হয়নি তা বৃদ্ধি করাকে

আমরা জায়েজ বলতে পারি না। এ মতের উপরেই অতীত হয়েছেন মর্যাদাশীল ইমামগণ তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ও অগ্রগামী হলেন ইমাম মালিক তাঁর দুই কথার একটি দ্বারা।

ইমাম সুয়ূতী তাঁর "المصابيح فى صلاة التراويح" গ্রন্থ (২/৭৭)-তে তাঁর ফতোয়াতে বলেছেন "ইমাম বুখারী আমাদের সাথী ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বলেছেন, উমর (রাঃ) যে রাক'আতের উপর লোকজনকে তারাবীহ পড়ার জন্য একত্রিত করেছিলেন আমার কাছে সেটা খুবই পছন্দনীয়। তা হলো এগার রাক'আত এবং এটাই হলো নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সলাত। ইমাম মালিক (রহঃ)-কে বলা হল ঃ বিতর সলাতসহ এগার রাক'আত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আর তের রাক'আত তার নিকটবর্তী বর্ণনা। তিনি বলেছেন, আমি জানি না এগার রাক'আতের বেশি রাক'আতগুলো তারা কোথা থেকে বর্ণনা করেছেন?"

ইমাম ইবনুল আরাবী 'শরহে তিরমিযী' (৪/১৯) পৃষ্ঠাতে উমর (রাঃ) হতে পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ এ কথা পর্যন্ত তারাবীহর সলাতের রাক'আতের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নাই এবং সহীহ (বিশুদ্ধ) কথা হলো, তারাবীহর এগার রাক'আত পড়তে হবে, যা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সলাত ও কিয়াম। এছাড়া অন্যান্য যে সংখ্যার কথা বলা হয়, তার কোন ভিত্তি নাই, এবং এর কোন সীমা রেখা নাই, কোন নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যার যদি প্রয়োজন না-ই হতো তাহলে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহর সলাত পড়তেন না। যেহেতু নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান ও রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে রাত্রিতে নফল সলাত এগার রাক'আতের বেশি পড়েননি। আর রামাযান মাসে একেই বলা হয় তারাবীহর সলাত। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে রাতের সলাতে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

সেজন্য ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল সিনয়ানী 'বুলুগুল মারামের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'সুবুলুস সালাম'-এ বিশ রাক'আতের তারাবীহ পড়াকে স্পষ্টভাবে

বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন ঃ বিদ'আতে প্রশংসা করার মত কোন জিনিস নেই। বরং প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী পথভ্রষ্ট।*

আমি বলি ঃ বিদ'আত সম্পর্কিত বিশেষ অনুচ্ছেদে বিদ'আতের বিবরণ আসবে (ইনশাআল্লাহ)। পাঠকদের নিকট সম্মানিত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর একটি কথা উল্লেখ করা আমাদের জন্য এখন যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী যদিও মানুষ সেটাকে ভালই মনে করে অর্থাৎ বিদ'আতে হাসানা মনে করে, যাতে করে পাঠকগণ ঐ সমস্ত ধারণা হতে মুক্ত থাকতে পারো, বিদ'আতী বিদ'আত করে এই ধারণায় যে, সে সাহাবীদের সাহায্য করছে, বস্তুত পক্ষে সে সাহাবীদের নিষেধকৃত বিরোধী পথেই অগ্রগামী হচ্ছে। এতেও তাদের যথেষ্ট হয় না উপরন্তু তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার আহ্বানকারীদের তাদের মতের পরিবর্তে অপবাদ দেয়। মূলত সনদ সহীহ হলে মানুষের মধ্যে তাদের জন্য সাহাবীরাই বেশি অনুসরণীয় হয়েছে।

---

*এ কথা ও পূর্বের বর্ণিত আলোচনা দ্বারা বিশ রাক'আতপন্থী লিখকগণ তাদের রিসালার ৬১নং পৃষ্ঠাতে যা লিখেছেন তা বাতিল বলেও গণ্য করা যায়। তারা লিখেছেন ঃ "সাহাবীগণ তাদের পরবর্তী তাবেয়ীগণ তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈগণ থেকে আজ পর্যন্ত সবাই মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) ভাবে তারাবীহর সলাত বিশ রাক'আত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন" অথচ পূর্বের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বিশ রাক'আতের বর্ণনা কোন একজন সাহাবী থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। বরং এটি উমর (রাঃ) এগার রাক'আতের আদেশের বিপরীত কথা। এরপর তারা বলেছেন, তারা কেউ বিশ রাক'আত তারাবীহকে অস্বীকারের এ হুকুমকে ব্যতিক্রম করেননি। শুধু আমাদের যুগে প্রকাশ পাওয়া এই কতিপয় লোকেরা ব্যতীত যেমন মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী এবং তার সমপর্যায়ের লোকেরা, তার ভাইয়ের এটা হচ্ছে তাদের মূর্খতা অথবা ইমাম মালিকের কথা সম্পর্কে অবগত না হওয়া এবং ইমাম ইবনুল আরবী সিনয়ানী সহ অন্যান্যরা যাদের কথা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। "আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ঐ সমস্ত কথা হিফাযত করার দায়িত্ব নেননি যারা তাদের কথা দ্বারা কোন কিছুকে অস্বীকার করেছে যা অস্বীকার সুন্নাত বিরোধী। বরং আল্লাহ আমাদের জন্য মূল সুন্নাতকে হিফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ কথা আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়েছে যে, কোন লোকের কথার জন্য সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। যেমন সামনে ইমাম শাফেয়ীর কথা আসছে এরপর রিসালার লিখকেরা বলেছেন, "এবং এগার রাক'আত তারাবীহ পন্থীরা এই উম্মাতের মধ্যে যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ে আসছে যাদের মধ্যে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামমের সাহাবীগণও আছেন তাদেরকে দোষারোপ করেছেন।"

এ ধরনের কথা তারা বলেছেন আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অতিরিক্ত মিথ্যাচারের বশবর্তী হয়ে। এ সম্পর্কে প্রথম রিসালাতে কিছু কিছু অবহিত করা হয়েছে। আমরা নিজেরা ইসলামী রীতিনীতির আমল করেই তাদের মোকাবিলা করব।

সংশয় ও মিথ্যারোপ দূরীকরণ ঃ

আমরা যখন সুন্নাতে বর্ণিত সংখ্যা (এগার রাক'আত)-কে প্রাধান্য দেয়ার ও সুন্নাতের (এগার রাক'আত) উপর যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা প্রাধান্য দিতে চাইব তখন ঐ লোকেরা আমাদের উপর যে দোষারোপ করেছে তাদের কোন কিছুই আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না। যারা বৃদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ আমরা বিশ্বাস করি তারা সুন্নাতকেও গ্রহণ করেননি আবার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অপর কোন কথাকেও গ্রহণ করেননি। যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এজন্য আমরা মুসলিমদের মনোযোগ বিপদজনক করাকে অদ্ভুত মনে করি। এমন কোন মুসলিম থাকতে পারে কি যে দ্বীনের মধ্যে সাহাবীগণ বিদ'আত সৃষ্টি করেছেন এরূপ অপবাদ দেবে? অথচ তাদেরকে বিদ'আত করা থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

বরং তারা তো প্রতিটি অবস্থায় নেকী প্রাপ্ত হবেন। যা আমি বহুবার বর্ণনা করেছি। তারা দ্বীনে কিভাবে বিদ'আত তৈরী করতে পারেন, অথচ কুরআন ও সুন্নাহ যা প্রমাণ করে ও বুঝায় সেই দিকে আমাদেরকে পথ প্রদর্শনে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে। তাদের (অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিঈ) উভয়ের কুরআন ও সুন্নাহকে এ দু'য়ের পরিপন্থী সকল কথার উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ অবদান। এক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী (রাঃ) বলেন, মুসলমানেরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) করেছে, যার নিকট রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত স্পষ্ট হয়ে যাবে তার জন্য কারো কথাকে গ্রহণ করে সুন্নাত বর্জন করা বৈধ (হালাল) হবে না।

তেমনিভাবে কেউ কেউ ভুল ধারণা করে যে, কোন কোন ইমামদের বিরোধিত করার অর্থ হলো, বিরোধী লোক নিজেকে তাদের উপর ইল্‌মের ও ফিকহের দিক দিয়ে মর্যাদাবান মনে করছে, এটা কখনো হতে পারে না। বরং এটি বাতিল ধারণা। আমরা এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি চার ইমাম তাদের ছাত্রদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তারা যাদের ছাত্র ছিলেন তাদের চাইতেও। এ সত্ত্বেও তাদের ছাত্ররা তাদের বহু রায়ের বিরোধীতা করেছেন। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে ন্যায়পন্থী আলিমগণ থাকবেন ততদিন পর্যন্ত পূর্ববর্তী আলিমের বিরোধিতা করবে পরবর্তী আলিম। এ সত্ত্বেও ইমামদের মতের

বিরোধিতাকারী মুহাক্কিক আলিমগণ নিজেদেরকে তাদের উপর মর্যাদাশীল দাবী করেননি। কিভাবে একক একটি ইখতেলাফের জন্য নিজেকে তারা মর্যাদাবান মনে করতে পারেন ঐ ইমামদের উপর যারা এদের মত নন।

বাস্তবে ইমামদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান তেমন, যেমন আসিম বিন ইউসুফ[১] হতে বর্ণিত হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল আপনি আবু হানীফার বেশি বিরোধিতা করেন? তখন তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আবু হানীফাকে যে (ইলম ফিকাহ) দেয়া হয়েছে, আমাদের সে বুঝ দেয়া হয়নি। তিনি তাঁর এমন বুঝ পেয়েছেন যা আমরা পাইনি। আর আমাদের যে বুঝ দেয়া হয়েছে এর চাইতে বেশি বুঝ পাইনি। তবে তার কথা দিয়ে ফতোয়া দেয়ার অধিকার আমাদের নাই যতক্ষণ না আমরা বুঝব তিনি কোথা হতে কথাটি বলেছেন।[২]

এ কথা স্বীকার করে আমি বলছি, সম্মান ও ইলম শুধু চার ইমামদের মাঝে সীমাবদ্ধ করা থেকে আল্লাহর রহমতের হাত প্রশস্ত। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পরে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী লোক সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন সময় নিম্ন শ্রেণীর লোকের মাঝেও এমন গুণ পাওয়া যায় যা উচ্চ মর্যাদাবান লোকের মাঝে পাওয়া যায় না। মুসলিম আলিমগণের কাছে একথাটি তো অতি প্রসিদ্ধ। আর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়, জানা যায় না তার প্রথমে কল্যাণ নিহিত আছে না শেষে"।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী (৪/৪০)-তে এবং তিনি একে হাসান বলেছেন, কাইলী (পৃঃ ১১০-১১১)-তে এছাড়াও অন্যান্যরা। হাদীসটির বহু সনদ আছে।

১। আসিম বিন ইউসুফ ইমাম মুহাম্মাদের একজন ছাত্র এবং ইমাম ইউসুফের সাথে সর্বদা লেগে থাকা লোকদের একজন। দেখুন আমার কিতাব (সিফাতে সলাতুন নাবী পৃঃ ৩৫) এগারতম সংস্করণে। যা ইসলামী লাইব্রেরী প্রকাশ করেছে।

২। ফালানী ايقاظ الهمم। (পৃঃ ৫১-৫২) ফকীহ আবূ লাইম হতে কথাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আসেম তার শেষ কথাতে ইঙ্গিত করেছেন তারা কোথায় থেকে গ্রহণ করেছেন তাহা না জেনে ফতোয়া দেয়া উচিত নয়, ইমাম আবূ হানীফার এই প্রসিদ্ধ কথাটির দিকে লক্ষ্য করে যে, কোন লোকের জন্য আমাদের কথা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হালাল হবে না যতক্ষণ না সে জানবে আমরা কোথায় থেকে কথাটি গ্রহণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আবু হানীফার অনুসারী হতে পারেন স্বয়ং আবু হানীফার বিরোধীতা করা সত্ত্বেও।

এগার রাক'আতের কম বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

অতএব যদি কেউ বলে, যখন তোমরা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রাতের সলাতে যে রাক'আত সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে তাতে কোন প্রকার বৃদ্ধি করাকে নিষেধ করলে যার মধ্যে তারাবীহর সলাতও অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এগার রাক'আতের চেয়ে কম আদায় করাকেও নিষেধ কর। কেননা বৃদ্ধি করা এবং কমানোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই যদি উভয়টি দলীল ছাড়া করা হয়। এর উত্তর হলো, ব্যাপারটি যে এরূপ তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তেমনিভাবেই যদি এ সংখ্যার চাইতে কম জায়িয হওয়াটাও নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ ও কথা দ্বারা প্রমাণিত না হয়ে থাকে তাহলে কম পড়া যাবে না।

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন আবু কাইস বলেছেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক'আত বিতরের সলাত পড়তেন? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, দশ ও তিন রাক'আতের পড়তেন। তিনি সাত রাক'আতের কমে বিতর পড়তেন না এবং তের রাক'আতের বেশি রাক'আত পড়তেন না।*

* আয়িশা হতে বর্ণিত। হাদীসটি আমাদেরকে প্রমাণ করে দিয়েছে তার সূত্রে অপর যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেটাকে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি এতদ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাক'আত নফল পড়ার পর তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। ইমাম ত্বাহাবী আয়িশা হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন বিতর ছিল সাত, পাঁচ এবং তিন রাক'আত। ইমাম তাহাবী বলেছেন তিনি পূর্বে কোন নফল সলাত না পড়ে শুধু তিন রাক'আত বিতর পড়া অপছন্দ করেছেন।

আমি বলি ঃ এ সত্ত্বেও হানাফীগণ আয়িশার অপর হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছে। যদি সহীহ হতো তাহলে কোন আপত্তি থাকতো না। যে সর্বনিম্ন বিতর হলো তিন রাক'আত। হাদীসটি দুর্বলতা (যঈফ) হতে মুক্ত নয়। বরং এ হাদীসটি তিন রাক'আত বিতর পড়া জায়িয বলে প্রমাণ করে। যেমন উপরে আয়িশার হাদীসের পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হানাফীরা এ স্পষ্ট হাদীসটি গ্রহণ করে না যে, এক রাক'আত বিতর পড়া জায়িয। গ্রহণ না করার কারণ হলো তা তাদের মাযহাব বিরোধী।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (১/২১৪) ত্বহাবী "শরহে মা'আনিল আসার" গ্রন্থে (১/১৬৮)-তে, আহমাদ (৬/১৪৯) ভাল সনদে। হাদীসটিকে হাফেয ইরাকী সহীহ বলেছেন "তাখরিজুল ইহ্ইয়া" কিতাবের দুই খণ্ডের মধ্যে (৫৭৩ নং হাদীসে) নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কথা ঃ বিতর হলো হক সত্য। যে বিতর পড়তে চায় সে যেন পাঁচ রাক'আত বিতর পড়ে। যার মন চায় সে যেন তিন রাক'আত পড়ে। আবার যার মন চায় সে যেন এক রাক'আত পড়ে।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ত্বহাবী (১/১৭২), দারাকুতনী (১৮২ পৃঃ), হাকিম (১/৩৫), বাইহাকী (৩/২৭), আবু আইউব আনসারী হতে মারফুভাবে এবং হাকেম বলেছেন হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তারই মতের সমর্থন করেছেন যাহাবী ও নববী আল-মাজমু'উ (৪/১৭-২২)-তে হাদীসটিকে ইবনে হিব্বানও সহীহ বলেছেন যেমন রয়েছে "আল-ফাতহু" গ্রন্থে (২/৩৮৬)-তে। ইবনু হিব্বানও অন্যান্যরা বলেছেন, এটা হচ্ছে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়ার জায়িয হওয়ার স্পষ্ট দলীল। এরই উপর সালাফীগণের (পূর্বসূরী) আমল চলে আসছে।*

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বুখারী ব্যাখ্যায় বলেছেন, একদল সাহাবী হতে সনদভাবে প্রমাণিত যে, তারা পূর্বে কোন প্রকার নফল না পড়েও এক রাক'আত বিতর সলাত পড়েছেন। মুহাম্মাদ বিন নাসর ও অন্যান্যদের কিতাবে সহীহ সনদে আছে সায়িব বিন ইয়াযিদ সূত্রে ঃ উসমান কোন একরাতে এক

* আমি বলি ঃ বাইহাকীর হাদীসটিকে প্রাধান্য দেয়া এবং অন্যান্যদের তার সাথে ঐক্যমত পোষণ। এটাকে পরিত্যাগ করা যায় না, যেহেতু নির্ভরযোগ্য একদল লোক হাদীসটিকে মারফু বলেছেন। হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়েছে মারফু বর্ণনাতে বৃদ্ধি গ্রহণ করা ওয়াজিব। অতএব হাদীস, "তোমরা তিন রাক'আত বিতর পড় না যা মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য হয় কিন্তু পাঁচ অথবা সাত, নয় বা এগার রাক'আত বা তার চেয়ে বেশি করে বিতর পড়"। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু নসর (১২৫-১২৬), হাকিম (১/৩০৪), বায়হাকী (৩/৩১) তাহের বিন আমর বিন বারীর সনদে। এ সনদে ইয়াযিদ বিন আবু হাবিব আরাক বিন মালিক, আবু হুরাইরা হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন এই বৃদ্ধিসহ অথবা এগার রাক'আতের চাইতে বেশি পড়। যা মুনকার বাতিল হাদীস। হাকিম একে সহীহ বলেননি।

রাক'আতে কুরআন পড়লেন। এছাড়া আর কোন সলাত পড়েননি। আল মাগাবীতে আব্দুল্লাহ বিন সালাফীর হাদীস আসবে যে সা'দ এক রাক'আত বিতর পড়েছেন। (النافت) মুয়াবিয়া হতে বর্ণনা আসবে তিনি এক রাক'আত বিতর পড়েছেন, এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস একে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।*

(৭)

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রির ও বিতর সলাতের পদ্ধতি

হে মুসলিম জেনে রাখুন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের সলাত এবং বিতরের সলাত ছিল বহু প্রকার ও বিভিন্ন নিয়মের। এ বিষয়টি ফিকহের অধিকাংশ কিতাবেই সংক্ষিপ্তাকারে বা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ নেই। তাই প্রত্যেক মানুষের জন্য নবীর সুন্নাত বর্ণনা করা অবশ্য কর্তব্য। যাতে করে নবীর সুন্নাতের প্রতি মহব্বত পোষণকারীর জন্য তদানুযায়ী আমলের দিকটি গুরুত্ববহ হয়। আল্লাহ চাহেন তো এর বদলে আমাদের জন্য সওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তির এই বিষয়ে জ্ঞান নেই সে যেন এ বিষয়ে কোন বক্তব্যকে অস্বীকার করতে ভয় পায়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর নবীর সুন্নাত সঠিকভাবে পালন করার এবং তিনি আমদেরকে যে বিদ'আতের ভয় দেখিয়েছেন তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন (আমীন)। তাই আমার বক্তব্য ঃ

১। তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাক'আত কিয়ামুল লাইল করতেন এবং **হালকাভাবে দু'রাক'আত** সলাত দ্বারা শুরু করতেন।

* এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইজমায়ে মুসলিম হলে হানাফীগণ যে কথা বর্ণনা করেছেন, "বিতর হলো তিন রাক'আত" তা সহীহ নয়। হাফিয একে ফতহুল বারীতে প্রতিহত করেছেন (২/৩৮৫)। সেজন্য দেখুন নাসবুর রায়া (২/১২২) পৃঃ।

(ক) যায়েদ বিন খালেদ জুহানীর হাদীস, তিনি বলেছেন ঃ "আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রির সলাতের বর্ণনা দেব। তিনি **হালকাভাবে দু'রাক'আত** সলাত পড়লেন। অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন অনেক অনেক লম্বা করে। অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন পূর্বে দু'রাক'আতের চেয়ে একটু হালকা করে। অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন পূর্বের দু' দু' রাক'আতের চেয়ে হালকা করে। অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন পূর্বে দু'রাক'আতের চেয়ে হালকা করে। অতঃপর বিতর পড়লেন। এসব মিলে হলো তের রাক'আত।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- মুসলিম ও আবূ আওয়ানা উভয়ের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এবং তাদের ছাড়াও অন্যান্য কিতাবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

(খ) ইবনু আব্বাসের হাদীস। তিনি বলেন ঃ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক অতিবাহিত হবার পর তিনি জেগে উঠলেন, তারপর পানির পাত্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে অযু করলেন। আমিও তাঁর সাথে অযু করলাম। তিনি সলাতে দাঁড়ালেন আমিও তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার ডানদিক ধরলেন তাঁর হাত আমার মাথার উপর রাখলেন (আমি অনুভব করলাম) তিনি যেন আমার কান ধরে নাড়া দিচ্ছেন যাতে আমি জাগ্রত থাকি। অতঃপর তিনি হালকাভাবে **দু'রাক'আত** সলাত পড়লেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। তারপর বিতর সহ এগার রাক'আত সলাত পড়লেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। বেলাল এসে তাকে ডাকলেন। আস্সালাত ইয়া রসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি জেগে উঠলেন দু'রাক'আত সলাত পড়লেন। অতঃপর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সলাত পড়লেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবূ দাউদ (১/২১৫), তার থেকে আবূ আওয়ানা তার সহীহ গ্রন্থে (২/৩৮১), আর এর মূলটি রয়েছে "সহীহাইনে"।

(গ) আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে সলাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি **দু'রাক'আত**

হালকা সলাত দিয়ে তা শুরু করতেন। অতঃপর আট রাক'আত সলাত পড়তেন। অতঃপর বিতর পড়তেন।"

অন্য শব্দে রয়েছে ঃ "তিনি এশার সলাত আদায় করলেন, **অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন**। তিনি আবার মিসওয়াক করলেন, অতঃপর অযু করলেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন তার ঘুম ভাঙ্গালেন। তিনি মিসওয়াক করলেন, অযু করলেন, অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন। অতঃপর আবার দাঁড়ালেন এবং আট রাক'আত সলাত পড়লেন। পুরো সলাতেই তিনি কিরা'আতে সমতা বজায় রাখলেন। তারপর নবম রাক'আতে বিতর পড়লেন। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়সে উপনীত হলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন আট রাক'আতের বদলে ছয় রাক'আত পড়লেন এবং সপ্তম রাক'আতে বিতর পড়লেন। তারপর বসে বসে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরুন ও সূরা যিলযাল পড়লেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ত্বহাবী (১/১৬৫) দু' ধরনের শব্দে এবং উভয়টির সনদ সহীহ। আর প্রথম শব্দের প্রথম অংশটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (২/১৮২) ও আবূ আওয়ানা (২/৩০৪) এবং তাদের প্রত্যেকেই হাসান বসরীর সনদে আনআন যোগে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (১/২৫০) ও আহমাদ (৬/১৬৮) হাসান বসরীর সূত্রে দ্বিতীয় হাদীসের মত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ত্বহাবীর ভাষায়ও এটা স্পষ্ট যে, রাক'আত সংখ্যা তের। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রমাণ করে যে, প্রথম শব্দটি (অতঃপর তিনি বিতর পড়লেন কথাটি) অর্থাৎ তিন রাক'আত বিতর পড়লেন। যার ফলে দ্বিতীয় হাদীসের রাক'আতের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায় এবং এরই ফলে পূর্বের হাদীস ইবনু আব্বাসের মত বর্তমান বর্ণিত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের কথাও এক হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য যে, দ্বিতীয় হাদীসে আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনা এশার সলাতের পর দু'রাক'আত হালকা সলাত পড়তেন। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে এশার সুন্নাতের উল্লেখ করেননি। এর ফলে এই মতকে শক্তিশালী করে যে, হালকাভাবে দু'রাক'আত সলাত এশার দু'রাক'আত সুন্নাত। আল্লাহই ভাল জানেন।

২। তিনি তের রাক'আত সলাত পড়লেন। তার মধ্যে আট রাক'আত আদায় করলেন প্রত্যেক দু'রাক'আতে এক সালামে। অতঃপর পাঁচ রাক'আত বিতর পড়লেন। পঞ্চম রাক'আতে সালাম ফিরালেন।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মিসওয়াক করলেন, অযু করলেন। অতঃপর আট রাক'আত সলাত পড়লেন। প্রত্যেক দু'রাক'আতে বসতেন, সালাম ফিরাতেন। অতঃপর পাঁচ রাক'আত বিতর পড়লেন কোন রাক'আতে না বসে পঞ্চম রাক'আতে বসে সালাম ফিরালেন। (মুয়াজ্জিন আযান দিলে তিনি দাঁড়ালেন এবং হালকাভাবে দু'রাক'আত সলাত পড়লেন।)

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- ইমাম আহমাদ (৬/১২৩, ২৩০) এবং এর সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, মুসলিম (২/১৬৬), আবূ আওয়ানা (২/৩২৫), আবূ দাউদ (১/২১০), তিরমিযী (২/৩২১) তিনি একে সহীহ বলেছেন। দারেমী (১/৩৭১), ইবনু নসর (১২০-১২১ পৃষ্ঠা), বাইহাকী (৩/২৭), ইবনু হাযম "মুহাল্লা" (৩/৪২-৪৩), তার থেকে বর্ণনা করেছেন শাফিয়ী (১/১/১০৯), তায়ালিসী (১/১২০), হাকিম (১/৩০৫)।

ইবনু আববাসের হাদীস হতে হাদীসটির সমর্থক হাদীস রয়েছে। যা বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (১/২১৪), বাইহাকী (৩/২৯) সহীহ সনদে।

ইমাম আহমাদের এই বর্ণনা এটাই স্পষ্ট করে যে, ফজরের দু'রাক'আত ব্যতীত কিয়ামুল লাইলের মোট রাক'আত সংখ্যা তের। এটি পূর্বে বর্ণিত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের স্পষ্ট বিপরীত। তা হলো "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানে এবং রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসসমূহে এগার রাক'আতের বেশি সলাত আদা করতেন না"।

দু'হাদীসের মধ্যে পূর্বে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মূল কথা হলো এই যে, আয়িশা (রাঃ) তার হাদীসে সেই দু'রাক'আতকে ছেড়ে দিয়েছেন যার দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামুল লাইল আরম্ভ করতেন। এর প্রমাণ পেয়েছি তার দ্বিতীয় হাদীসে যাতে উল্লেখ রয়েছে- প্রথমে ঐ দু'রাক'আত, অতঃপর আট রাক'আত কিয়ামুল লাইল, অতঃপর বিত্র এর সলাত আদায় করেছেন।

৩। তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগার রাক'আত পড়েছেন। অতঃপর প্রত্যেক দু'রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন। তারপর এক রাক'আত বিতর পড়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি বলেন ঃ এশার সলাত (লোকেরা যাকে "আতামা" নামে অভিহিত করে থাকে) থেকে অবসর হওয়ার পর ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক'আত সলাত আদা করতেন। তাতে প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক'আত বিতর পড়তেন। (তোমাদের কারোর পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াতের পরিমাণ সময় তিনি সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের পূর্বে অবস্থান করতেন)। আর যখন মুয়াজ্জিন ফজরের সলাতের (আযান) হতে নীরব হতো এবং তার নিকট ফজরের ওয়াক্ত পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো এবং মুয়াজ্জিন তাঁর নিকটে আসতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তারপর ইমামতের জন্য তার কাছে মুয়াজ্জিন আসা পর্যন্ত তিনি ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে থাকতেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- মুসলিম (২/১৫৫), আবূ আওয়ানা (২/৩২৬), আবূ দাউদ (১/২০৯), ত্বহাবী (১/১৬৭), আহমাদ (৬/১২৫, ২৪৮), ইমাম আহমাদ প্রথম হাদীস দু'টি ইবনু উমার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। আবূ আওয়ানা (২/৩১৫) ইবনু আব্বাসের হাদীস হতে ইবনু উমারের হাদীসও এই শ্রেণীর সম্পর্কিত। তা হলো- "এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাতের সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল?" নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তখন এক রাক'আত সলাত পড়ে নিবে যা তাঁর সলাতে বিতর করে দেবে।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- ইমাম মালিক (১/১৪৪), বুখারী (২/৩৮২-৩৮৫), মুসলিম (২/১৭২), আবূ আওয়ানা (২/৩৩০-৩৩১) এবং তিনি বৃদ্ধি করেছেন ঃ "অতঃপর ইবনু উমারকে বলা হলো দুই দুই কি? তিনি বললেন, প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরানো"। ইমাম বুখারী ও মালিকের বর্ণনায় রয়েছে ঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বিতর সলাতে এক রাক'আতে

সালাম ফিরাতেন এবং (তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর সলাতে) দু'রাক'আতেও সালাম ফিরাতেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রয়োজনের নির্দেশও দিতেন।

উল্লেখিত ইবনু উমারের হাদীসের ব্যাখ্যা যা ইমাম আহমাদ মারফু সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন মুসনাদে ৫১০৩ নং হাদীসের শেষাংশে। কিন্তু হাদীসটির সনদে আব্দুল আযীয বিন আবী রাওয়াদ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে যিনি সত্যবাদী, কখনো কখনো তাকে সন্দেহ করা হয়েছে। সেই সূত্রেই আমি আশঙ্কা করছি হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সন্দেহ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

৪। তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগার রাক'আত পড়েছেন। চার রাক'আত এক সালামে, অতঃপর তিন রাক'আত বিতর পড়েছেন। যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যরা আয়িশা (রাঃ)-এর সূত্রে। যার শব্দাবলী পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় তিনি চার ও তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে প্রত্যেক দু'রাক'আতের মাঝে বসতেন কিন্তু তিনি সালাম ফিরাতেন না। ইমাম নববী এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসটির ব্যাখ্যা যা দিয়েছেন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত কতিপয় হাদীস তিনি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক'আতে এবং বিতর সলাতে সালাম ফিরাতেন না। কিন্তু ইমাম ইবনু নাসর, বাইহাকী ও নববী বর্ণনা করেন যে, সমস্ত হাদীসই দোষমুক্ত।

অতএব উত্তম এই যে, সালাম ব্যতীত দু'রাক'আতের ব্যাখ্যাটাই শরীয়ত সম্মত। যা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তথাপি পরবর্তী হাদীসগুলো এই মতকে ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হবে।

৫। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক'আত সলাত পড়লেন। তার মধ্যে আট রাক'আতে বসলেন, তাশাহহুদ পড়লেন, দরূদ পড়লেন তবে দাঁড়িয়ে গেলেন, সালাম ফিরালেন না। অতঃপর এক রাক'আত বিতর আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর বসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। সা'দ বিন হিসাম বিন আমের বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু আব্বাসের নিকট আসলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে তার সন্ধান দেব না যিনি দুনিয়াবাসীর মধ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিতর সলাত সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত? তিনি বললেন, কে তিনি? আব্বাস বললেন, আয়িশা (রাঃ)। সা'দ বলেন ঃ অতঃপর আমি আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিতর সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন ঃ আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিসওয়াক ও অযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময়ে আল্লাহর ইচ্ছে হতো তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিসওয়াক ও অযু করতেন এবং নয় রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তিনি অষ্টম রাক'আত ব্যতীত এর মাঝে আর বসতেন না। সে সময় তিনি আল্লাহর যিক্র করতেন, হাম্দ করতেন এবং তাঁর কাছে দু'আ করতেন। তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাক'আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর যিক্র ও হাম্দ করতেন এবং তাঁর নিকট দু'আ করতেন। পরে এমনভাবে সালাম করতেন যা আমরা শুনতে পেতাম না। সালাম ফিরানোর পরে তিনি বসে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন। হে বৎস! এই হলো এগার রাক'আত। পরে যখন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়োঃপ্রাপ্ত হলেন এবং তিনি স্থুল দেহী হয়ে গেলেন তখন সাত রাক'আত বিতর আদায় করতেন এবং শেষ দু'রাক'আতে আগের মতই আমল করতেন। হে বৎস! এই হলো মোট নয় রাক'আত।

৬। তিনি নয় রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তার মধ্যে ছয় রাক'আত সলাতে শেষে বসলেন, অতঃপর তাশাহহুদ পড়লেন, দরূদ পড়লেন আবার দাঁড়িয়ে গেলেন সালাম ফিরালেন না। অতঃপর এক রাক'আত বিতর আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর আবার দু'রাক'আত সলাত বসে আদায় করলেন।

এ হাদীসটি বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে তারাবীহ সলাত পড়া বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। যদিও এ ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন সহীহ বর্ণনা বর্ণিত হয়নি। বরং আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত রাক'আতের কম বিতর পড়তেন যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর এই তিন ও পাঁচ রাক'আত বিতর ইনশাআল্লাহ তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৈঠকে এক সালামে আদায় করেছেন। যেমন দ্বিতীয় প্রকারে আছে। ইনশাআল্লাহ তিনি বিনা সালামে প্রতি দু'রাক'আতের মাঝে বসে বিতর আদায় করেছেন। যেমন আছে চতুর্থ প্রকারের মধ্যে। তৃতীয় ও অন্যান্য প্রভৃতিতে যেমন আছে প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন এবং শেষে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়েছেন। আর এ পদ্ধতিই উত্তম।

হাফিয মুহাম্মাদ বিন নাসর মারুফী (রহঃ) "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ১১৯)-তে বলেছেন ঃ আমরা প্রতি দু'রাক'আতের মাঝে সালাম ফিরানো ভাল মনে করি। যখন তিন রাক'আত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন প্রথম রাক'আতে (সূরা ফাতিহা পড়ার পর) সূরা আ'লা পড়বে, দ্বিতীয় রাক'আতে পড়বে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তাশাহহুদও পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। এরপর দাঁড়াবে এবং এক রাক'আত সলাত পড়বে। তাতে সূরা ফাতিহা ও ইখলাস এবং ফালাক ও নাস পড়বে। (এরপর বিতর পড়ার আরো কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন) তারপর বলেছেন ঃ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার মানসে এ ধরনের সব'কটি পদ্ধতিতে আমল করা জায়িয। এ সত্ত্বেও আমরা তিন রাক'আতের মাঝে সালাম ফিরিয়ে পরে এক রাক'আত পড়ার পদ্ধতিকে পছন্দ করেছি। এর কারণ হলো নবী (আঃ)-কে রাতের সলাত কিভাবে পড়তে হবে তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "নিশ্চয় রাতের সলাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে পড়তে হবে" আমরাও সেই পদ্ধতি পছন্দ করেছি যা তিনি তাঁর উম্মতের জন্য পছন্দ করেছেন। আর যে তাঁর পদ্ধতির মত পড়তে চায় সে পদ্ধতিতে পড়াকেও জায়িয বলেছি। যদি ঐ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে।

এরপর তিনি (পৃষ্ঠা ১২১)-তে বলেছেন ঃ বিতর সম্পর্কে বর্ণিত এ সকল হাদীস অনুযায়ী আমল করা আমাদের মতে জায়িয। কিন্তু মতভেদ এ কথাকে কেন্দ্র করে যে, রাতের সলাত হলো নফল, বিতর এবং বিতর ব্যতীত অন্য সলাত (তাহাজ্জুদ, তারাবীহর অন্তর্ভুক্ত)। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের সলাত ও বিতর বিভিন্ন রকম হতো। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তিনি কখনো এভাবে আবার কখনো ওভাবে সলাত ও বিতর পড়তেন। এগুলি সবই জায়িয ও আমল করা ভাল।

অতএব তিন রাক'আত বিতর পড়া সম্পর্কে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক কোন হাদীস পাইনি যে, তিনি তিন রাক'আত বিতর পড়েছেন শেষ রাক'আত ব্যতীত তিনি সালাম ফিরাননি, যেমন আমরা পেয়েছি পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত বিতর সম্পর্কে। এছাড়া আমরা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হাদীস পেয়েছি যে, তিনি তিন রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন, যাতে সালাম ফিরানোর (দু'রাক'আত পড়ে) কোন কথা নেই।[১] এরপর তিন রাক'আত বিতরে একটি সহীহ সনদ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক'আত বিতর পড়তেন, তাতে তিনি সূরা ফাতিহার পর সূরা আ'লা, কাফিরুন ও ইখলাস পড়তেন।

এরপর বলেছেন, তিন রাক'আত বিতর পড়ার অনুচ্ছেদে ইমরান বিন হুসাইন, আয়িশা, আব্দুর রহমান বিন আবযী, আনাস বিন মালিক হতে বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন ঃ এ হাদীসগুলো সন্দেহযুক্ত, হতে পারে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিন রাক'আতের সাথে সালাম ফিরিয়েছেন যেমন বর্ণিত হয়েছে, তিনি তিন রাক'আত বিতর পড়েছেন। কেননা এটা জায়িয ঐ লোককে বলা- যে ব্যক্তি প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরিয়ে দশ রাক'আত বিতর পড়ে। অমুক দশ রাক'আত বিতর পড়েছে। আর বিস্তারিত[২] যে, হাদীসগুলোর একটি অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। উত্তম হচ্ছে তার অনুকরণ করা ও তা দ্বারা দলিল পেশ করা। এছাড়া আমরা নবী সল্লাল্লাহু

১। অর্থাৎ সালামের কথা উল্লেখ বা এ কথা প্রমাণ করে না যে, মোটেই নেই। বরং সালাম ফিরানোর কথা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ আছে টীকাতে এবং এটাই হলো সঠিক কথা এর পক্ষে সাক্ষ্য, পূর্বের হাদীসগুলো।

২। অর্থাৎ যাতে খোলাখোলিভাবে সালাম ফিরানোর কথা বলা আছে জোড় ও বিজোড় সলাতয। এ ব্যাপারে যে হাদীস রয়েছে তাতে আছে তিনি সালাম ফিরাতেন না। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে হাদীসটি যঈফ (দুর্বল)। এ ব্যাপারে উবাই বিন কা'বের যে হাদীস আছে তার দ্বারা "নাসবুর রায়া" (২/১১৮)-তে দলীল দিয়েছেন হাদীসটি আছে এই শব্দে-

"রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সলাতয (সূরা আ'লা, কাফিরুন, ইখলাস- তিনটি সূরা) পড়তেন। এগুলোর শেষটি ব্যতীত তিনি সালাম ফিরাতেন না।" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী (১/২৪৮) "সালাম ফিরাতেন না" এই কথাটি বৃদ্ধি করে তিনি ===

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছি যে, সেই উত্তম বিতর আদায়কারী যে তিন, পাঁচ বা এক রাক'আত বিতর আদায় করবে। কতিপয় সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছি যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক'আত বিতর পড়েছেন। শেষ রাক'আত ব্যতীত আর কোন রাক'আতে সালাম ফিরাননি। সেই অনুযায়ী আমল করা জায়িয। উত্তম হচ্ছে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি।

এরপর তিনি (পৃষ্ঠা ১২৩)-তে বলেছেন ঃ বিতর এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় পড়ার পদ্ধতিগুলো সবই জায়িয ও ভাল। ঐ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করে যা আমরা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ও তাঁর পরে তাঁর সাহাবা হতে বর্ণনা করেছি। আমাদের পছন্দনীয় বিতরের পূর্বে যে বর্ণনা আমরা দিয়েছি তা ঐ লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, ইশার সলাত পড়ে এক রাক'আত বিতর পড়ার ইচ্ছা করে, তার পূর্বে কোন সলাত পড়ে না। তার জন্য আমরা যে জিনিসটি ভাল ও মুস্তাহাব মনে করি তা হলো তার (এক রাক'আত বিতরের) পূর্বে দুই বা ততোধিক রাক'আত সলাত পড়া। এরপর এক রাক'আত বিতর পড়া। যদি সে এ কাজ না করে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়ে তাহলেও জায়িয হবে। আমরা একাধিক উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী হতে বর্ণনা করেছি যে, তারা এভাবে করতেন। এভাবে বিতর পড়াকে ইমাম মালিক ও অন্যান্যরা অপছন্দ করেছেন। আর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ অনুসরণের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য।

এরপর তিনি (পৃষ্ঠা ১২৫)-তে বলেন ঃ তিন রাক'আত বিতর পড়া অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কতকগুলো নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবার কতকগুলো সাহাবী

=== একাকী হয়ে গেছেন। তিনি আব্দুল আযীয বিন খালেদ, সাঈদ বিন আবী আরুবা হতে উবাইয়ের সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এ আব্দুল আযীযকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেননি। "তাকরীব" গ্রন্থে রয়েছে ঃ তিনি গ্রহণযোগ্য যখন তার হাদীসের মত অপর হতে হাদীস পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন ঈসা বিন ইউনুস তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনিও সাঈদ বিন আবূ আরুবা হতে "এবং সালাম ফিরাননি" কথা না বৃদ্ধি করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইবনু নসর (১২৬), নাসায়ী ও দারাকুতনীও (পৃষ্ঠা ১৭৪)-তে বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে ইবনু আরুবা ব্যতীত অন্য রাবী হতে "তিনি সালাম ফিরাননি" কথা বৃদ্ধিহীনভাবে ইমাম নাসায়ী এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো অতিরিক্ত কথাটুকু পরিত্যাজ্য তা এর দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

ও তাবিঈগণ হতে বর্ণিত হয়েছে। এরপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করেছেন। "তোমরা তিন রাক'আত বিতর পড়ো না, যা মাগরিবের সলাতের সাদৃশ্য হয়। বরং তোমরা পাঁচ রাক'আত বিতর পড় ......" এর সনদ যঈফ (দুর্বল)। কিন্তু ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা অন্য সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমন পূর্বের তা'লীকে বর্ণনা হয়েছে। প্রকাশ্য হাদীসটি আবূ আইউব যে শব্দে বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত "..... যার ইচ্ছে হয় বিতর তিন রাক'আত পড়তে পারবে"। দু' হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যতা এভাবে করা যায় যে, তিন রাক'আত পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস দ্বারা দু'তাশাহহুদে তিন রাক'আত পড়া নিষিদ্ধ হওয়াকে বুঝায়, কেননা তা মাগরিব সলাতের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে থাকে। আর যদি শেষ রাক'আত ব্যতীত না বসে তাহলে কোন সাদৃশ্য হয় না। এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন ইবুন হাজার ফাতহুল বারীর (৪/৩০১) পৃষ্ঠায়। আর একে উত্তম ও সুন্দর বলে সিনয়ানী "সুবুলুস্ সালাম" গ্রন্থে (২/৮)-তে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিতর সলাতে জোড় ও বিজোড়ের মাঝে সালাম দ্বারা পৃথক করার কারণে তা মাগরিবের সলাতের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বহু দূরে চলে গেছে। যা কারও কাছে গোপন নেই। এজন্যই ইবনুল কাইয়িম যাদুল মাআদের (১/১২২) পৃষ্ঠাতে হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ "নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন না"।

এ পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্যণীয় দিক রয়েছে। আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, "তোমরা তিন রাক'আত বিতর পড়ো না, তোমরা বিতর পড় পাঁচ অথবা সাত রাক'আত এবং তোমরা তিন রাক'আত বিতর পড়ে মাগরীবের সাদৃশ্য করো না।

দারাকুতনী বলেছেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্য। মাহনা বলেছেন ঃ আমি আবূ আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি বিতর সলাতে কোন দিকে যাবেন। আপনি কি দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরাবেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ; আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন ঃ কেননা এ ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস অধিক ও শক্তিশালী।

হারিস বলেছেন ঃ আহমাদকে বিতর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরাবে। যদি সালাম না ফিরায় আশা করি তাতে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সালাম ফিরানোর কথাই নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিক প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য।* পূর্বের বর্ণনার সার কথা হলো পূর্বের বর্ণিত সালাম পদ্ধতিতে বিতর সলাত পড়া বৈধ ও ভাল। আর তিন রাক'আত বিতর দু'তাশাহহুদ মাগরীব সলাতের মত সাদৃশ্য করে পড়া সম্পর্কে স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আসেনি। বরং এটা অপছন্দনীয় হতে মুক্ত নয়। এজন্যই আমরা জোড় বা বিজোড় কোন রাক'আতে তাশাহহুদ পড়ে না বসাকে পছন্দ করি ও উত্তম মনে করি। যখন বসবে সালাম ফিরাবে। পূর্বে যা বর্ণিত আছে তার মধ্যে এটি উত্তম। আল্লাহই তাওফীক দাতা তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই।

(৮)

সলাত সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং মন্দরূপে আদায়ের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

হে সম্মানিত পাঠক! আপনি এখন রোযা সলাতের (তারাবীহর) মাসে আছেন। বরকতময় রামাযান মাসে। এ মাসে আপনার সৎ মুমিনের অনুরূপ হওয়া, প্রভুর আনুগত্যশীল হওয়া, তাঁর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারী হওয়া উচিত। প্রত্যেক ঐ ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। বিশেষ করে রামাযানে এই মহান ইবাদত (তারাবীহর সলাত) আদায় করার যে সম্পর্ক রয়েছে তা পালন করা উচিত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সাথে নেকীর

---

* দেখুন- "মাসায়েলে ইমাম আহমাদ" তার ছাত্র ইবনু হানীর বর্ণনা (১/১০০) সেখানে ইমাম আহমাদের বিতর সম্পর্কিত উক্তিগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে-জুহাইর।

আশায় তারাবীহ পড়বে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

এ পুস্তিকাতে যে বর্ণনা অতীত হয়েছে এর দ্বারা ভাল কিছু জানতে পেরেছেন। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রামাযান মাসের নফল (তারাবীহ) পড়ার পদ্ধতি জানতে পেরেছেন এবং তার সৌন্দর্যতা ও লম্বা করা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস যেমন "তিনি চার রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। তার সৌন্দর্যতা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না" (অর্থাৎ তা কতই না সুন্দর ও দীর্ঘ ছিল) এবং আয়িশা (রাঃ)-এর বাণী "তিনি সিজদাতে এত দীর্ঘ সময় থাকতেন যে এ সময় তোমাদের কেউ প্রায় পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারত"।

আর হুযাইফার বক্তব্য- ..... এরপর সূরা বাকারা পড়লেন (অর্থাৎ প্রথম রাক'আতে) এরপর রুকু করলেন তার রুকু ছিল দাঁড়ানোর সমপরিমাণ"। এরপর রুকু ও সিজদার পরে অনুরূপ দাঁড়াতেন ও বসতেন।

আপনি এও জানতে পেরেছেন পূর্বসুরীরা উমার (রাঃ)-এর যুগে তারাবীহর সলাতে লম্বা কিরাআত পড়তেন। তারা তাতে প্রায় তিনশত আয়াত পড়তেন। কিয়াম লম্বা হওয়ার কারণে তারা লাঠিতে ভর দিতেন। ফজর না হওয়ার পূর্বে তারা সলাত থেকে ফিরতেন না।*

তাই এ নীতি আমাদের সকলের জন্য চালিকা শক্তি ও প্রেরণা দানকারী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যথাসাধ্য আমাদের সলাত সাহাবীদের সলাতের মত করা উচিত। আমরা যেন তারাবীহ কিরাআত লম্বা করি, রুকু, সিজদা ও এ দু'য়ের

* "আল-ইসাবা" বইয়ের লেখকগণ এ সত্য হতে উদাসীনতা প্রকাশ করেছেন। এ দিকে তারা দৃষ্টিপাত করেননি, এ ব্যাপারে লোকদের উৎসাহিত করার জন্য একটি শব্দও লিখেননি। যেন তাদের ধ্যান-ধারণাতে এটা মোটেই আসেনি। বরং তারা অন্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার জন্য পীড়াপীড়ির উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন যদিও তা রাক'আত ও পদ্ধতির দিক দিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতযর বিপরীত ও বিরোধী। তথাপিও তারা সেভাবে আদায় করার জন্য ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন দামেশ্ক জামে মাসজিদের ইমাম তার দিকে দেখুন কিভাবে সে সলাত পড়ে।

মাঝে তাসবীহ বেশী বেশী পাঠ করি।* কিছুটা হলেও যেন আমরা সময়ের খুশু (ভয়-ভীতি) অনুভব করতে পারি, যা কিনা সলাতের প্রাণ ও অন্তর। অধিকাংশ সলাতী উমার হতে ধারণকৃত বিশ রাক'আত তারাবীহ আদায় করার আগ্রহের কারণে সলাতে ইতমিনান (প্রশান্তির) প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এই সলাতের জন্য এ খুশুকে নষ্ট করে ফেলেছে । বরং তারা তো মুরগীর মত ঠোকর মারে যেন তারা গাড়ীর চাকা এবং স্বয়ংক্রিয় উঠা-নামাকারী যন্ত্র। তারা সলাতে আল্লাহর যে বাণী শুনে থাকে তা চিন্তা-গবেষণা করার কোন প্রকার সুযোগ পায় না। বরং মানুষের সমস্যাকে আরো কঠিন করে তুলে।

আমি জেনে শুনেই এ কথা বলছি। কেননা, এই শেষ যুগে খুব কম সংখ্যক মাসজিদের ইমাম আছেন যারা এদিকে নজর দিয়ে থাকেন ও সতর্ক হন। তারাবীহর সলাত যেন এখন নিকৃষ্ট আদায়ে পরিণত হয়েছে। এগার রাক'আত যারা পড়েন তারা কিছুটা হলেও এ ধীরস্থিরতা ও খুশুর প্রতি নজর দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাদের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার ও সুন্নাতকে জীবিত করার তাওফীক বৃদ্ধি করুন। তাদের অনুরূপ লোকের সংখ্যা দামেশ্ক ও অন্যান্য স্থানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সলাতকে সুন্দরভাবে আদায়ের উৎসাহ প্রদান এবং তা মন্দরূপে আদায়ের ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

উত্তমরূপে সলাত আদায় অব্যাহত রাখাতে অনুপ্ররণা দান এবং অনিষ্টকারীদেরকে তারাবীহর সলাতসহ অন্যান্য সলাতে (পরিমাণ) বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত এমন কিছু সহীহ হাদীস নিয়ে আসা হয়েছে যাতে তার কল্যাণের ব্যাপারে উৎসাহ এবং অকল্যাণের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অতএব আমি সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করবো। আর তা হলো-

* তাসবীহ বেশী করার যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা লিখার জন্য আমার "সিফাতে সলাতুর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম" গ্রন্থের সহযোগিতা নিন। কেননা তা অতি সহীহ (বিশুদ্ধ) একটি গ্রন্থ। তার বিষয়বস্তুর সুন্দর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

(১) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করছিলেন আর এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের এককোণে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর লোকটি (সলাত শেষ করে) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- (তোমার উপরও সালাম) এবং বললেন- তুমি ফিরে যাও এবং আবার সলাত পড়। কেননা, তুমি তো সলাত পড়নি। লোকটি আবার সলাত আদায় করলো এবং সলাত শেষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম করল। আল্লাহর রসূল তার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং আবার সলাত পড়; কেননা, তুমি তো সলাত পড়নি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো। আমাকে (সলাত) শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি সলাত পড়ার ইচ্ছে করবে তখন উত্তমরূপে অযু করবে, তারপর কিবলামুখী হবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে তোমার যা সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকু করবে এমতাবস্থায় যে, ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। তারপর মাথা উঠাবে এ পর্যন্ত যে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সিজদা করবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে, অতঃপর সিজদা হতে মাথা তুলবে এবং প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে। অতঃপর আবার মাথা তুলবে এবং ধীরস্থিরভাবে বসবে। এভাবে তোমার সলাত পূর্ণ করবে।

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- বুখারী (২/১৯১, ২১৯, ২২২, ১১/৩১, ৪৬৭)।

(২) আবূ মাসউদ আল-বাদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যক্তির সলাত ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না সে রুকু ও সিজদায় তার পিঠকে সোজা করবে।

এটি বর্ণিত হয়েছে- আবূ দাউদ (১/১৩৬), নাসাঈ (১/১৬৭), তিরমিযী (২/৫১), ইবনু মাজাহ (১/২৮৪), দারেমী (১/৩০৪), ত্বাহাবী 'মুশকিলুল আসার' (১/৮০), তায়ালিসী (১/৯৭), আহমাদ (৪/১১৯) ও দারাকুতনী (১৩৩ পৃষ্ঠা) এবং তিনি বলেছেন, "হাদীসটির সনদ সহীহ প্রমাণিত"। তিনি যা বলেছেন সেটি তা-ই।

(৩) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট

চোর ঐ ব্যক্তি যে সলাত চুরি করে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ আবার সলাত চুরি করে কিভাবে? তিনি বললেন, যে তার রুকু ও সিজদা উত্তমরূপে পূর্ণ করে না (সে-ই সলাত চোর)।

এটি বর্ণিত হয়েছে- হাকিম (১/২২৯), ইমাম হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবীর মতও তা-ই। আবূ কাদাতা হতে হাদীসটির সমার্থক হাদীস রয়েছে, মালিকের নিকটে (১/১৮১) নু'মান বিন মুররা সূত্রে তার সনদটি সহীহ ও মুরসাল এবং তা প্রমাণিত হয়েছে তায়ালিসীর নিকটে (১/১৯৭)-তে আবূ সাঈদ সূত্রে, সুয়ূতী একে 'তানবিরুল হাওয়ালিক' গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

(৪) উমরাউল আজনাদ হতে বর্ণিত, আমর বিন আস, খালিদ বিন অলীদ, শুরাহবীল হাসনাহ ও ইয়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ান- এরা সকলেই বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সলাতরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। লোকটি ভালভাবে রুকু করছে না এবং সিজদাতে ঠোকর মারছে। তখন তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমতাবস্থায় যদি লোকটির মৃত্যু হয় তাহলে সে মুহাম্মাদের ধর্মের বহির্ভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। [সে তার সলাতে ঠোকর মারছে যেমন কাক (জমাট) রক্তে ঠোকর মেরে থাকে]! যে তার রুকুকে পূর্ণরূপে করে না এবং সিজদাতে ঠোকর মারে তার উদাহরণ ঐ ক্ষুধার্ত কাকের ন্যায় যে একটি দু'টি করে খেজুর খেয়েও তাতে তার যথেষ্ট হয় না।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আজরী "আরবাঈন" গ্রন্থে, বাইহাকী (২/৮৯) হাসান সনদে। মুনযিরী বলেছেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- ইমাম ত্ববারানী "কাবীর" গ্রন্থে এবং আবূ ইয়ালা- হাসান সনদে এবং ইবনু খুযাইমা তার "সহীহ" গ্রন্থে।

(৬) তলাক বিন আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দাহর সলাতের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না যে বান্দাহ রুকুতে ও সিজদাতে পিঠ সোজা করে না।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– আহমাদ (৪/২২), তাবারানী "কাবীর" জিয়াউল মাকদেসী "আল মুখতার' গ্রন্থের (২/৩৭) তার সনদটি সহীহ। এর সমার্থক হাদীস রয়েছে মুসনাদে (২/৫২৫)-তে তার বর্ণনাকারীগণ মজবুত এবং হাফিয

ইরাকী সেটিকে সহীহ বলেছেন- তাখরিজুল ইহ্য়া" গ্রন্থে (১/১৩২), মুনযিরী বলেছেন- এর সনদ উত্তম।[১]

(৬) আম্মার বিন ইয়াসীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় বান্দাহ যখন সলাত আদায় করে তখন তার জন্য লিখা হয় তার দশগুণ, নয়গুণ, সাতগুণ, ছয়গুণ, পাঁচগুণ, চারগুণ, তিনগুণ, দু'গুণ।[২]

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- আবূ দাউদ (১/১২৭), বাইহাকী (২/২৮১), আহমাদ (৪/৩১৯, ৩২১) তার থেকে দু' সনদে যার একটিকে হাফিয ইরাকী সহীহ বলেছেন এবং তা বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান "সহীহ" গ্রন্থে যেমন রয়েছে "আত্তারগীব" গ্রন্থের (১/১৮৪)-তে।

(৭) আবদুল্লাহ বিন শিখইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি সলাত পড়ছিলেন। তাঁর বুক থেকে এমনভাবে কান্নার আওয়াজ আসছিল যেমন পাতিলের ফুটন্ত পানির আওয়াজ আসে।

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- আবূ দাউদ (১/১৪৩), নাসাঈ (১/১৭৯), বাইহাকী (২/২৫১), আহমাদ (৪/২৫, ২৬) মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ সনদে এবং ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান "উভয়ের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে" যেমন বর্ণিত হয়েছে "সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব" গ্রন্থে (ক্রমিক নং ৫৪৫)।

অতএব এ সকল হাদীস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এগুলো প্রত্যেক সলাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চাই তা ফরজ সলাত হোক বা নফল হোক, রাত্রির সলাত অথবা দিনের। আলিমগণ এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তা তারাবীহ সলাতের সাথে সম্পর্কিত।

নববী "আয্কার" গ্রন্থের (শরহে ইবনু আল্লাল ৪/২৯৮-তে)। "তারাবীহ সলাত অনুচ্ছেদে" বলেছেন ঃ এক সলাতের বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট অন্যান্য সলাতের মতই (যার বর্ণনা পূর্বে এসেছে) এবং তাতে পূর্বের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোও

১। তলাক সূত্রে বর্ণনায় সন্দেহের আশঙ্কা নেই।

২। এখানে উল্লেখ্য যে, (সলাতয) মানুষের ধ্যান ও একাগ্রতার পরিবর্তন মোতাবেক তা পরিবর্তন হতে থাকে। অনুরূপভাবে যা তার পূর্ণতাকে পুরা করে "ফাইযুল কাদীর" মুনাকীর।

এসে যায়। যেমন সলাত আরম্ভের দু'আ, বাকী দু'আকে সম্পূর্ণতা, তাশাহুদের বৈঠকের দু'আ পরিপূর্ণতা এবং পরের দু'আসমূহ যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এসব দু'আগুলো জন সমাজে প্রচলিত তথাপি এ বিষয়ে আমার সাবধানতার কথা এই- অনেকেই এ দু'আগুলোকে বাদ দেয় অথবা অলসতা করে।

আমিরী (রহঃ) بهجه المحافل وبغية الأماثل فى تلخيص اليسر والمعجزات والشمائل নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "এক্ষেত্রে মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তারাবীহর সলাত আদায়কারী ইসলামের সাথে অধিকাংশ ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করে তাদের ব্যাপারে সাবধান করাই মূল উদ্দেশ্য।"

আলিমগণ বলেছেন, তারাবীহ সলাতের নিয়মাবলী, শর্ত, আদব ও সকল দু'আর দিক দিয়ে অন্য সলাতের মতই। যেমন তাকবীরে তাহরীমার পর দু'আ করা, সলাতের রুকনগুলোতে দু'আ করা, তাশাহহুদ পড়ে দু'আ করা সহ অন্যান্য দু'আবলী। সেজন্যই রহমতের আয়াতে পৌঁছা না পর্যন্ত তারা রুকু করতো না। হয়তো বা রহমতের আয়াত অন্বেষণ করতে গিয়ে তারা সলাতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রুকন নষ্ট করে ফেলতো। একটি হলো সলাতের আদব অন্যটি হলো কিরাআত পাঠ। তারা দ্বিতীয় রাক'আতকে প্রথম রাক'আতের চেয়ে লম্বা করার মাধ্যমে সলাতের আদব ভঙ্গ করতো এবং আয়াতের সামঞ্জস্যশীল অন্য একটি আয়াতে পৌঁছে থামতো। আর এ দু'টো কারণেই সুন্নাতের সঠিক ব্যবহারের স্বল্পতার দরুন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও এর মূল ভিত্তিকে হালকা করে দিয়েছিল। যার ফলে মানুষ মূর্খতা বশতঃ এ নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সহীহ সুন্নাতের বিরোধী হয়ে যায়। এটাই হলো বর্তমান যুগের ফাসাদ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করা হবে"। অতএব আপনার কর্তব্য হলো সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং যে আপনার অনুগত তাকে সে বিষয়ে নির্দেশ দেয়া। তবেই আপনি আপনার দায়িত্বমুক্ত হবেন, ফিতনা হতে নিরাপদ থাকবেন এবং অফুরন্ত সওয়াবের দ্বারা অসীম নিয়ামতের অধিকারী হবেন।

সাইয়্যেদ জলিল আবূ আলী ফুজাইল বিন ইয়াজ (রহঃ) বলেছেন ঃ হিদায়াতের পথ পথিকের স্বল্পতার কারণে সংকীর্ণ হবে না এবং বিপথের পথিকের সংখ্যাধিক্য আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলবে না।

আসল কথা

এই পুস্তিকায় আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি আলোচনা হয়েছে। কেননা, তা এমন একটি বিষয় যা আলোচনা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও ছিল না। তার কারণ, জ্ঞানের চাহিদাই হলো বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হোক। যার ফলে আমরা স্থির হলাম বিষয়টির মূল বক্তব্য সম্মানিত পাঠক সমীপে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার। যাতে বিষয়টি পাঠকের মস্তিষ্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়। এতে করে বিষয়টি গ্রহণ ও আমল করার দিক দিয়ে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব আমার বক্তব্য হলো ঃ

নিশ্চয় জামা'আত করে তারাবীহ সলাত পড়াই সুন্নাত, বিদ'আত নয়। কেননা, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক রাত্রি জামা'আতে তারাবীহ সলাত আদায় করেছেন। এরপর তিনি তারাবীহর জামা'আত পরিত্যাগ করেন এই আশঙ্কায় যে, তা ধারাবাহিকভাবে পালন করা হলে উম্মাতের উপর আরেকটি ফরজ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শরীয়তের অন্তর্ভুক্তির এই আশঙ্কা বজায় ছিল।

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক'আত তারাবীহ সলাত আদায় করেছেন। যে হাদীসে তাঁর বিশ রাক'আত পড়ার উল্লেখ রয়েছে তা খুবই দুর্বল। তাই এগার রাক'আতের বেশি তারাবীহ পড়া জায়িয নয়। কেননা, বৃদ্ধি করাটাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে বাতিল ও তাঁর কথা অসার করাকে আবশ্যক করে দেয়। আর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য ঃ **"তোমরা আমাকে যেরূপ সলাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবেই সলাত আদায় করো"**। আর সেজন্যই ফজরের সুন্নাত ও অন্যান্য সলাতে বৃদ্ধি করা বৈধ নয়।

যখন কারোর জন্য সুন্নাত স্পষ্ট হয় না এবং প্রবৃত্তির অনুসরণও করে না, এগার রাক'আতের বেশি তারাবীহ পড়ার কারণে তাদেরকে আমরা বিদ'আতীও বলি না এবং গোমরাহীও বলি না। এ ব্যাপারে চুপ থাকাটাই নিঃসন্দেহে উত্তম। কেননা, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো ঃ **"মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াতই উত্তম হিদায়াত"**।

আর উমার (রাঃ) তারাবীহ সলাতে কোন নতুনত্বই সৃষ্টি করেননি। বস্তুতঃ তিনি এই সুন্নাতে জামা'আতবদ্ধতা সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্নাতী রাক'আত সংখ্যার (১১) হিফাজত করেছেন। উমার (রাঃ) সম্পর্কে যে উক্তি বর্ণনা করা হয়- তিনি এ তারাবীহর সংখ্যাকে অতিরিক্ত বিশ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন- এর সনদের কিছুই সহীহ নয়। নিশ্চয় এর সনদের একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে না এবং সমার্থতার ভিত্তিতে শক্তিশালী বুঝায় না। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে দুর্বল বর্ণনা বলেই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ইমাম নববী (রহঃ), ইমাম যায়লায়ী (রহঃ) সহ অন্যান্যরাও এর কতককে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।

যদি উল্লেখিত অতিরিক্ত করাটা প্রমাণিত হয়ও তথাপিও আজকের যুগে তা আমল করা ওয়াজিব নয়। কেননা, অতিরিক্ত করণটি এমন একটি কারণ যা সহীহ হাদীস থাকার কারণে দূর হয়ে গেছে। এই (২০) সংখ্যার উপর বাড়াবাড়ির ফল এই যে, সলাত আদায়কারীরা তাতে তাড়াহুড়া করে এবং সলাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি সলাতের বিশুদ্ধতাও নষ্ট হয়ে যায়।

এ অতিরিক্ত সংখ্যা আমাদের গ্রহণ না করার কারণ ঠিক সেরূপ যেমন ইসলামী আইনে উমারের ব্যক্তিগত অভিমত ঃ এক বৈঠকে তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে গ্রহণ না করা। আর এতদুভয়ের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। বরং আমরা গ্রহণ করেছি সেই যিনি [নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের (২০ রাকাআতপন্থীর) গৃহীত ব্যক্তি হতে উত্তম। এমনকি তাদের গৃহীত ব্যক্তি মুকাল্লিদদের নিকটেও উত্তম।

সাহাবীদের কেউ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন- তার প্রমাণ নেই। বরং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিশ্চয় বিশ রাক'আতের ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়নি। তাই সুন্নাত সম্মত (১১) সংখ্যাকে আঁকড়ে ধরাই অবশ্য কর্তব্য যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উমার (রাঃ) হতে প্রমাণিত। আর আমরাতো আদিষ্ট হয়েছি নবী

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার খলিফা চতুষ্টয়ের সুন্নাত পালনে যারা ছিলেন সঠিক পথের দিশারী। ইমাম মালিক, ইবনুল আরাবীসহ অন্যান্য উলামা এই অতিরিক্ত (২০) সংখ্যাকে অপছন্দ করেছেন।

এ অতিরিক্ত সংখ্যাটি (২০) মুজতাহিদ ইমামগণের পক্ষ থেকে যারা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অপছন্দ করা জরুরী করে দেয় না। যেমনিভাবে জরুরী করে না সঠিকের বিরোধিরা তাদের ইল্‌মের উপর অপবাদ চাপানো বা বিরোধীদের ইল্‌ম ও বিবেচনার বিপরীতে নিজেদেরকে বড় মনে করাটা।

এতদসত্ত্বেও এগার রাক'আতের অধিক পড়া যেমন বৈধ নয় তেমনি সংখ্যাটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করে- এক রাক'আত করাও জায়িয বা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। পূর্ববর্তী সালাফী ইমামগণ এমনটিও করেছেন। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিত্‌র পড়ার সব রকম নিয়মই জায়িয। তবে উত্তম হলো বিত্‌রের সংখ্যাকে অধিক করা এবং প্রত্যেক দু'রাক'আত সালামসহ আদায় করা।

এই হলো সর্বশেষ বক্তব্য যা আল্লাহ আমাকে এ গ্রন্থটি (সলাতুত্ তারাবীহ) রচনা কর্ম সহজ করে দিয়েছেন। যদি আমি এতে সঠিক ও সত্য উপস্থাপন করে থাকি তবে সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই। আর যদি অন্যটি (ভুল) করে থাকি তবে প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন– আমাকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

سُبْحَانَكَ ، اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ★